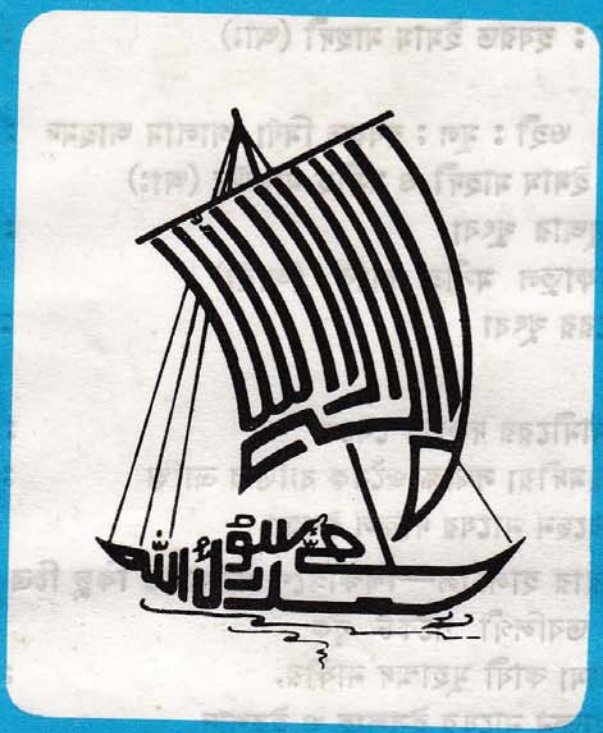

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৮ বর্ষ ॥ ১৩শ ও ১৪শ সংখ্যা

২১শে রমযান, ১৪১৭ হিঃ ॥ ১৮ই মাঘ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ ॥ ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

			পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন (তফসীর সহ)	:	'কুরআন মজীদ' থেকে	১
হাদীস শরীফ—যিক্‌রে এলাহী	:	অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	:	অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৪
হাকীকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)	:	অনুবাদ : নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৫
জুমুআর খুৎবা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)	:	অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ায়েযুল্লাহ্	১১
ঈদুল ফিতরের খুৎবা	:	অনুবাদক : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৩১
ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে	:	আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	৪৫
ফিকাহ আহমদীয়া সম্বন্ধে জনৈক ব্যক্তির ভ্রান্তি নিরসন করেছেন নাযের দারুল ইফতা	:	অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৪৬
চলতি দুনিয়ার হালচাল—শিক্ষাঙ্গণে অবক্ষয়ের কিছু চিত্র	:	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৫০
আহমদীয়া তবলিগী পকেট বুক মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ	:	ভাষান্তর : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৫৪
পত্র-পত্রিকা থেকে	:		৫৭
সালানা জলসা উপলক্ষে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নামে যাঁদের বাণী পাওয়া গেছে	:		৭৩
ছোটদের পাতা	:	পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৭৫
সংবাদ	:		৭৮
সম্পাদকীয়	:		৮১

সম্পাদনা পরিষদ

মোহতারম আহমদ তৌফিক চৌধুরী—প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী —উপদেষ্টা
জনাব মকবুল আহমদ খান —সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান —সহকারী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৮তম বর্ষ : ১৩শ ও ১৪শ সংখ্যা

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৯৭ : ৩১শে সুলাহ্, ১৩৭৬ হিঃ শামসী : ১৮ই মাঘ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আন্-নিসা—৪

৬২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, যাহা কিছু আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন, উহার দিকে এবং এই রসূলের দিকে আস, তখন তুমি মোনাফেকদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার নিকট হইতে বিরূপ ভাবাপন্ন হইয়া সরিয়া যাইতেছে।

৬৩। তখন কেমন অবস্থা হয় যখন তাহাদের কৃতকর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন তাহারা আল্লাহ্‌র কসম খাইতে খাইতে তোমার নিকট আসিয়া বলে, 'আমরা সদ্ব্যবহার এবং পরস্পর সম্প্রীতি ব্যতীত আর কিছুই চাই না।'

৬৪। ঐ সকল লোকের অন্তরে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ উহা ভালভাবে জানেন, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে পরিহার করিয়া চল এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও এবং তাহাদের কল্যাণার্থে তাহাদেরই সম্বন্ধে তাহাদিগকে মর্মস্পর্শী কথা বল। (৬২৪)

৬৫। এবং আমরা কোন রসূল প্রেরণ করি নাই এই উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে যে, আল্লাহ্‌র আদেশে যেন তাহার আনুগত্য করা হয়। (৬২৫) আর যখন তাহারা নিজেদের উপর

৬২৪। হযরত নবী করীম (সাঃ) মোনাফেকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ পাইয়াছিলেন। কারণ, তাহারা তখনও একেবারে পুনরুদ্ধারের বাহিরে চলিয়া যায় নাই বা অপরিবর্তনীয় অবস্থায় পৌঁছিয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ তাহারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া, সত্যিকার মুসলমানে পরিণত হইবে। তাই, তাহাদের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় নাই।

৬২৫। এই আয়াতের প্রথম বাক্যটি হইতে অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যান যে, নবী যাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হন, তাহাদের অবশ্য কর্তব্য সেই নবীকে মান্য করা, কিন্তু সেই নবীর জন্য, অন্য নবীকে মান্য কারার আবশ্যকতা নাই, এইরূপ ধারণা স্বতঃই অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। নবী অন্যান্য সকলের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণযোগ্য হওয়ার কারণে, তিনি স্বয়ং অন্য নবীর অনুসারী হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এই কথা সঠিক নয়। হারূন (আঃ) নবী হওয়া সত্ত্বেও মূসা নবীর (আঃ) অধীন ও অনুসারী ছিলেন (২০:৯৪)।

অন্যায় করিয়াছিল, তখন যদি তাহারা তোমার নিকট আসিত এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং রসূলও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময় হিসাবে পাইত।

৬৬। কিন্তু না, তোমার প্রভুর কসম, তাহারা মো'মেন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সেই সকল বিষয়ে তোমাকে বিচারক রূপে মান্য করিবে যে সকল বিষয়ে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া হইয়া যায় এবং যে সকল বিষয়ে তুমি ফয়সালা কর উহাতে তাহারা নিজেদের সংকোচ বোধ না করিবে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে। (৬২৬)

৬৭। আর আমরা যদি তাহাদের উপর বিধিবদ্ধ করিতাম যে, 'তোমরা নিজদিগকে হত্যা কর (৬২৭) অথবা আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও; তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যতীত কেহই ইহা করিত না; এবং তাহারা যদি উহা করিত যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণজনক এবং (ঈমানের) অনেক মযবুতির কারণ হইত;

৬৮। এবং তখন আমরা নিশ্চয় নিজ সন্নিধান হইতে তাহাদিগকে মহা পুরস্কার দান করিতাম।

৬৯। আর তাহাদিগকে অবশ্যই আমরা সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিতাম।

৬২৬। এই নির্দেশ মুসলমান রাষ্ট্রপতিরূপে মহানবী (সাঃ)-এর স্বপক্ষে প্রযোজ্য। অতএব, ইহা রাশেদ (পথ-প্রাপ্ত) খলীফাগণের স্বপক্ষেও প্রযোজ্য।

৬২৭। "উক্‌তুলু আনফুসাকুম" বলা দ্বারা "তোমরা নিজদিগকে হত্যা কর" বুঝায় না, বরং "নিজেদের লোকজনকে হত্যা কর" বুঝায় (২:৫৫) নতুবা "আল্লাহ্‌র পথে আত্মবিসর্জ্জন কর" বুঝায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন:

اللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَسْحِقْهُمْ تَسْحِيقًا

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

যিক্‌রে এলাহী

কুরআন :

فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قيما و قعودا و على جنوبكم (النساء - ١٠٣)

অর্থাৎ অতঃপর যখন তোমরা নামায শেষ কর তখন দাঁড়িয়ে এবং বসে এবং নিজেদের পার্শ্বে শুয়ে তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। (নিসা : ১০৪)

হাদীস :

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر الله على كل احيانه

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা :

ইসলাম মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে এভাবে যে, তোমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। ইবাদতের চরম উৎকর্ষতা হলো নামায। আর এই নামাযকে বলা হয়েছে মে'রাজ অর্থাৎ খোদা-দর্শন। এত বড় কাজের জন্য অবশ্যই কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে যার মধ্যে রয়েছে ওযু, পবিত্র জায়গা ও পাক পোষাক। এর আসল প্রস্তুতি হলো মনের পবিত্রতা আর এই পবিত্রতা অর্জনের একমাত্র পথ হলো সর্বদা খোদাতা'লাকে স্মরণ করা। কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, নামাযের পর যে কোন অবস্থায় থাকোনা কেন আল্লাহ্‌কে স্মরণ। আল্লাহ্‌র রসূলের জীবনে এর উপর আমল এভাবে দেখতে পাই যে, তিনি সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন। আল্লাহ্‌র রসূলের প্রতিটি মুহূর্ত খোদার স্মরণে কাটত। তিনি উঠতে, বসতে, চলা-ফেরায়, জাগ্রত, শায়িত ও বসা অবস্থাতেও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন। হাদীসে বহু দোয়ার উল্লেখ রয়েছে।

উপরে বর্ণিত হাদীসে সীরাতে নব্‌বীর এই দিকটির উপর আমাদের সকলের আমল করা উচিত। কেননা, পাপ হতে বাঁচার প্রকৃত উপায় হলো খোদাকে সর্বদা নিজের সামনে রাখা ও তার যিক্‌র করা। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে বেশী বেশী যিক্‌রে ইলাহী করার তৌফীক দান করুন। আমীন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

বয়'আত সম্পর্কে জানা উচিত যে, ইহার কি উপকার এবং কেন ইহার প্রয়োজন? যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তুর উপকার এবং মূল্য জানা না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উহার কদর ও মান-মর্যাদা মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। যেরূপভাবে গৃহে মানুষের অনেক রকমের মাল-সামগ্রী থাকে যেমন, টাকা-পয়সা, কৌড়ী-লাকড়ি ইত্যাদি। মোটের উপর, যে রকম যে-বস্তু সেই পর্যায়েরই উহার উহার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এক কৌড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে একজন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না যা পয়সা বা টাকার জন্য তাকে করতে হয়। আর লাকড়ি ইত্যাদিকে সে এমনেই কোন কোণায় ফেলে রাখবে। এই নিয়ম নীতি অনুযায়ী যে বস্তু খোয়া গেলে বেশী ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে উহার সেই পরিমাণ বেশী রক্ষণা-বেক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এইরূপেই বয়আতের মধে অতীব গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ বস্তু হচ্ছে তওবা, যার অর্থ প্রত্যাবর্তন। তওবা এমন অবস্থার নামান্তর যে, মানুষ নিজ গোনাহ্‌-সমূহ হতে যেগুলির সাথে তার প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে এবং সে ঐগুলিকে নিজ জন্মভূমিরূপে এমনভাবে আঁকড়িয়ে ধরে রেখেছে যেন গোনার মধ্যে জীবন যাত্রাকেই লক্ষ্যবস্তু রূপে সাব্যস্ত করে নিয়েছে, এই জন্মভূমিকে পরিত্যাগ করা আর প্রত্যাবর্তন করার অর্থ পবিত্রতা অবলম্বন করা। অবশ্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করা বড় কষ্ট-দায়ক হয় এবং শত সহস্র দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়। একটি গৃহ মানুষ যখন পরিত্যাগ করে তখন কতই না কষ্ট হয়! আর জন্মভূমি পরিত্যাগ করলে তো তাকে সকল বন্ধুবান্ধবের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয় এবং সকল মাল-সামগ্রী যেমন, খাট, বিছানা, প্রতিবেশী, সেই গলি-কুচা, বাজার ইত্যাদি সবকিছু পরিত্যাগ করে এক নূতন দেশে যেতে হয় অর্থাৎ সেই (পূর্বের) জন্মভূমিতে সে কখনো আর ফিরে আসে না; এর নাম তওবা।

(মলফ যাত ১ম খণ্ড, ২পৃঃ)

হাকীকাতুল ওহী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

এখন আমি এই কথাও প্রকাশ করিয়া দিতেছি যে, ঐ বরকতপূর্ণ যুগ যাহার প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা পৃথিবীর বয়সের সপ্তম হাজার বৎসর। ইহা 'সাব্বাত' (শনিবার)-এর ন্যায় খোদার বাদশাহী অর্থাৎ সন্ধি ও সৌভাগ্যের জন্য নির্ধারিত। ইহাও আমার নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এই শতাব্দী ষষ্ঠ হাজারের সমাপ্তি। এই জন্য আধ্যাত্মিক কেয়ামতের প্রস্তুতির লক্ষ্যে যত বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কথা তাহা এই শতাব্দীতে পূর্ণ করা হইবে। অতএব এই পরিপূর্ণ ও আজীমুশ্বান আধ্যাত্মিক বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য খোদা-তা'লা দুই ধরনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমটি হইল সৌন্দর্যপূর্ণ এবং দ্বিতীয়টি প্রতাপপূর্ণ ব্যবস্থা। সৌন্দর্যপূর্ণ ব্যবস্থাটি হইতেছে এই যে, তিনি নিজের সনাতন বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক যুগে পৃথিবীর হেদায়াত ও সৌভাগ্যের জন্য নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে কাউকে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষরূপে প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই যুগেও তিনি নিজের এক বিশেষ বান্দাকে, যাঁহার পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী, তাঁহাকে ইমামের পদ দান করিয়া প্রত্যাদিষ্ট পুরুষরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে জগদ্বাসী তাঁহার হেদায়াত ও আনুগত্যের ছায়ায় থাকিয়া ঐ পবিত্র আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের জ্যোতিঃ নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে যাহা অর্জন করা আধ্যাত্মিক কেয়ামতের প্রস্তুতির জন্য জরুরী এবং তাহারা খোদাতা'লার ঐ শান্তিপূর্ণ ও বরকতপূর্ণ বাদশাহীতে প্রবেশ করার ও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য সাব্যস্ত হয় যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাহার মধ্যে কোন অপবিত্র ও খল প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির ঠাঁই নাই।

নম্বর-১ সম্পর্কে টীকার অবশিষ্টাংশ :—অতএব পাঠকদের সুবিবেচনার জন্য পেশ করিতেছি যে, প্রায় বার বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে এই অধম একটি সত্য স্বপ্নে দেখিল একটি জ্যোতিঃ স্তম্ভের আকারে আসিল এবং উহা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া লইল, এবং আমার অবস্থার পরিবর্তন করিয়া দিল ও আমার মুখে কলেমা তওহীদ জারী করিয়া দিল। বস্তুতঃ ইহার পর এক বৎসর যাবৎ আমি আল্লাহ্‌তা'লাকে সাক্ষাতে দেখিতে থাকি। যখন ঐ অবস্থা হ্রাস পাইতে লাগিল তখন এক রাত্রিতে আমি স্বপ্নের অবস্থায় খোদাতা'লাকে দেখিলাম এবং আমি ইহার মধ্যে বিভোর হইয়া গেলাম। ইহার স্বাদ সারাদিন আমার হৃদয়ে বিরাজমান ছিল। ইহার পর আজ হইতে প্রায় সাত বৎসর পূর্বে এক সত্য-স্বপ্নে এই অধম এক বিশাল জামাতকে এক স্থানে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান এবং

খোদাতা'লার দ্বিতীয় প্রতাপপূর্ণ ব্যবস্থাটি হইল আযাবের অস্ত্র, যাহার অর্থ প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ। যাহারা ঐ সৌন্দর্যপূর্ণ ব্যবস্থা দ্বারা সংশোধিত না হয় তাহাদিগকে এই প্রতাপপূর্ণ অস্ত্র দ্বারা ধ্বংস করা হইবে বা সতর্ক করা হইবে। আদিকাল হইতে আল্লাহ্‌র বিধান এইভাবে চলিয়া আসিতেছে যে, প্রত্যেকটি আধ্যাত্মিক বিপ্লবের জন্য প্রথমে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ আগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন জাতির লোকেরা তাঁহাকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করিতে থাকে তখন তাহাদের উপর আযাব আসিতে থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত কুরআন শরীফে ও পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে বিপুল পরিমাণে মজুদ আছে। বস্তুতঃ তদ্রূপেই এখনো এই ঘটনা ঘটিয়াছে যে, যখন হযরত আকদস পৃথিবীতে তবলীগের দায়িত্ব ও 'হুজ্জত উল্লাহ্' পূর্ণ করেন এবং তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী কর্তব্যানুসারে প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন, কিন্তু জগদ্বাসী তাঁহাকে কাফের বলা হইতে ও অস্বীকার করা হইতে বিরত হইল না, তখন খোদাতা'লা তাঁহার সনাতন বিধান মোতাবেক এই যুগের লোকদের জন্য এই ফয়সালা জারী করেন যে, আম্বিয়া আলায়হেস সালামের বিরুদ্ধবাদীদের ন্যায় তাঁহার অস্বীকারকারীদের জন্যও এক বিপদ অবতীর্ণ করেন। সুতরাং উহা এই প্লেগই, যাহা পৃথিবীকে বিনাশকারী আগুনের ন্যায় ভস্ম করিয়া দিতেছে। দেখ, হাদীসে নব্‌বীতে সুস্পষ্ট

নম্বর ১ সম্পর্কে টীকার অবশিষ্টাংশ

আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিলাম, যেন এখনই হযরত মসীহ আলায়হেস সালাম অবতরণ করিবেন। ইহাও দেখিলাম যে মসীহের অবতরণের জন্য একটি মীনার তৈরীর উৎকণ্ঠায় আছে। ঐ সময় আমাকে একটি ইলহামী পুস্তকে এই লেখাটি দেখানো হইল যে, ঐ মীনার যাহার উপর উপর মসীহ অবতীর্ণ হইবেন, উহা চেরাগদীনের অর্থাৎ এই অধমের হাতে নির্মাণ করা হইবে। ইহার সাথেই আমার নিকট এই কথাও প্রকাশ করা হইল যে, এই মীনার নির্মাণ করার জন্য পৃথিবীতে আমার নামধারী অন্য কেহ নাই। অতঃপর প্রায় তিন বৎসর পর আমাকে স্বপ্নে সমগ্র পৃথিবীর জাতিসমূহকে পাখীর আকৃতিতে পরস্পরের মধ্যে হৈ চৈ করিতে দেখানো হইল। যখন আমি তাহাদিগকে দেখিতে ছিলাম তখন খোদাতা'লার পক্ষ হইতে আমার নিকট এই ইলহাম অবতীর্ণ হইল, "তাহাদিগকে এই দিকে চলিয়া আসিতে বল যাহাতে তাহারা শান্তি লাভ করে"। ইহার পর আমি একবার একটি সত্য স্বপ্নে দেখিলাম যে, নেক ব্যক্তিগণের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল এবং এই অধমকে উক্ত সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। লোকেরা আমাকে মোবারকবাদ দিল। ইহার পর একবার আমি দেখিলাম যে, হযরত আকদসের নিষ্ঠাবান সেবকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং এই অধমকে এই কাজে নিয়োগ করা হইল, আমি যেন লোকদিগকে হযরত আকদস মসীহের বয়াতের জন্য উচ্চ

ভাবে লেখা আছে যে, মসীহ্ মাওউদের যুগে এত ব্যাপকভাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইবে যে, পৃথিবী মৃত ব্যক্তিদের দ্বারা ভরিয়া যাইবে। বাইবেল ও পবিত্র গ্রন্থ প্রকাশিত বাক্য এর ১৬ অধ্যায় লেখা আছে যে, মসীহ (আঃ)-এর আবির্ভাবের যুগে মানুষ ভয়ঙ্কর কোঁড়ায় অর্থাৎ প্লেগে ধ্বংস হইবে। এতদ্ব্যতীত কুরআন করীম সুস্পষ্টভাবে শেষ যুগে জাতিসমূহের ধ্বংস হওয়ার সংবাদ দিতেছে। কুরআন করীমে যেমন বলা হইয়াছে

وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا - كان ذلك في الكتاب مسطورا

(সূরা বনী ইসরাঈল—আয়াত ৫৯)

অর্থ :—এবং কোন জনপদ নাই যাহাকে আমরা কেয়ামত দিবসের পূর্বেই ধ্বংস করিব না অথবা উহাকে কঠোর আযাব দিব না। ইহা কিতাবে (আল্লাহ্‌র বিধানে) লিপিবদ্ধ আছে—অনুবাদক)। অনুরূপভাবে সূরা আদ্ দুখানে বলা হইয়াছে

فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين - يغشى الناس - هذا عذاب اليم

(সূরা আদ্ দুখান—আয়াত ১১-১২)

(অর্থ :—অতএব তুমি সেই দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধূম্র লইয়া আসিবে উহা মানবমণ্ডলীকে আবৃত করিয়া ফেলিবে। ইহা এক মহা যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইবে—অনুবাদক) আরো বলা হইয়াছে, يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون

(সূরা আদ্ দুখান—আয়াত ১৭)

নম্বর ১ সম্পর্কে টীকার অবশিষ্টাংশ

স্বরে আহ্বান জানাই এবং যাহারা আসে তাহাদিগকে হুযূরের জ্যোতির খেদমতে হাজির করি। এক বৎসর পূর্বে আমি একটি সত্য স্বপ্নে দেখিলাম যে, পশ্চিম দিক হইতে একটি জ্যোতিঃ আসিল যাহার দৈর্ঘ বহু ক্রোশ পর্যন্ত এবং উচ্চতা আকাশে গিয়া মিলিত হইয়াছিল। ঐ জ্যোতিঃ সরাসরি আমার দিকে আসিল। উহা যতই আমার নিকটে আসিতেছিল ততই হ্রাস পাইতেছিল। এমনকি যখন উহা আমার নিকট পৌঁছিল তখন আমি জ্যোতির পরিবর্তে কেবল এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, যাহার উভয় হাতে জুতার আকারে দুইটি জিনিষ ধরা ছিল। যখন হাত নাড়াইত তখন ঐ জ্যোতিঃ উহাদের ভিতর হইতে বাহির হইত। বস্তুতঃ ঐ ব্যক্তি আমার নিকটে আসিয়া খুব আবেগের সহিত কহিল যে, রুগ্নদিগকে উপস্থিত কর। তাহার এই কথা বলায় আমি তাহার সম্মুখে নত মস্তক হইয়া গেলাম। সে তাহার হাতে ধরা ঐ জিনিষটি দ্বারা আমার মাথা মুছিয়া দিল। আমি দেখিতেছি যে, কয়েদীদের ন্যায় আমার গলায় একটি লোহার শিকল, যাহা আমি আমার হাত দ্বারা খুলিতেছি। বস্তুতঃ ইহার কয়েকদিন পরে আবার পূর্বের ন্যায় আমার উপর

অর্থাৎ (অর্থ ঃ যেদিন আমরা (তোমাদিগকে) কঠিনভাবে ধৃত করিব সেদিন নিশ্চয় আমরা প্রতিশোধ গ্রহণকারী—অনুবাদক)। অনুরূপভাবে সূরা আল্ কিয়ামতে বলা হইয়াছে,

فاذا برق البصر - و خسف القمر - و جمع الشمس والقمر - يقول الانسان يو مئذ اين المفر - كلا لا وزر - الى ربك يو مئذ المستقر -

(সূরা আল্ কিয়ামা—আয়াত ৮-১৩)

(অর্থ ঃঅতএব যখন চক্ষু ঝলসাইয়া যাইবে, এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে, এবং সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হইবে, সেদিন মানুষ বলিবে, 'পালাইবার স্থান কোথায় ?' কখনও না, কোন আশ্রয়স্থল নাই। সেদিন কেবল তোমার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল হইবে—অনুবাদক)। ইহা ছাড়া পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থাদিতেও এই যুগ সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী মজুদ আছে। ইশাইয়া এর ৪/১৫/৬৬ অধ্যায়, যবুর এর ৩নং আয়াত, দানিয়েল এর ১২ অধ্যায়, যিহিষ্কেল ১৫—২৮/৩৭, এবং হবককুক এর ৩ অধ্যায়, সফনিয় ৩ অধ্যায়, মীখা এর ৪ অধ্যায়, মতি ৪০/১৩এবং ১৫/৩১/৩৪ এবং প্রকাশিত বাক্য এর ১৫—১৬ অধ্যায়। এই সকল গ্রন্থে এই যুগের সম্পূর্ণ ও নিখুঁত ছবি মজুদ আছে।

হ্যাঁ, যদি এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, আমরা কীভাবে স্বীকার করিব যুগ ইমামের বিরুদ্ধাচারণের দরুন আমাদের উপর এই আযাব পতিত হইয়াছে, তবে ইহার উত্তর আমি নিম্নোক্ত আয়াত হইতে দিতেছি। বলা হইয়াছে,

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى امها رسولا

(সূরা আল্ কাসাস্—আয়াত ৬০)

নম্বর ১ সম্পর্কে টীকার অবশিষ্টাংশ

কাশ্ফী অবস্থা জারী হইল এবং আমার হৃদয়ে এইরূপ একটি আনন্দ দেখা দিল যেন আমি বাদশাহ্। বস্তুতঃ এই আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের অবস্থায় একদিন আমি কাশ্ফে খোদার হুযূরে পৌঁছিয়া গেলাম। এই সময় খৃষ্টানদের শিক্ষা অর্থাৎ বাইবেলের তাৎপর্য আমার নিকট প্রকাশ করা হইল এবং খৃষ্টানদের ভ্রান্তি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করা হইল। ইহার সাথে এই বিষয়টিও আমার নিকট প্রকাশ করা হইল যেন এখন মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম (অর্থাৎ এই উম্মতের মসীহ) নিজের প্রতাপপূর্ণ রং এ অবতীর্ণ হইবেন এবং এই অধমকে তাঁহার অবতরণের ঘোষণাকারী করার এবং জাতিসমূহকে তাঁহার বাদশাহীর অধীনে আনার সুসংবাদ দেয়ার জন্য প্রত্যাদিষ্ট করা হইয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে একটি সত্য-স্বপ্নে আমাকে দেখানো হইল যে, আকাশ হইতে অর্ধ চন্দ্রাকারে বিচরণরত উজ্জল জ্যোতিষ্ক-

(অর্থ: এবং তোমার প্রভু জনপদসমূহকে কখনো ধ্বংস করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ঐগুলির কেন্দ্রস্থলে কোন রসূল প্রেরণ করেন—অনুবাদক) অন্যত্র বলা হইয়াছে,

و لكل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط و هم لا يظلمون

(সূরা ইউনুস—আয়াত ৪৮)

(অর্থ: এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্যই রহিয়াছে রসূল। সুতরাং যখন তাহাদের রসূল আসে, তখন তাহাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে বিচার করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের উপর কোন যুলুম করা হয় না—অনুবাদক)।

অতএব যখন একদিকে এক রসূল অর্থাৎ হযরত ইমামুজ্জামান মজুদ আছেন, যিনি জগদ্বাসীকে সত্য ও ন্যায়ের দিকে ডাকিতেছেন এবং অন্যদিকে তাঁহাকে বড় জোরে শোরে অস্বীকারও করা হইতেছে, তবে কি ইহা বুঝা যায় না যে, ইহা আমাদের ঐ বিরুদ্ধাচরণ ও শঠতা যাহা আমরা আল্লাহ্‌র এক প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের বিরুদ্ধে করিতেছি, উহাই আযাবে রূপান্তরিত হইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া গিয়াছে। অথবা এইরূপ বলা যাইতে পারে, এই আযাবের প্রকৃত কারণ ঐ অস্বীকার যাহা পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ হইয়াছে।

وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون-

(সূরা হূদ—আয়াত ৯)

মণ্ডলী অবতীর্ণ হইতেছে এবং আমি আমার হস্ত প্রসারিত করিয়া হযরত ইমামুজ্জমানের জন্য ঐগুলিকে ধরিতেছি। বস্তুতঃ এই স্বপ্নের ধারাহিকতায় আবার আমি দেখিলাম যে, এক জায়গায় ইউরোপীয়দের জন্য অনেক বাড়ীঘর নির্মাণ করা হইতেছে। উহাদের একদিকে এক বুযূর্গ অর্থাৎ হযরত আকদস (আঃ) উপবেশন করেন। তাঁহার চতুর্দিকে একটি পর্দা টাঙ্গানো। ইহার দরুন হযরত আকদসকে বাহিরের দিক হইতে দেখা যাইতে ছিল না। ঐ পর্দার ভিতর হইতে তিনি সজোরে ঐ সকল লোকদিগকে, যাহারা নির্মাণ কাজে রত, তাহাদিগকে এই বলিয়া ধমক দিতে ছিলেন যে, জলদী কর। তিনি আরো বলেন, যদি কাল পর্যন্ত এই কাজ শেষ না হয় তবে তোমাদের চুক্তি বাতিল করা হইবে। এই সময় ঘটনাক্রমে এইরূপে বাতাস বহিল যে, ঐ পর্দা যাহার ভিতরে হুযূর উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া গেল এবং তাঁহার জ্যোতির্ময় সত্তা সূর্যের ন্যায় চমকাইতে দেখা গেল। এই অধম দেখিল যে, তাঁহার চেহারা খুবই সুন্দর ও উজ্জ্বল, যেন হুযূর আনোয়ারের চেহারা হইতে জ্যোতিঃ ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহার সাথে সাথে আরো দেখিলাম যে, হুযূর (আঃ)-এর পোষাক আপাদমস্তক শুভ্র ও উজ্জ্বল। তখন আমি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া সালাম করিলাম। তিনি আমার সহিত এতখানি মেহেরবানী ও ভালবাসার সহিত আচরণ করিলেন যে, আমার

(অর্থঃ যে আযাবের বিষয়ে তাহারা উপহাস করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে—অনুবাদক)। আমিতো নিজের চোখে * দেখিয়াছি ও কানে শুনিয়াছি যে, বিরুদ্ধ-বাদীরা হযরত মসীহুজ্জামান আলায়হেস সালামের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা এই প্লেগ সম্পর্কে আজ হইতে চার বৎসর পূর্বে প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, পাঞ্জাবে প্লেগ দেখা দিবে, উহা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিত যে কোথায় ঐ প্লেগ। ইহা ছাড়া যেক্ষেত্রে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত কুরআন শরীফ ও পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে মজুদ আছে যে, বিগত যুগসমূহে খোদার প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের অস্বীকারকারীদের পরিণাম কেবল ধ্বংসই ছিল এবং প্রত্যেক উম্মতের উপর পৃথক পৃথক ধরনের আযাব আসিয়াছিল, সেক্ষেত্রে এই কথা মানিতে আমাদের বাধা কোথায় যে, এই আযাব এই বিরুদ্ধাচরণেরই ফল। কখনো নহে। নিঃসন্দেহে ইহা খোদাতা'লার ঐ প্রতাপপূর্ণ ক্রোধের অস্ত্র, যাহা সদা সর্বদা তাঁহার সত্য রসূলগণের বিরুদ্ধ-বাদীদিগকে ধ্বংস করার জন্য মজুদ হইয়া আসিতেছে।

নম্বর ১ সম্পর্কে টিকার অবশিষ্টাংশ

পূর্ণ বিশ্বাস হইয়া গেল এখন আমি হুযূরের দৃষ্টিতে গৃহীত হইয়া খেদমতের জন্য সম্মানিত হইয়া গিয়াছি। এমনকি আমি দেখিতে পাইলাম যে, আমার পোষাকও হুযূরের (আঃ) পোষাকের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে। অনুরূপভাবে গভীর মনোনিবেশের পর এক বুযুর্গ এই অধমের অনুকূলে এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, একটি পুকুরের পাশে একটি পাকা দালান আছে। উহার ভিতর হইতে একটি আলোর স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। ঐ বুযুর্গ বলেন, এই আলো কোন্ বস্তু হইতে বাহির হইতেছে তাহা অনুসন্ধানের জন্য আমি ঐ গৃহের দরজায় গেলাম। তিনি উহার ভিতর এই অধমকে দেখিতে পাইলেন। সারকথা, এইরূপ আরো অনেক স্বপ্ন ও কাশ্ফ, আছে। ঐগুলি লিখিতে গেলে অনেক লম্বা হইয়া যাইবে। কিন্তু এই কথা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, খোদাতা'লা তাহার স্বপ্ন, কাশ্ফ ইত্যাদির ব্যাপকতার দ্বারা এই অধমের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ ও প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, আমি হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামের আধ্যাত্মিক সাহায্যকারীদের অন্যতম, যেমন হুযূরের মসীহ হওয়ার দাবীর শুরুতেই একটি সত্য স্বপ্নে দুইজন সাহায্যকারীকে দেখানো হইয়াছিল। ইহার সত্যায়ন হাদীসে নব্বী (সাঃ) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মসীহ মাওউদ দুইজন ফেরেশ্তা বা পুরুষের কাঁধে হাত রাখিয়া অবতীর্ণ হইবেন। (ক্রমশঃ)

---

o টীকা: খোদা জানেন পরে তাহার চোখের কি হইয়া গেল।

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

(৯ই আগষ্ট '৯৬ইং বৃটেনের মসজিদে ফযলে প্রদত্ত)

অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ায়েযুল্লাহ্

ভাল কথা এবং সত্য কথার মধ্যে একটি শক্তি আছে এবং যে ব্যক্তিই সত্য এবং ভাল কথা অবলম্বন করবে সে অনিবার্যরূপে শক্তিশালী হবে

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আঃ) সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন (আয়াত নং--১০৫)।

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر - و اولئك هم المفلحون - (سورة ال عمران ايت نمبر ١٠٥)

হুযূর (আইঃ) বলেন, কুরআন করীমের যে আয়াতকে আমি বিগত জুমআর খুৎবার আলোচ্য বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেছিলাম তা تعاونوا على البر والتقوى সম্বলিত। অর্থাৎ সে আয়াত যা উপদেশ যে, তোমরা ভাল কথায় ভাল কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো। খারাপ কথায় পরস্পরকে সাহায্য করবে না। কুরআন করীম অনেকগুলি বিষয়কে জোড়ার আকারে উপস্থাপন করে। একটি আয়াতের জোড়া আরেক স্থানে পাওয়া যায়। আর উভয় জোড়া একে অপরের বিষয়-বস্তুকে শক্তি প্রদান করে। তাহলে পরস্পরকে সাহায্য প্রদানের অর্থ কী? পরস্পরকে সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্য তো শুধু এটুকু হতে পারে না যে, আপনাদের যে বস্তুটির প্রয়োজন আছে তা আপনারা চান এবং অন্যপক্ষ তৎক্ষণাৎ সাহায্যস্বরূপ তা আপনাদেরকে দিয়ে দেন। পরস্পরকে সাহায্য করার প্রকৃত ও খাঁটি বিষয়-বস্তু এ আয়াতের মধ্যে বিধৃত হয়েছে, যা আমি আজ তেলাওয়াত করেছি। আর এ জন্যেই বিগত খুতবার শেষে আমি দুনিয়ার পবিত্রতম ও মহান ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐ হেদায়াতসমূহ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম যার সম্পর্ক ও সম্বন্ধ সৎ কর্মের প্রতি উপদেশ এবং অসৎকর্ম হতে বাধা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত।

তাহলে সহোযোগিতা কোন্ কথার উপরে করবেন? যদি আপনি অন্য কাউকে কিছু বলেন তবেই পারস্পরিক সহযোগিতার প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, (কাউকে) যদি কোন কথা হতে বাধা দান করেন, তাহলেও পারস্পরিক সাহায্যের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এবং সব জায়গায় কোন শক্তির পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয় না। কুরআনে করীম এই দিক থেকে উম্মতের

সকলকে আদেশ দানের অধিকারী বানিয়ে দেয় —প্রকৃত অর্থে নির্দেশ দানের অধিকারী বানিয়ে দেয়। এখন প্রকৃত অর্থে নির্দেশ দানের অধিকারী হওয়ার রহস্য ইহার মধ্যে নিহিত। যদি এ দু'টি আয়াতের আলোচিত বিষয়-বস্তুকে বুঝে নেন তবে আপনি বুঝতে পারবেন যে, ইসলামের মধ্যে একনায়কত্বের কোন অবকাশ নেই। যেখানেই আনুগত্যের নির্দেশ হয় সেখানেই সে অনুগত হয়। পুণ্যকর্মসমূহের সাথে আনুগত্য এতটা সম্পৃক্ত যে, পবিত্রতম মহান ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মুসলিম মহিলাদের নিকট হতে বয়াত গ্রহণের সময় যে শব্দগুলি ওহীর মাধ্যমে শিখানো হয়েছিল যা কুরআনে করীমে বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে এ-ও একটি যে, তাদের নিকট হতে বয়াত করার সময় এ অঙ্গীকার নাও যে, সৎকর্মসমূহে তারা তোমার আনুগত্য করবে। আমি ইতোপূর্বে এই বিষয়টির উপরে একবার আলোকপাত করেছিলাম যে, ভাল কথাসমূহের উদ্দিষ্ট অর্থ ইহা হতে পারে না যে, পবিত্রতম ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কিছু অকল্যাণকর কথার বিষয়েও আদেশ দিতে পারতেন কিংবা অসৎ কথার ব্যাপারে আদেশ প্রদান করতে পারতেন। উত্তম কথা দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, তাঁর আদেশ নিষেধের সীমারেখাকে সঙ্কুচিত করা হয়েছে। বরং উহাকে প্রশস্ত করাই উদ্দিষ্ট ছিলো। কুরআন করীমে যে-সকল আদেশ-নিষেধ রয়েছে সেগুলো সরাসরিভাবে আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ হতে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে করা হয়েছে বা শুধু মাত্র বিশ্বাসী-গণকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইহা ছাড়াও সৎকর্ম ও পুণ্যের অনেক কথা আছে যা ঐ সকল আদেশ-নিষেধের ব্যাখ্যার সাথে সম্পৃক্ত। এবং সরাসরি কোন ব্যাখ্যার বরাত দেয়া হোক বা কোন ব্যাখ্যার বরাত দেয়া না হোক, প্রতিটি উত্তম কথার ভিত্তি কুরআন করীমে বিদ্যমান রয়েছে। আর এই বিতর্কের অবতারণার কোন প্রয়োজন নেই যে, কুরআনে করীমে অমুক আয়াতে এই কথা এইরূপে বর্ণিত আছে। এই জন্যে এ ব্যাপারে আমার পথ-নির্দেশনা অনুসারে তোমাদের চলা উচিত। অতঃপর আঁ-হযরত (সাঃ) তো সর্বময় ওহীরভিত্তিতেই কথা বলতেন। এতদ্ব্যতিরেকেও যে, তাঁকে এ কথা বলতে বলা হয়েছে যে, কল্যাণময় কর্ম বা কথায় আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। এতদ্দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, মহিলাদের অন্তরে এইরূপ কল্পনাও যেন উৎপন্ন হতে না পারে যে, যখনই আমরা কোন আদেশ পাব, তখনই আমরা সন্ধান চালিয়ে দেখবো যে, উক্ত আদেশ কুরআনে করীমে বিদ্যমান আছে কি নেই? কল্যাণময় কথা তো এইরূপ যে, সর্বযুগের সকল মানুষের উপরে—বিশ্বের সকল মানুষের উপরে সমানভাবে প্রয়োগ করা যায়। কল্যাণকর কথা উহা যা সাধারণ পরিবেশে আপাতঃ দৃষ্টিতেও উত্তম বলে প্রতিভাত হয়। এর জন্যে আদেশের উদ্ধৃতি বা বরাত দেয়ার প্রয়োজন হয় না। আদেশ দেয়ার অধিকারী ব্যক্তির বরাত দেয়ার দরকার হয় না। তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, জীবনের যে কোন শাখার সাথে সম্পৃক্ত কথা হোক না কেন, চাই সুস্পষ্টভাবে

কুরআনে করীমের আদেশ নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক তবুও আপনারা নবী (সাঃ)-এর আনুগত্য করবেন।

আর আদেশ নিষেধসমূহ পালন করার জন্যে ইহা অনিবার্য শর্তরূপে সাব্যস্ত আছে যে, প্রত্যেক মুমিন যিনি বয়াত গ্রহণ করবেন তিনি অবশ্যই আনুগত্য করবেন। কেননা, তাঁর বয়াতই তো আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হয়, তিনি সবকিছুই আল্লাহ্‌র সন্নিধানে বিক্রি করে ফেলেন।

অতঃপর কল্যাণময় কথার প্রতি আনুগত্য করার বিষয়-বস্তুটি, আনুগত্যের সীমারেখাকে সঙ্কুচিত করে না; বরং অনেক প্রশস্ত করে যে, যে-কথা আমি আপনাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছি তাহল এই যে, যেহেতু আল্লাহ্‌তা'লা গোটা উম্মতকে আদেশ দানের অধিকারী বানিয়েছেন এবং কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াত হতে সন্ধান পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্‌তা'লা উম্মতসমূহকে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়ে থাকেন। আয়াতে ইস্তেখলাফের (সূরা নূর দ্রষ্টব্য) মধ্যেও মহানবী (সাঃ)-এর সৎকর্মশীল সেবক-দিগকে যারা পরকালের প্রতি ঈমান আনয়ন করবেন এবং সৎকর্ম করবেন তাদেরকে এই শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আমি তোমাদিগকে আমার খলীফা করবো। অথবা পৃথিবীতে খলীফা করবো যেভাবে পূর্ববর্তীদিগকে খলীফা করেছিলাম। এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তো অনেক দীর্ঘ হবে। আমি আপনাদেরকে ইহা বুঝাতে চাচ্ছি যে, বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, যখন একজন আদেশ দানের অধিকারী ব্যক্তির মাধ্যমে কোন জাতির ওপরে দুনিয়ার সংশোধনের কাজ ন্যস্ত হয় তখন সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি আদেশ দানের অধিকারী হয়ে যায়। আর এ দিক থেকে বড় ও ছোট, শাসক এবং শাসিতের মাঝে কোন ইতর বিশেষ করা হয় না। এর শর্ত হল এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন সৎকাজের আদেশ প্রদান এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন ভাল কথার আদেশ প্রদান করেন। এখন ভেবে দেখুন নবী এ ছাড়া আর কি করেন? তিনি ইহাই তো করেন। কিন্তু নবী ঐ সকল অর্থেও আদিষ্টই হয়ে থাকেন যে, কেউ কথা বুঝুক বা না বুঝুক মানুষ এ ব্যাপারে কোন প্রকার প্রতিবাদও করতে পারে না। কোন প্রকার দ্বিধা দ্বন্দ্বও করতে পারে না। তাই সাধারণ মুসলমানদের আদেশদাতা হওয়ার জন্যে অনিবার্য শর্ত ইহাই হবে যে, তারা সদাসর্বদা এরূপ উত্তম ও সুন্দর কথা বলবে, এরূপ খারাপ কর্মসমূহ হতে বাধা প্রদান করবে যার জন্যে কোন ব্যক্তি তার নিকটে কোন প্রকার উদ্ধৃতি বা বরাত চাইতে না পারে। আর কুরআন করীমের বর্ণিত সকল পুণ্য কর্ম প্রকৃত অর্থে এই প্রকৃতির সাথে সর্বতোভাবে সম্পর্ক রাখে। কিন্তু কতিপয় সৎকর্ম নিজ প্রকৃতির মধ্যে এমন এক মর্যাদা লাভ করে থাকে যে, প্রত্যেক বক্তার পক্ষে ইহা বুঝানোর শক্তি থাকে না যে, ইহা আপনাদের জন্যে কেন উপকারী। মিথ্যার সম্পর্কে তো বলতে পারেন যে,

যখন আমি তোমাদের বলছি যে, মিথ্যা কথা বলবে না সদা সত্য কথা বলবে তখন পৃথিবীময় সবাই জানে যে, ইহা উত্তম ও সুন্দর কথা ; কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামায এইরূপে আদায় করো। আর এভাবে করবে না, অর্থবা সূর্য টলে যাওয়ার পর কি ধরনের ইবাদত করতে পারে এবং কি ধরনের ইবাদত করতে পারে না, কতটুকু বিলম্বের পরে এবং কতটুকু সময়ের আগে পালন করতে পারে, এবং দৈনন্দিন জীবনে ওযূ কীরূপে করতে হবে, নামাযের জন্যে কীভাবে খাড়া হতে হবে, রাকাআত কতগুলি হবে, এখন কোন মানুষ তো ঐ বিষয়গুলোকে ভাল কাজের প্রতি আদেশ দানের বরাত দিয়ে অন্য কাউকে বুঝাতে পারে না। এ জন্যে যে, ঐ সকল বিষয়ের জন্যে তো একজন নির্দিষ্ট আদেশ দেবার অধিকারী ব্যক্তি আছেন, যিনি হচ্ছেন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যাঁর উপরে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে—তাদের জন্যে শুধু মাত্র এইটুকু বরাত দেয়াই যথেষ্ট হবে যে, আদেশদানের অধিকারী কে তা স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লাই আদিষ্ট করেছেন এবং এই পথ-নির্দেশ দান করেছেন আর তোমাদের প্রতি ঐগুলো মান্য করা অপরিহার্য কর্তব্য।

অতঃপর সকল অর্থের ভিত্তিতেও একজন মুমিন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আদেশ দানের অধিকারী হয়ে যান। যখন তিনি কুরআনের বরাত দিবেন তখন এ প্রশ্নই উত্থাপিত হতে পারে না যে, তোমার নিকটে আল্লাহ্‌তা'লা উহাকে ইলহাম করেছেন কি করেননি? সে বলবে যে, যাঁকে আল্লাহ্‌তা'লা এই যুগের জন্যে বা সর্বযুগের জন্যে খোদ আদিষ্ট করেছেন তাঁর অন্তরে তো তিনি ইলহাম করেছিলেন। এখন আমি আপনাদেরকে সেই কথাই বলছি। কিন্তু এই যে উপদেশ, ইহা মুমিনদের বৃত্ত রেখা পর্যন্ত সীমিত থাকে এবং তাদের মধ্যেও প্রত্যেক মুমিন আদেশ দানের অধিকারী আর প্রত্যেক বাধাদানকারী আল্লাহ্‌র নিষেধসমূহের বৃত্ত রেখার ভিতরে অবস্থান করে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বাধা প্রধানের অধিকার রাখে। অতঃপর যখন এই বিষয়-বস্তু ব্যাপকতার সাথে বোধগম্য হয়ে যায় তখন ইসলামী ব্যবস্থাপনার মধ্যে একনায়কত্বের কোন প্রশ্নই অবশিষ্ট থাকে না। এমনকি এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আঁ-হযরত (সাঃ) যখন এই বিষয়ে অবহিত হলেন যে, কোন ব্যক্তি তার নেতৃত্বের প্রভাব সৃষ্টিতে জমাতের উদ্দেশ্যে বা নিজ নেতৃত্বের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখার জন্যে যে, ভক্তেরা তার নেতৃত্বের হক্ পালন করছে কি করছে না, জানার উদ্দেশ্যে ভক্তদেরকে আদেশ দিয়াছিলেন, "আমি তোমাদিগকে বলছি যে, তোমরা সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ো, আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে যাও। বিশেষভাবে উহার জন্যে আগুনও প্রস্তুত করা হয়েছিল। অতঃপর যখন এই ঘটনা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর-সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) (উক্ত ঘটনা শুনে) বলেছিলেন যে, যদি তারা উক্ত অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়তো তাহলে তারা জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়তো। অতঃপর আদেশদানের নামে কুরআনে করীমে কোন

মু'মিনকে এই লাগামহীন অধিকার দেয়া হয়নি যে, সে যা খুশী আদেশ দিয়ে দেয়। আদেশ নিষেধসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত এবং প্রত্যেকটি কথা খোলাখুলিভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতগুলোর জগতে এইরূপ দেখা যায় যে, উহা সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার কি উচিত আর কি করা করা উচিত নয়। সৎকর্মের আদেশ দানের ব্যাপারে যেখানে বয়আতের মাধ্যমে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে সেখানে অনেকাংশে সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতগুলোর সাথেও সম্পর্ক রাখে। কুরআনে করীমে বিষদভাবে ইহা বলে দেয়া হয়নি যে, মহিলাগণ এভাবে পর্দা করবে। যদি আঁ-হযরত (সাঃ) বলতেন যে, পর্দা এইরূপে করো; তবে যারা বয়আত করেছিলেন তাদের জন্যে ইহা অপরিহার্য হতো যে, তারা সেভাবে পর্দা করতো। তাই ইহা তো সেই ব্যাপক বিষয়-বস্তু যার মধ্যে গোটা উম্মতই আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বে পরিণত হয় আর আদেশদানের অধিকারী হয়ে যায়। তবে এর জন্যে শর্ত এই যে, তারা যেন সৎকর্মের আদেশ দেয় এবং অসৎকর্ম হতে বাধা দান করে। আরও একটি শর্ত এই যে, তারা যেন কল্যাণের দিকেই আহ্বান করে।

আর ইহা সেই বিষয়-বস্তু যা মু'মিন ও গয়ের মু'মিন সবার উপরে সমানভাবে প্রযোজ্য। পৃথিবীর কোন জাতিকে এরূপ নির্বোধ পাবেন না যে, আপনি যদি তাদেরকে সৎকর্মের শিক্ষা প্রদান করেন তদুত্তরে তারা ইহা বলতে পারে যে, আপনারা কারা বা আপনি কোন্ ব্যক্তি, আপনাকে কে (সৎকর্মের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে) নিযুক্ত করেছে? তারা ইহাও বলিতে পারে না যে, প্রথমে সেই সরকারের আদেশপত্র এনে আমাদেরকে দেখান যিনি আপনাকে আমাদের সৎকর্মের শিক্ষা দেয়ার জন্যে নিযুক্ত করেছেন। আদিষ্ট ব্যক্তি অক্ষম বা শক্তিহীন হতে পারে, কর্ম না করতে পারে। অধিক হতে অধিক ইহা হতে পারে যে, কাজকর্ম হয়ত করবে না। কিন্তু ইহা বলিতে পারবে না যে, আপনি আমাকে ভাল কথা বা কাজের আদেশ দান করার কোন অধিকার রাখেন না। ইহাও বলতে পারেন না যে, আপনি আমাদের সৎ উপদেশ দাতা হওয়ার কী অধিকার রাখেন? আপনি যদি কাউকে বলেন যে, রৌদ্র থেকে গিয়ে ছায়াতে বসুন, সূর্যের তাপ এখন খুবই প্রখর। তদুত্তরে সে যদি আপনাকে বলে যে, আপনি আমাকে এই সৎ উপদেশ দেয়ার কে আর কেইবা আপনাকে এই আদেশ দেয়ার ঠিকাদার বানিয়েছে। তাহলে এমন ব্যক্তি তো একজন পাগল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। অতঃপর নবীও তো ঠিকাদার হন না। কিন্তু তিনি ঠিকাদার না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আদেশের মধ্যে এতটুকু শক্তি থাকে যে, তার অস্বীকারকারী ব্যক্তি অবশ্যই একজন পাগল। কেননা, তিনি সত্যতার ভিত্তিতে আদেশ প্রদান করে থাকেন। সৎকর্মের ও কল্যাণময় কর্মের আদেশ দান করেন, খারাপ কাজ হতে বাধা প্রদান

করে থাকেন। ফল কথা, প্রকৃতপক্ষে শক্তি তো আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেই থাকে এবং যে আলোচ্য বিষয় কোন ব্যক্তি অবলম্বন করে তারই উপরে ভিত্তি করে তিনি শক্তিশালী হন নচেৎ দুর্বল হয়ে থাকেন।

প্রত্যেক ঐ বিষয় যা ধর্মের স্থায়িত্বের সাথে সম্পর্ক রাখে—প্রত্যেক ঐ বিষয় যা ইসলামী সমাজের সংশোধনের সাথে সম্পর্ক রাখে. যদি কেউ এমন কথা বলে যা এ সমাজের উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তাহলে উহা নেযাম ও ব্যবস্থাপনাকে দুর্বল করে দেবে। এ ব্যাপারে ঢেকে রাখার কোথাও কোন আদেশ দেয়া হয়নি। বরং কুরআন করীম বলে—ইহা অবশ্য কর্তব্য যে, তোমরা ইহা উলিল আমর বা আদেশদানকারী লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।

উত্তম কথা এবং সত্য কথার মধ্যে একটি শক্তি থাকে এবং যে কেউ সত্য কথা ও ভাল কথা অবলম্বন করবে, সে অনিবার্যভাবে শক্তিশালী হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আদিষ্ট করুন বা না করুন, তবুও তিনি আদিষ্ট বলে গণ্য হবেন। অতএব আল্লাহ্তা'লা তাকে আদিষ্ট করেছেন। কেননা, এই সকল কথা যা সততা এবং সৎকর্মের কথা হিসেবে গণ্য হয় তা প্রকৃত অর্থে সকল ধর্মের সারাংশ।

অতঃপর খোদাতা'লা যখনই কোন ধর্ম অবতারণ করেছেন, তখনই তার মধ্যে ভাল কথা এবং সত্য কথার প্রতি আদেশ প্রদান করেছেন। আর প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন ও মুক্ত। যখন চান এবং যতটুকু চান উহা দ্বারা আঁচল ভর্তি করে নেন। এবং যে পরিমাণ সততাপূর্ণ ও কল্যাণময় কথা ও কর্মদ্বারা স্বীয় আঁচল ভর্তি করতে থাকেন, সেই পরিমাণেই তিনি আদিষ্ট হতে থাকেন—তথা আদেশ দানের অধিকারী হতে থাকেন। অতঃপর ইহা এমন একটি সময় যে, এখন আহমদয়ী মুসলিম জামাতকে আদেশদাতায় পরিণত হতে হবে এবং ঐ সব শর্তাবলীর সাথে হতে হবে যা স্বয়ং কুরআন করীম উপস্থাপন করেছে। কেননা, আদেশ দানের অধিকারী ব্যক্তির দাওয়াত ইলাল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এবং আঁ-হযরত (সাঃ)ও এই আলোচ্য বিষয়ের উপরে অতীব হৃদয়গ্রাহী রঙ্গে চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে আলোকপাত করেছেন। আর হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথার মধ্যে যে আকর্ষণ আছে তার দৃষ্টান্ত আপনি অন্য আর কোথাও দেখতে পাবেন না। তাঁর কয়েকটি বাক্যের মধ্যে এত গভীর তত্ত্ব বলা হয়—এতই চিত্তাকর্ষক কথা থাকে যে, কারও নিকটে এর কোন তুলনা নেই। এর ফলে বাধ্য হয়েই লোক আকর্ষিত হয়।

অতঃপর এই উদ্ধৃতির আলোকে আমি এই আলোচ্য বিষয়টিকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কিছু অমীয়বাণী আজকের জন্যে নির্বাচন করেছি এবং অনুরূপভাবে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর কিছু উদ্ধৃতিও পেশ করছি, যা এই আলোচ্য

বিষয়ের উপরে কুরআন ও সুন্নতের শিক্ষানুসারে আলোকপাত করছে। সূরা আলে ইমরানের ১০৫নং আয়াত ولتكن منكم امة يدعون الى الخير এর অনুবাদ হচ্ছে এই যে, "অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতে একটি এমন জামা'ত হওয়া উচিত যারা يدعون الى الخير অনুযায়ী কল্যাণময় কথার প্রতি আহ্বান করতে থাকবে অথচ সেই দলটি কোন নির্ধারিত দল নয়। ইহা তো অসম্ভব যে, প্রত্যেক ব্যক্তি কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী হওয়ার শক্তি রাখে। আত্মিক যোগ্যতার বিবেচনায়, নিজ নিজ প্রভাবের সীমারেখার বিবেচনায়, রোগ-ব্যাধি ও সুস্থতার বিবেচনায় প্রত্যেক ব্যক্তির শক্তি-সামর্থ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু নিষ্ঠাবান একটি গোষ্ঠীর মধ্যে এক বৃহদাংশ অবশ্যই এরূপ মজুদ থাকে যারা পরস্পর পরস্পরকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করার জন্যে উৎসর্গীকৃত হয়। ইহাই সেই পথ-নির্দেশনা যা আয়াতের প্রারম্ভে দেয়া হয়েছে। ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف আয়াত অনুসারে তারা নিজ নিজ জীবনকে উৎসর্গ করে দিবেন যে, তারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবেন। আর কল্যাণময় কর্মের দিকে আহ্বান এবং يامرون بالمعروف এর মাঝে একটি পার্থক্য করা হয়েছে। কল্যাণময় কথার দিকে আহ্বান করা হচ্ছে একটি সার্বজনীন আহ্বান প্রকৃত অর্থে যার সম্পর্ক আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, কুরআনে করীমে যেখানে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের সংবাদ দিয়েছে, সেখানে এ কথাটি বলে দেয়া হয়েছে যে,

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا

সবচে' উত্তম কথা সবচে' প্রিয় কথা অর্থাৎ এর থেকে উত্তম কথা আর কি হতে পারে যে, যারা খোদার দিকে আহ্বান করে ও পুণ্য কর্ম সাধন করে, যার বাস্তব কর্ম এ আহ্বানকে সত্যতায় প্রতিপন্ন করে দেখায়। তাহলে এই যে উত্তম কথা তা প্রকৃতপক্ষে খোদার দিকে আহ্বান করা ও পুণ্য কর্মে আহ্বান করা একই কথায় পরিণত হয়।

পুণ্য কর্মের প্রতি আহ্বান করার উদ্দেশ্য অনিবার্যতঃ ইহা নয় যে, খোদার প্রতি আহ্বান করা হয়; কিন্তু খোদার প্রতি আহ্বান করা দ্বারা অনিবার্যভাবে এ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, পুণ্য কর্মের প্রতি আহ্বান করা হয়। সুতরাং খোদার দিকে আহ্বান করা দ্বারা সকল পুণ্য কর্মের পরিবেষ্টনকারী বুঝায়।

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف -

আয়াতের মধ্যে যে আহ্বান ও আদেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আপনারা এই দুয়ের মাঝখানে কীরূপ পার্থক্য করা হয়েছে তা দেখতে পাবেন। যদি الخير দ্বারা সাধারণ কল্যাণময় নির্দেশ বুঝাত তাহলেও তজ্জন্য امر শব্দের ব্যবহার হত। তাই দাওয়াত ও আহ্বান এমন একটি বস্তু যাকে কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে বা গ্রহণও করতে পারে।

কিন্তু امر বা আদেশের মধ্যে উহাকে প্রত্যাখ্যান করার কোন অধিকারই থাকে না। সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌র পথের দিকে আহ্‌বান করতেই থাকো। লোকেরা ইহা মান্য করুক বা না করুক। আহ্‌বানকে গ্রহণ করা বা না করার উভয় অধিকারই তাদের সংরক্ষিত আছে। কিন্তু যখন তোমরা পূণ্য কর্মের দিকে আহ্বান করো, যা সাধারণভাবে পরিচিত পুণ্যকর্ম তাহলে তোমরা আদেশ দানের অধিকারী হয়ে যাবে। পরে যদি তারা খোদাকে না-ও মান্য করে তাহলে তোমাদের কথা তাদের মানতে হবে। কেননা, উত্তম কথার অস্বীকার করা পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। আর কখনও কোন ব্যক্তি উত্তম কথার উদ্ধৃতি বা বরাত দাবী করে না যে, তোমাকে কে এ কথা বলার অধিকার দিয়েছে। অতঃপর يامرون بالمعروف সৎকর্মের একটি সাধারণ আদেশ, যা আমাদের জামাতের অবলম্বন করা অপরিহার্য। و ينهون عن المنكر- অর্থাৎ 'মন্দ কাজে বাধা দান করতে থাকবে' কথাটির মধ্যে অনেক উপদেশ এবং কল্যাণ রয়েছে। প্রথমতঃ যেভাবে আমি বিগত খুৎবায় বর্ণনা করেছিলাম, ঐ জাতি যাদের পুণ্য কথা বলার এবং পুণ্য কথা পালন করার অভ্যাস থাকে, কেননা, এই আয়াতের আর একটি জোড়া হচ্ছে تعاونوا على البر و التقوى অর্থাৎ তোমাদেরকে যখন কল্যাণময় পুণ্য কর্মের দিকে আহ্বান করা হয় তখন পরস্পরকে সহযোগিতা করো পিছনে পড়ে থাকবে না। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, যাদের এ সৌভাগ্য হয় তারা যেন আনুগত্যের প্রতীকে পরিণত হয়। কেননা, আনুগত্যের বিষয়টি ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সৎকর্মসমূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। যাদের এ কথা জিজ্ঞেস করা ছাড়াই "যে তুমি আদিষ্ট কিনা?" —আনুগত্যের অভ্যাস হয়ে যায়, তাদের পক্ষে ইহা কি করে সম্ভব যে, আদিষ্ট ব্যক্তিদের আনুগত্য করার বিষয়ে তারা প্রশ্ন উত্থাপন করে?

তাই উত্তম ও সুন্দরতম আনুগত্য উহাই যা পুণ্যের প্রতি আহ্বান ও পাপ হতে বাধা প্রদান দ্বারা আরম্ভ হয় এবং আল্লাহ্‌র দিকে উত্তম আহ্‌বান যা কল্যাণময় কর্মের দিকে আহ্বান দ্বারা শুরু হয়ে থাকে। এই তিনটি কথা যদি আহমদীয়া জামাত দৃঢ়তার সাথে ধরে থাকে তাহলে, জামাতে আহমদীয়ার সার্বক্ষণিক স্থায়িত্বের জন্যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এ কথাগুলোর ওপরে অবিচল থাকে ইহা তাদের স্থায়ীত্বের জন্যে রক্ষা কবচ হয়ে থাকবে। এই তিনটি কথা যদি জামাত দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে তবে তাদের দ্বারা পরিচালিত আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের মধ্যেও এক অসাধারণ শক্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর মানব জাতি তাদেরকে সত্যিকারের শুভাকাঙ্খী ভাবতে বাধ্য হবে। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটি উপকারিতা, যা আমার দৃষ্টিপটে রয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের সাথে সাথে و عمل صالحا অর্থাৎ সৎকর্ম করবে, তখন এর সম্পর্ক শুধুমাত্র (دعوت الى الله) আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের সাথেই সম্পর্ক থাকবে না বরং يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر

এর সাথেও থাকবে। কেননা, কুরআনে করীমে এই কথা খুবই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি তোমরা দুস্কৃতকারী হও, তবে সৎকর্মের দিকে আহ্বান করার তোমাদের কোন অধিকার থাকে না। যদি তোমারা মিথ্যাবাদী হও তবে সত্যতার দিকে আহ্বান করার কোন শক্তি তোমরা রাখ না।

আপনি যতই সততার সাথে নিজেদেরকে সৎকর্মসমূহের দিকে আদিষ্ট করবেন, নিজ সত্তাকে পাপসমূহ হতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করবেন ততই আপনার মধ্যে এক পবিত্রকরণ শক্তি সৃষ্টি হতে থাকবে।

কখনও কখনও একজন দুর্বল ব্যক্তিও ঐ সকল আদেশ পালনের দিকে আহ্বান করার জন্যে বাধ্য হয়ে যায়, যে সকল কথাকে আল্লাহ্তা'লা আদেশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঐ আদেশসমূহের ওপরে সে নিজে যতটা আমল না করবে, ঐ বিধিবিধানের ওপরে যে পর্যন্ত সে স্বয়ং কর্মশূন্য থাকবে, সে পর্যন্ত তার শক্তি কম হয়ে যাবে। এবং ইহা অনিবার্য নহে যে, কোন এক ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সৎকর্মসমূহের পূর্ণতার শেষ সীমায় পৌঁছে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাউকে সৎকর্মের দিকে আহবান না করে। ইহাতো অসম্ভব। কেননা, এরূপ অবস্থায় তো সকল সৎকর্মের দিকের আহ্বায়কগণ বিফলতা বরণ করতে বাধ্য হবে। যদি তারা নিজেদের পাপকর্মগুলোর উপরে দৃষ্টিপাত করে নিজ দুর্বলতাসমূহের ওপরে দৃষ্টি রাখে তাহলে সৎকর্মের দিকে আহবান করতে কেউই নিজেকে যোগ্য বলে বিবেচনা করবে না। সুতরাং এ কথার প্রতি দৃষ্টি রাখাই উদ্দেশ্য। তাক্ওয়া বা খোদা-ভীতির চাহিদা ইহাই যে, যখন তোমরা লোকদের পুণ্যকর্মের দিকে আহ্বান করো তখন নিজ সত্তার প্রতিও পর্যবেক্ষণ করো। দুনিয়ার সাথে যতটা সম্পর্ক রাখ তোমাদের কথার মধ্যে শক্তি সৃষ্টি হবে। যদি পৃথিবীবাসী কমপক্ষে এতটুকু অবহিত হয় যে, তোমরা যে সকল কথার দিকে আহ্বান করছো তোমরা স্বয়ং বিশ্বস্ততার সাথে তা মান্য করতে যতটা সামর্থ্য লাভ হয় ঐ সব উত্তম কথার ওপরে আমল করার চেষ্টা করছো।

এই যে একটি শর্ত 'যতটুকু শক্তি সামর্থ্য আছে' ইহাই সেই শর্ত যাকে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) বয়াতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছেন। বয়াতের শর্তের অন্তর্ভুক্ত করে প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে যারা এত বড় অঙ্গীকার করতে ভয় পান। এক প্রকার সাহসিকতা প্রদান করেন নি, এক প্রকার উৎসাহ যুগিয়েছেন। একবার একজন অমুসলিম বয়াত করার নিয়্যত করে ছিলেন। তিনি আমাকে এই ধরনের প্রশ্ন করে ছিলেন যে, মনতো আমার খুবই চাচ্ছে কিন্তু এত বড় অঙ্গীকার পালন করার সাহস হচ্ছে না। আমি তাকে বলেছিলাম, তুমি বয়াতের কথাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো এর মধ্যে এই কথা আছে যে, আমি চেষ্টা করতে থাকবো। তুমি কি বিশ্বস্ততার সাথে সৎকর্মের চেষ্টা করবে না। শীঘ্রই তার অন্তর খুলে গিয়েছিল।

সে বল্লো যে, পুণ্যময় কর্মের যে স্তরেই হোক না কেন চেষ্টা তো করতেই হবে। এবং পাপ কর্ম হতে মুক্তির চেষ্টাও করতেই হবে। কিন্তু চেষ্টার মধ্যেও পার্থক্য হয়ে থাকে। এক চেষ্টা তো উহা যা ঐকান্তিক নিয়্যতের দৃঢ় আকাঙ্খার সাথে করা হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সাহসহারা হয়ে এ চেষ্টা পরিত্যাগ করবো না। এ চেষ্টা সর্বদা করতে থাকবো যে, পাপকর্মগুলো পরিত্যাগ করবো এবং পুণ্যকর্মগুলো সম্পাদন করবো। এক প্রকার চেষ্টার উদ্দেশ্য ইহা যে, ধারণা এই হয় যে, পরিত্যাগ করবো কিন্তু সাহসিকতার সাথে আকাঙ্খার সৃষ্টি হয় না এবং সাহসিকতাপূর্ণ আমল ও কর্ম এর পিছনে থাকে না। এরূপ চেষ্টা একেবারেই নিরর্থক। অতঃপর পুণ্য কর্ম ও পাপ কর্মের মাঝে শেষ মীমাংসা আল্লাহ্‌তা'লা করে থাকেন। তিনি এই কথার ওপরে অবশ্যই লক্ষ্য রাখেন এবং আঁ-হাদীস নব্‌বী দ্বারা অকাট্যভাবে ইহা সাব্যস্ত হয় যে, চেষ্টা-প্রচেষ্টার মধ্যে সততা আছে কি নেই। যদি চেষ্টার মধ্যে সততা থাকে তাহলে আনুগত্যের চুক্তিও সত্যই হবে। যদি চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্য সত্যই খাঁটি হয়ে তবে আপনার কল্যাণের দিকে আহ্‌বান করার অধিকার আছে। যদি চেষ্টা-প্রচেষ্টা যথার্থ হয় তা হলে পুণ্যকর্মের দিকে আহ্‌বান করারও আপনার অধিকার থাকবে যদিওবা আপনার মধ্যে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে। চেষ্টা-প্রচেষ্টা যদি যথার্থ হয় তবে পাপকর্মে বাধা দান করার অধিকার অক্ষুণ্ণই থাকবে যদিও বা আপনার মধ্যে অনেক অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে। কিন্তু ত্রুটি-বিচ্যুতি পালন করে ওগুলোকে এভাবে গ্রহণ করে যেন ঐ সব আপনার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। এর পরেও যদি আপনি এ কাজ করেন তখন ইহাকে কপটতা বলা হবে। আর কপটতার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

অতঃপর আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও আপনাকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বানের কাজ করতে হবে। আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও সৎকর্মের দিকে আপনাকে আহ্‌বান করতে হবে। খারাপ কাজগুলো হতে বাধা দান করতে হবে। চেষ্টাও করতে হবে যেন আপনার মধ্যে কপটতা না থাকে।—নেফাক বা কপটতা তখনই সৃষ্টি হয় যখন মানুষ একটি বস্তুকে গ্রহণ করে উহার উপরে অবিচল থেকে উহার ওপরে সন্তুষ্ট থেকে আবার ইহা প্রদর্শন করে যে, আমি তো প্রতিরোধ করছি আমি তো এরূপ নই। যদি উপরোক্ত কাজ কেউ এভাবেই করে, তবে উহা তার মহা অপরাধ যা কুফরীর চাইতেও বড় হয়ে যায়। এ জন্যে এই সব সতর্কতাসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, সৎকর্মের বিষয়টি সতর্কতা যাচ্‌ঞা করে। এবং ঐ সকল চাহিদার ইতিবাচক উত্তর আমাদেরকেই দিতে হবে। ইহা অতীব সূক্ষ্ম পরিশ্রমের বিষয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাতের বিষয়। সুতরাং আমি এই আশা পোষণ করেছি যে, আহমদীয়া জামা'ত এসব কথার প্রতি লক্ষ্য রেখে امر بالمعروف (কল্যাণের প্রতি আদেশ দান) এবং

نهی عن المنکر (অন্যায় কাজ হতে বাধাদান)-এর হক্ আদায় করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এর সাথে আমি যেরূপ বর্ণনা করেছি এর সংশোধন জরুরী। যখনই এক ব্যক্তি বলেন যে, এ কাজ করবেন না, তখন যদি তাহার হৃদয় জীবিত থাকে তবে তা স্বয়ং ঐ ব্যক্তিকে এ কথা বলতে থাকবে যে, তুমি এ কাজ হতে মানুষকে বাধা দিতেছ অথচ তুমি নিজেই এ কাজে লিপ্ত আছ। এর পরেও যদি সে কল্যাণের দিকে আহ্বান করতে বাধ্য হয়, তাহলে তার মধ্যে এক ধরনের বিনয় ও নম্রতার সৃষ্টি হবে, এক ধরনের চিন্তা ভাবনার উদ্ভব হবে, তখন সে দোয়ার দিকে ধাবিত হবে, সে আল্লাহর দরবারে বলতে থাকবে, হে প্রভু! তুমি তো আমাকে আদিষ্ট করেছো। আমি ক্ষমতার অধিকারী নই। আমার পাপগুলো আমার ওপরে কর্তৃত্ব লাভ করেছে শুধুমাত্র তুমিই এমন সত্তা যিনি আমাকে এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে মুক্তি দান করতে পারো। তখন তার অন্তরে এক অভিনব অনুভূতির সাথে পুণ্য ও কল্যাণ লাভের জন্যে এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যায়, দোয়া ও প্রার্থনায় দ্বারা ঐ আন্দোলন শক্তি লাভ করে পুনরায় আন্দোলনে এক অভ্যন্তরীণ শক্তির সৃষ্টি হয়। যার কারণে পরিশেষে পুণ্য কর্ম সফলতা লাভ করবে। ইহা হচ্ছে সেই আলোচ্য বিষয় যা সৎ উপদেশ দাতাদের জন্যে, মন্দ কাজ থেকে বাধা দানকারীদের জন্যেও ইতিবাচক উপকারিতা বয়ে নিয়ে আসে।

যদি আপনি এ পদ্ধতিতে এ আয়াতে করীমার উপরে আমল করেন তবে এক ধারাবাহিক সংশোধনের ব্যবস্থাপনা চালু হবে। আপনি যেমনভাবে অন্যদের আদেশদাতা হবেন তেমনি ভাবে নিজের জন্যেও আদেশদাতা হবেন। এবং সেই ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে আদেশদানের অধিকারী হন, যিনি নিজের রাজ্যের ওপরে শাসন পরিচালনা করেন তৎসঙ্গে অন্যদের রাজ্যের ওপরেও শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আর অন্যদের ওপরে শাসন চালনার শক্তি নিজের ওপরে শাসন পরিচালনার শক্তিহতে উৎপন্ন হয়। এরই নাম হচ্ছে পবিত্র-করণ শক্তি। নচেৎ পবিত্র-করণ শক্তির আর কোন (আলোচনার যোগ্য) বিষয়-বস্তু নেই আর কোন তাৎপর্য নেই। আপনি যে পরিমাণ সততার সাথে নিজেকে পুণ্যকর্মগুলোর আদেশ দিবেন, যে পরিমাণে নিজের সত্তাকে পাপাচারগুলোর হতে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন, যতই আপনার পা সামনের দিকে অগ্রসর হবে, ততই আপনার মধ্যে এক পবিত্র-করণ শক্তির সঞ্চার হতে থাকবে। পরে যখন আপনি অন্যদেরকে অপকর্ম হতে বাধা দান করবেন, কোন উত্তম কথা বা কাজের দিকে অন্যদেরকে আহবান করবেন, তখন আপনার আহবানে এক শক্তির সৃষ্টি হয়ে যাবে। কোন দলীল-প্রমাণের মুখাপেক্ষী থাকবে না।

এ শক্তি আঁ হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তার নৈকট্যই সৎকর্মশীল করে দিত। শুধুমাত্র তাঁর তেলাওয়াতই এত বড় শক্তি সৃষ্টি করে দিত। কোন বুঝা

পড়ার প্রয়োজন থাকতো না। কোন হেকমত ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন থাকতো না। তিনি নিজ সত্তায় এক জীবনদানকারী সত্তাতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। মৃতদেরকে জীবিত করে দিতেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এ বিষয়টিকে তাঁর (সাঃ) বরাত দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী নবীদের আনুগত্য করতেন অন্য নবীগণ এবং এ নবীর আনুগত্য স্বয়ং আমি করছি। ইহাই পূর্ববর্তী নবী ও আঁ হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে পার্থক্য। ঈসা (আঃ) বলতে পারতেন না এবং তিনি কখনও বলেনও নি যে, হে মূসা! তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক যেহেতু তুমি জীবিত করো। কিন্তু আমি আমার প্রভুর (হযরত মুহাম্মাদ-সাঃ)-এর উপরে দিবানিশি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি। তৎসঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারছি যে, হে আমার প্রভু! আপনিই আমাকে জীবিত করেছেন। যদি আপনার আবির্ভাব না হত তাহলে আমি অস্তিত্ব লাভ করতে পারতাম না। আরও বলেছেন যে, ১৩০০ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরও আপনার পবিত্রকরণ শক্তি কিছু মাত্র দুর্বল হয় নি। আজও আপনার পবিত্র-করণ শক্তি ঐভাবেই মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম যেভাবে পূর্বে সক্ষম ছিল। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন পৃথিবীতে অবস্থান করছিলেন। এবং কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে জীবন দান করতেই থাকবেন।

সৎকর্মের দিকে আহ্বানের দ্বারা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান অনিবার্য হওয়া বুঝায় না। কিন্তু আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের দ্বারা পুণ্যকর্মের দিকে আহ্বান অনিবার্যরূপে সাব্যস্ত হয়।

তারপর যারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গোলাম তাদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এই শক্তি আসে এবং আসতে পারে যদি ঐ সকল উপদেশ অনুসারে কর্ম করা হয় যা কুরআন করীম উপস্থাপন করে, এবং যার ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ্‌র হাদীসসমূহে পাওয়া যায়। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। আর এ হাদীসটি মুসনাদে ইমাম আযম (রহঃ)-এর কেতাবুল আদাব হতে গৃহিত হয়েছে। হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, সৎকর্মের সন্ধানদাতা উক্ত কর্মের সম্পাদনকারীর মতই সওয়াবের অধিকারী। এখন দেখুন, ইহা কত প্রিয় ও বিস্ময়কর কথা, সাধারণতঃ লোকেরা এর অর্থ এই মনে করে থাকে যে, কেবল যেই ব্যক্তি পুণ্য কথার দিকে আহবান করে তারও প্রতিদান মিলবে যেন সে-ও ঐ কথা কর্মে পরিণত করেছে। বস্তুতঃ এ বিষয়টি খুবই ব্যাপক। মহানবী (সাঃ) বলেছেন যে, আমার উম্মতের কল্যাণের দিকে আহ্বানকারীগণ নিজেদের জীবনেও সৎকর্মশীল হয়ে থাকেন। সৎকর্মের আহবায়করা অন্যকে কল্যাণের দিকে আহবান করেন অথচ নিজেরা সৎকর্মশীল হবেন না ইহা হতেই পারে না।

এরপরে দ্বিতীয় অংগীকারটিও এর সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছে, তোমাদের আহ্‌বানের কারণে যদি কোন পুণ্যকর্মের সৃষ্টি হয় তবে তোমরাও উহার প্রতিদানের অংশীদার হবে।

স্বল্প কথার মধ্যে কী বিস্ময়কর বিষয়-বস্তুর সমুদ্র আঁ হযরত (সাঃ) ভরে দিয়েছেন। এসব হাদীসের কেতাবের ওপরে যখন আপনি দৃষ্টিপাত করবেন তখন ইহা লিখিত পাবেন, অর্থাৎ আমলকারীর সমতুল্য সওয়াব, আদেশদাতা ব্যক্তিও পাবেন। এবং আসল কথাটা ভুলে যান যে, এই হাদীস দ্বারা মহানবী (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে আমার নিকট থেকে সৎকর্মে আহ্বান সম্পন্নকারী লোকদের পক্ষে এ কথা বলাই অসম্ভব হবে যে, কাউকে কোন পুণ্য কাজের দিকে আহ্বান করছে অথচ ঐ পুণ্য কাজের সৌভাগ্য তার হয় না। অতএব এ বিষয়টি দৃষ্টি রেখে আমাদের সৎকর্মের আহবানকারীও হতে হবে সৎকাজে আদেশদানকারী ও মিথ্যা থেকে বিরত থাকার অধিকারী অর্থাৎ কল্যাণময় কথাসমূহের ও কাজসমূহের দিকে আহ্বানকারী, তাদের পথ প্রদর্শনকারী এবং পাপকর্মগুলোর দিকে প্রতিরোধকারী হতে হবে।

হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্তা'লা মানুষের প্রয়োজনগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষ তার মুসলমান ভায়ের প্রয়োজন পুরণে নিয়োজিত থাকে। এখন এই হাদীসটিকে আমি ইচ্ছা করেই এখানে পেশ করেছি, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে উহা এই আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে না। কোন ভাইয়ের প্রয়োজনগুলো পুরণ করা একটি পুণ্য কর্ম। যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজনগুলো পুরণ করেন আল্লাহ্ তার প্রয়োজনগুলো পুরণ করেন। তাই কোন ব্যক্তি যদি শুধু আল্লাহ্র খাতিরেই অন্য ব্যক্তির সৎকর্মের প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করে দেন তার পাপকর্মে বাধাদান করেন এবং তার মধ্যে যদি দুর্বলতা থাকে তৎসংগে তার নিয়্যত পবিত্র থাকে, সেক্ষেত্রে এই হাদীসটিতে তার জন্যেও একটি শুভসংবাদ রয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দশ্যে কল্যাণের শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং অপকর্ম হতে বাধা দান করে ততক্ষণ আল্লাহ্তা'লা তার ভিতরে কল্যাণরাজী সৃষ্টি করতে থাকেন, এবং পাপাচারসমুহ হতে তাকে বাধা দান করতে থাকেন।

আর ইহা আমার জীবনের অভিজ্ঞতা। আমি বিভিন্ন সংগঠনে কাজ করেছি। ঐ সব কর্মসম্পাদনকারী যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে উপরোক্ত কর্মসমূহের জন্যে আদিষ্ট, তথা নিযুক্ত হয়ে যান, সদা সর্বদা তাদের চরিত্র ও কর্মে উন্নতি-হতে থাকে। কখনও এইরূপ হয় নি যে, কোন ব্যক্তি তার নিজের মধ্যে দুর্বলতা নিয়েই কোন ছোট পদে কাজ করতে শুরু করে ক্রমান্বয়ে উচ্চপদে আরোহণ করেছেন, এতদ্সত্ত্বেও তার সব দুর্বলতা অবিকল পূর্বাবস্থাতেই থেকেছে (অথবা এমনটিও কখনও দেখা যায়নি যে,) তার মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব রয়েছে। অথচ সৌন্দর্য নিয়েই ওপরের দিকে উন্নতি করতে থাকেন এবং উপরের দিকে উঠতে থাকেন। ঐ ব্যক্তির প্রতিটি দিনই পরিবর্তন হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তার মধ্যে পবিত্র

আচার আচরণ সৃষ্টি হয়। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে পরিবর্তন হতে থাকে এবং অনিবার্যতঃ যদি তিনি নিষ্ঠার সাথে খেদমত করতে থাকেন, তবে শেষপর্যায়ে শুভ পরিণামে পৌঁছেন। এ তো আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এক সাহায্য যা প্রাকৃতিক চাহিদার রূপ ধরে বা অসাধারণ অ-প্রাকৃতিক বহির্শক্তির রূপ ধরে আসে। আর একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে, এইরূপ অবস্থায় আল্লাহ্‌তা'লা ঐসব দুর্বলতাগুলো দূর করার জন্য এমন উপায় উপকরণ সৃষ্টি করতে থাকেন, যার মাধ্যমে হঠাৎ তার সঠিক জ্ঞান লাভ হয়। কখনও কখনও হোঁচট খায়, এবং কখনও কখনও আল্লাহ্‌তা'লা প্রেম ও ভালবাসার মাধ্যমে তার প্রশিক্ষণ দান করেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যদের প্রশিক্ষণ দানে ব্যাপৃত থাকে, আল্লাহ্‌তা'লা ততক্ষণ অবশ্যই তার প্রশিক্ষণের উপাদান সরবরাহে নিয়োজিত থাকেন। ইহা সে অংগীকার যা আঁ হযরত (সাঃ) স্বয়ং আমাদেরকে দিয়েছেন।

আরও একটি হাদীস যা হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যা সহীহ-মুসলিমে কেতাবুয্ যিক্‌র বাবুল ফযল ইজতেমায়ে তেলাওয়াতুল কুরআনে ওয়া আলায্ যিক্‌রে-এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। ইহা হচ্ছে ঐ হাদীসের বিষয়-বস্তু। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত (সাঃ)-বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব অস্থিরতা ও দুঃখ দূর করবে, আল্লাহ্‌তা'লা কেয়ামতের দিনে তার অস্থিরতা ও দুঃখ দূর করে দিবেন। এই হাদীসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, খোদার এই কাজ যার অঙ্গীকার করা হয়েছে শুধুমাত্র পার্থিব সংশোধনের সাথেই সম্পর্ক রাখে না বরং এই পার্থিব জীবনে যে সব কথা সংশোধিত হয় না যেগুলোর সংশোধন করা যদি সম্ভবও না হয়, তাহলে খোদাতা'লা পুণ্যের দিকে আহ্বান কারীদেরকে ও পাপের প্রতিরোধকারীদেরকে উহার বিনিময়ে এমন প্রতিদান দান করেন যার প্রভাবে তাদের ঐ সকল অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য বিদূরিত হয় যায় যা ঐ সকল অসংশোধিত কর্মগুলোর প্রতিফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে অথবা অসংশোধিত-দুর্বলতা সমূহের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা বিদূরিত করা সম্ভবপর হয় না। তাই আল্লাহ্‌তা'লার পুরস্কারের ব্যাপারটি এ জগতের সাথেও সম্পর্ক রাখে এবং পরজগতের সাথেও।

তাঁর (সাঃ) চাইতে বড় মহান সদুপদেশদাতা এই জগদ্বাসী কখনও দেখেছে কি ? না-কক্ষণই দেখে নি। পৃথিবীময় সকল সংশোধনকারীগণের ওপরে দৃষ্টিপাত করে দেখুন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চে' গভীরতায় নেমে সদুপদেশ দানকারী—এমন সদুপদেশ দানকারী যিনি বড়ই শক্তির সাথে (তাঁর হেদায়াতের প্রতি) আকর্ষণ করে, এ পৃথিবীতে আর একটিও দেখতে পাবেন না। এ রকম অতীতেও হয়নি আর ভবিষ্যতেও হবে না। কিন্তু তাঁর (সাঃ) মত উপদেশদাতা—এখন হতে ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত তাঁর নীতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন আর কোন উপদেশদাতার প্রয়োজন নেই। এখন হতে যে সদুপদেশদাতা এই পৃথিবীতে

আবির্ভূত হবেন তাঁর (সাঃ) উপদেশবাণীগুলো নিয়েই আবির্ভূত হবেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কখনও নিজের পক্ষ হতে নূতন কিছু বিধি-বিধান কি সংযুক্ত করেছেন? ঐ আরব্ধ কাজ নিয়েই দণ্ডায়মান হয়েছিলেন এবং এর মধ্যেই প্রকৃত শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু এখন প্রয়োজন ইহাই যে, আপনারা আঁ-হযরত (সাঃ) উপদেশাবলীকে গভীর মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং উহার সাথে জোড় মিলাবেন এবং অবহিত হোন যে, ইহা কোন বিষয়-বস্তুর সাথে সম্পর্ক রাখে। যখন আপনি তাঁর উপদেশাবলীকে বুঝতে পারবেন তখন আপনি এক বিস্ময়কর সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যাবেন (এবং ভাবতে থাকবেন যে), ইনি কত বিরাট ও কত মহান নবী (সাঃ)।

আর এখন সংশোধনের দিকে আহ্বানের জন্যে লক্ষ্য করবেন যে, তাঁর বাণীগুলো কত প্রিয়? আপনাদের জন্যে এর চেয়ে আর উত্তম বাণিজ্য আর কি হতে পারে?। তোমরা পুণ্য কর্মসমূহের দিকে আহ্বান করছো—আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে করছো। তোমাদের যে দুর্বলতাগুলো আছে, তোমরা তা দুর করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে তাহলে তোমাদের পুণ্যের দিকের আহ্বানে শক্তি সৃষ্টি হবে। এবং তোমাদের নিকটে যে শক্তি নেই তা আকাশ হতে অবতীর্ণ হবে। এবং আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের সাহায্যকারী হবেন। তোমাদের দুর্বলতাগুলো দুরীভূত করতে থাকবেন। আর তোমাদের সদুপদেশ অনুসারে যারা কর্ম করবে, উহার প্রতিদানও তোমাদের দিতে থাকবেন। এবং যদি তোমরা দুর্বলতার সাথেই মৃত্যুবরণ করো অথচ এই সফরের তখনও সমাপ্তি না ঘটে। অর্থাৎ তোমরা শেষ গন্তব্য স্থলে পৌছার আগেই যদি মৃত্যুবরণ করো তা হলে আল্লাহ্‌তা'লা এ কথারও জামিন হবেন যে, তোমাদের দুর্বলতাগুলোর পরিণামে যে অস্থিরতা চঞ্চলতা বা দুঃখ-কষ্ট তোমাদেরকে পরকালে কষ্ট দিত সেগুলো তিনি দুর করে দিবেন। ইহা কত বড় বাণিজ্য, ইহা কত বড় মর্যাদাপূর্ণ অঙ্গীকার, যা একটি ক্ষুদ্র কথার সাথে সম্পৃক্ত যে, খাঁটি নিয়্যতের সাথে পুণ্যকর্মের দিকে আহ্বান করো, নিষ্কলুষ অন্তর নিয়ে এবং প্রেম-প্রীতির সাথে অসৎ কর্ম থেকে বাধা দান করতে সচেষ্ট হও।

সর্বোত্তম আনুগত্য হোল ঐ আনুগত্য যা সৎকর্মের প্রতি আদেশ ও অসৎ কর্মের বাধা প্রদান দ্বারা শুরু হয়। আর সর্বোত্তম আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান হলো ঐ আহ্বান যা কল্যাণকর পুণ্য-কর্মের দিকে আহ্বান দ্বারা শুরু হয়। এ হাদীসটির পরে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে। এই হাদীসটিকে সরাসরি এ আলোচ্য বিষয়ের সাথে যদি না-ও সম্বন্ধযুক্ত করা যায়, তবুও এই হাদীসে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী সদুপদেশ আছে! এ জন্যে আমি আপনাদের সম্মুখে ঐ সমস্ত (সদুপদেশ) উপস্থাপন করছি। (উক্ত হাদীসটিতে তিনি-সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কষ্ট-ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে শান্তি বা আরাম

দেন ও তার জন্যে সহজ ব্যবস্থা করেন আল্লাহ্‌তা'লা পরকালে তার জন্যে সহজ ব্যবস্থা করবেন। এখন কষ্ট-ক্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য সহজ ব্যবস্থা করার কাজটি যে ব্যক্তি করে তিনি সদুপদেশও প্রদান করে থাকেন। এজন্য ইহা আলোচ্য বিষয়ের সাথে একেবারে সম্পর্কহীন নয়। কেননা, কুরআন করীম বলে—"وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة" মুমিন ঐ ব্যক্তি যে দুর্বলদেরকে, অনন্যোপায়দেরকে ধৈর্যের সাথে সদুপদেশ প্রদান করে, এবং পরে তাদেরকে অনুগ্রহ করার জন্যে সদুপদেশ দেয়। (এ কথা বলে) যে, তোমরাও মানুষের সাথে দয়ার্দ্র ব্যাবহার করো। এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) গরীবদের প্রয়োজন পুরণ করার বিষয়ে সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মহানবী (সাঃ) তো খোলাখুলীভাবে বলেন নি তোমাদের পুণ্য কর্মসমূহের প্রতিদানের অংশ আমিও পাব। কিন্তু আপনাদের বুঝানের উদ্দেশ্যে স্বীয় সত্তার বরাত দিচ্ছেন যে, যদি তোমরা পুণ্যকর্ম করো, তবে তোমাদের কর্মের বৃত্তরেখার মধ্যে যেখানে যতটুকু পরিমাণে সৎকর্ম বিস্তার লাভ করবে, আল্লাহ্‌তা'লা উহার প্রতিদান প্রদান করবেন। যতটুকু পরিমাণে অন্যের দুঃখ দুর হবে, খোদা তোমাদের ততটা প্রতিদান দিবেন।

আবারও (মহানবী-সাঃ) বলেন, যে কোন মুসলমানের দোষত্রুটিকে ঢেকে রাখে আল্লাহ্‌তা'লা কেয়ামতের দিন তার দোষ ত্রুটিও ঢেকে রাখবেন। এখন এই যে সদুপদেশটি আমাদের সমাজের সাথে এর অতীব গভীর সম্পর্ক আছে। ত্রুটি-বিচ্যুতির উপরে আবরণ টেনে দেয়ার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত দুর্বলতাগুলো আবৃত রাখারই নির্দেশ আছে। কিন্তু সামাজিক বা সাংগঠনিক দুর্বলতা ও দোষত্রুটিগুলোর বিষয়ে আবৃত রাখার শুধুমাত্র নিষেধাজ্ঞাই আছে তাই নয়, বরং ঐ ক্ষেত্রে (সামাজিক দোষত্রুটি গোপন রাখলে) মহা অপরাধ হবে। ধর্মের স্থায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি ব্যাপার ইসলামী সমাজের প্রতিরক্ষার সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি ব্যাপার, এমন কোন বিষয়ে যদি কেউ এমন কথা বলে যা এই ইসলামী সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে পারে, অথবা ব্যবস্থাপনাকে শিথিল করতে পারে, তবে উক্ত বিষয়ের উপরে আবরণ টেনে উহাকে গোপন রাখার বিষয়ে কোন প্রকার নির্দেশ নেই। বরং সেক্ষেত্রে কুরআন করীম বলে যে, উক্ত বিষয়গুলো আদেশ প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে দেয়া তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। যখন এরূপ কর্মের কথা শুনতে পাবে তখনই যাদেরকে খোদা বিবেকবুদ্ধি দান করেছেন, যারা জানতে পারেন যে, পর্দার আড়ালে কি কি কাজ কর্ম হচ্ছে, যারা উক্ত বিষয়ের তদন্ত করতে পারে অর্থাৎ উহার অনিষ্ট হতে জামাতকে রক্ষা করতে পারে, তাদের অবশ্যকর্তব্য তারা যেন উহা কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে দেয়। আর এগুলো কেবল রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নিকটে পৌঁছানোর আদেশ দেয়া হয়নি বরং সকল এরূপ ব্যক্তির নিকটে পৌঁছানোর আদেশ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ এখানে বহুবচন ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ এই যে, আপন আপন সীমারেখার মধ্যে

যদি একস্থানে একজন আমীর নিযুক্ত থাকেন, তার ছোট বৃত্তরেখার মধ্যেও কোন এমন কর্ম-কাণ্ড চলতে থাকে, তখন দোষ আবৃত রাখার নামে বলেন যে, অমুক ব্যক্তিতো এরূপ কথা বলছিলো যদ্বারা জামাতের মর্যাদায় আঘাত লেগেছিলো। কিন্তু দেখ আমি ইহাকে ঢেকে দিয়েছিলাম। ইহা ঢেকে রাখা নয় ইহা অবিশ্বস্ততার শামেল। উচ্চতর কল্যাণরাজি ও জামাতের বিশ্বস্ততার পথে ইহা ক্ষতিকারক হবে। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত জীবনে যদি এক ব্যক্তি দুর্বলতা দেখায় বা দোষত্রুটি করে তবে সে তা সমাজের চোখের আড়ালে গোপনেই করে থাকে। সে তো খোদার চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তবে কমপক্ষে মানুষকে তো সমীহ করে থাকে। আপনি যদি তার দুর্বলতা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাহলে ইহা তো দোষ আবৃত করার পরিপন্থী। আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন, যদি তোমরা এরূপ করতে থাকো তবে আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় সাত্তারীর পর্দা তোমাদের ওপর হতে উঠিয়ে নিবেন এবং যদি খোদার সাত্তারী না থাকে তবে সকল মানুষই তো নগ্ন। এটা তো সেই গোলসখানা যার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি। কাঁচের তৈরী গোসলখানা সকলেই দেখতে পারে। আমরা প্রতি মুহূর্ত তাঁর সাত্তারী গুণের মধ্যে লুকিয়ে থেকে জীবনযাপন করছি। যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সাত্তারী নামক গুণের পর্দা না থাকত তাহলে এ জীবন দুনিয়াতেই জাহান্নামে পরিণত হতো। সুতরাং এ জন্যেই হুযূর আকরাম (সাঃ) যখন আদেশ দেন তখন সমাজব্যাপী মহামারীসদৃশ অপরাধসমূহকে ঢেকে রাখার নির্দেশ দেননি। যে ব্যক্তির মধ্যে মহামারীর মত দোষ-ত্রুটি রয়েছে এবং উহাকে সে সামনের দিকে ছড়াতে পারে। যেখানে যেখানে উলুল আমর বা আদেশ দানের অধিকারী ব্যক্তি রয়েছেন তার বিষয়ে তাদের নিকট পৌঁছানো জরুরী। এবং যেখানে কোন ব্যক্তির মধ্যে তার ব্যক্তিগত জীবনের দুর্বলতা ও দোষ ত্রুটি রয়েছে এবং তার ঐ দোষের বিষয়ে অবগত হওয়াতে কোন লোকের কোন উপকার হচ্ছে না বরং ক্ষতির আশংকা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে যদি কেউ গোপনীয়তার পর্দা ছিন্ন করে ফেলে, তাহলে সে নিজের ক্ষতি করবে। তার পরিণাম খারাপ করবে এবং জাতির ক্ষতি করবে। জাতীয় ক্ষতি এভাবে করবে যেমন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি যে, কতিপয় জামাতের পক্ষ হতে কিছু লোক আমাকে লেখে যে, অমুক আমীর সাহেবের মধ্যে এই সকল দুর্বলতা আছে এবং আমরা যখন এ কথা বলি তখন কিছু লোক আমাদের বিরুদ্ধে লেগে গেছে, আমাদের কি অপরাধ। আমরা তো সত্য কথাই বলেছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ঐ প্রশ্নকারীকেও একটি প্রশ্ন করতে পারি যেমন করে আমীরের বিপক্ষে সত্য কথা বলা হয়েছে অবিকল ঐভাবেই যদি তোমাদের বিরুদ্ধে বলা হয় তবে তোমাদের কী অবস্থা হবে। তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের বিরুদ্ধে এমন সত্য কথাই যদি বলা হয় তাহলেও তাদের কেমন অবস্থা হবে। যদি ঐ গুলো এমন ধরনের দুর্বলতা হয় যা লোক চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ হয়ে গেছে, তবুও তোমাদের জন্যে

ইহা অবশ্য কর্তব্য হবে না যে, তোমার ঐ সব কথা লোকদের কাছে বলে বেড়াও বরং তোমাদের ওপরে অনিবার্যরূপে কর্তব্য হয়ে যাবে যে, তোমরা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকটে বিষয়টি পৌঁছাও অথবা সবাই মিলে তাদের সদুপদেশ দাও। অতঃপর এতে যদি কোন কাজ না হয় তবে উপরস্থ কর্মকর্তাদের নিকটে পৌঁছাও। যদি তারা না শুনে তবে তার চাইতে আরও ওপরের কর্মকর্তাদের নিকটে পৌঁছাও। যতদূর পর্যন্ত বান্দাদের নিকট তোমাদের ঐ ত্রুটিগুলো পৌঁছানোর শক্তি রয়েছে তোমাদের ওপরে ইহা অবশ্য কর্তব্য যে, তোমরা পৌঁছাতে থাকো। কেননা, এখন ইহা একটি ব্যক্তিগত দুর্বলতা থাকলো না বরং নির্লজ্জতায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে দুর্বলতার সাথে যতটুকু সম্পর্ক কুরআন ও হাদীসে এর ওপরে আবরণ টেনে দেবারই নির্দেশ আছে, আর আল্লাহ্‌তা'লা পাপ ঢেকে রাখেন। অতএব যে সমস্ত লোক যারা অন্যের দোষ-ত্রুটির পর্দা ছিন্ন করে ফেলেন আল্লাহ্‌ও তাদের ওপর হতে পর্দা ছিন্ন করে ফেলেন এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে, কেয়ামতের দিনেও এই লজ্জাবরণের পর্দাই যা আপনি নিজের জন্যে টেনে দিচ্ছেন এবং আপনার ভাইয়ের জন্যে টেনে দিচ্ছেন। আপনাদের এ লজ্জা-শরমের পর্দাটাই (সেইদিন) খোদাতা'লার সাত্তারী গুণের পর্দায় পরিণত হবে। যদি পার্থিব জীবনে আপনি এই লজ্জার পর্দাকে ছিন্ন না করে ফেলেন। যদি আপনি লজ্জাশরমের পর্দা নিজেরটাও ছিন্ন করে ফেলেন অন্য ভাইয়েরও শরমের আবরণ ছিন্ন করে ফেলেন তবে কেয়ামতের দিনে আপনার (পাপ ঢেকে রাখার জন্যে) জন্যে কোন পর্দাই নেমে আসবেনা। কেননা, যেরূপে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাঁর এ বরাত দিয়ে বলেছিলেন, যে কোন মুসলিম আর একজন মুসলিমের দোষ-ত্রুটিকে আবৃত করবে আল্লাহ্‌ পরকালে তার পাপ-গুলোকে আবৃত রাখবেন। এ হচ্ছে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বাণী—বিস্ময়কর বাণী। ঐশী জ্যোতিঃ অবতীর্ণ না হলে এমন কথা কোন ব্যক্তি নিজে নিজেই রচনা করে পেশ করতে পারে না। সে তো শুধুমাত্র এই পার্থিব জগতের নগদ নগদ ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাই বলবে—সে বলবে, তোমরা অন্যের দোষ-ত্রুটি আবৃত রাখ, তাহলে তোমার দোষত্রুটি ঢেকে রাখা হবে। কিন্তু আখেরাতের বরাত দিয়ে বিষয়টিকে অধিক ব্যাপকতা প্রদান করেছেন রসূলুল্লাহ (সাঃ)। মহা নবী (সাঃ) বলেছেন, এই জীবনে ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপরের পর্দা যদি ছিন্ন করে দেয়া হয় তাহলে ইতর বিশেষ হয় না; কিন্তু কেয়ামতের দিনের সেই বিশাল জগতে লক্ষ কোটি লোক দ্বারা পরিপূর্ণ কেয়ামতের মাঠে যখন কোন ব্যক্তির পাপগুলোর ওপরের পর্দা ছিঁড়ে ফেলা হবে যেখানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল যুগের মানব সমবেত থাকবে, তখন কীরূপ হবে, তা আল্লাহ্‌ই উত্তম অবহিত নচেৎ আমাদের সীমিত জ্ঞানের এমন যোগ্যতাই নেই যে, সৃষ্টির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে যে দিনের সমাবেশে একত্রিত করা হবে এমতাবস্থায় কথা ও কর্মগুলোর উপরে ওপরে আবরণ টানার ব্যবস্থা করা

হচ্ছে এবং এর বিপরীত অন্য কারও পাপাচারসমূহের পর্দা খুলিয়া ফেলা হবে এবং প্রতিটি মানুষ স্বয়ং বুঝতে পারবে যে, ইহা হচ্ছে সে বিষয় যা যোগ্যতাসমূহ প্রখর হওয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে। আর কুরআন করীম এই প্রতিশ্রুতিই প্রদান করছে যে, কেয়ামতের দিনে তোমাদেরকে এমন শক্তিশালী অনুভূতি শক্তি দান করা হবে, যে সমস্ত কথার বিষয়ে আগে তোমাদের কোন ধারণা ছিল না, সেই ধারণা তোমাদের দান করা হবে। সুতরাং হুযূর (সাঃ) যে সমস্ত কথা বলেছেন, সেইগুলো অনিবার্যভাবে সংঘটিত হবে। অবশ্যই ঘটবার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর ভয় দেখিয়েছেন যে, তোমরা পরজীবনের পর্দা খুলে যাওয়াকে ভয় করো। এখানে যদি তোমরা তোমাদের ভাইয়ের দোষ ঢেকে রাখ তাহলে স্মরণ রাখবে যে, কেয়ামতের দিনে অথবা কেয়ামতের পরে যখন শেষ হিসাব-নিকাশ হবে তখন আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের দোষ-ত্রুটি আবৃত রাখবেন।

আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং ঐ বান্দার সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত থাকেন যে তার ভাইয়ের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত থাকে। এখন এসব আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে وتواصو এর বিষয়টি প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আপনি মনে করতে পারেন যে, একেবারেই এগুলো সম্পর্ক-বিহীন কথা। প্রকৃতপক্ষে এগুলো সম্পর্কহীন নয়। প্রকৃত মু'মিন ঐ ব্যক্তি যে মানুষকে সৎকর্মের শিক্ষা দেয় এবং পরস্পরকে সৎকর্মে সাহায্যকারী হয়। এই দু'টি কথা একত্রিত হয়ে وتواصوا بالمرحمة বিষয়ক সৎউপদেশে পরিণত হয়ে যায়। অতএব প্রকাশ্যভাবে এখানে পারস্পরিক সহযোগিতার কথা হচ্ছে। নিজ ভাইয়ের সাথে সহযোগিতা করো, তার প্রয়োজন পূর্ণ করো, তার ভুল-ত্রুটি আবৃত রাখো, তার প্রয়োজন যতই থাকুক না কেন তা পূর্ণ করতে গিয়ে যতই দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হয় তবুও কষ্ট করো। মনে হচ্ছে যে, এর সাথে সদুপদেশের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু কুরআনে করীম বলছে, যে পুণ্যকর্ম তোমরা সাধন করো উহার ব্যাপারে সদুপদেশও দাও। গরীবদের প্রতি সহানুভূতি করো তাহলে তাদেরকে সহযোগিতার সদুপদেশ প্রদান করো। অতএব এ বিষয়টি সদুপদেশ দানের বিষয়ের সাথে আপনা আপনিই সম্পর্কিত হয়ে যাচ্ছে।

অতএব আঁ হযরত (সাঃ)-এর সদুপদেশ দানের উন্নত পদ্ধতি পরিমাণ ও পর্যায়ক্রমে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে তিনি (সাঃ) ঐ সকল মৌলিক কথার শিক্ষা দেন যা ব্যতিরেকে মানুষ উচ্চতম বিষয়গুলোর দিকে অগ্রসর হতে পারে না। আর পরে এসব বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অন্তরের অন্তঃস্থল হতে আঁ হুযূর (সাঃ)-এর জন্যে দরূদের শব্দ উত্থিত হয়। দোয়াসমূহ তো বুঝে শুনেই করা হয়। কিন্তু যদি আপনি আঁ-হুযূর (সাঃ)-এর অনুগ্রহ ও কল্যাণরাজির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেন, তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আপনার আত্মার ভিতর হতে (দরূদের) শব্দসমূহ বের হতে থাকবে। ইহা অসম্ভব

যে, ঐ শব্দগুলোর সাথে ব্যথাপূর্ণ চিৎকার সংযুক্ত না হয়। কেননা, একজন অনুগ্রহকারীর অনুকম্পা যখন সফলতা লাভ করে যখন উহা উপকৃতদের হৃদয়ের মধ্যে পরিব্যপ্ত হয়ে যায়, তখন অজান্তেই শব্দগুলোর মধ্যে একপ্রকার ব্যথা-বেদনা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, এক শক্তির সঞ্চার হয়ে যায় আর ঐ শব্দরাজি অনিবার্যরূপে আকাশের সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর আঁঃ হুযূর (সাঃ) জ্ঞানের বিষয়টি শিক্ষা দেয়ার পরে পুনরায় পাঠ ও পঠন বিষয়ক আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের কথাগুলো বলেছেন।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন—আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে শান্তি প্রদান করেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাকে রহমতের সাথে আচ্ছাদিত করে রাখেন। পরে তাকে বেশী বেশী করে আল্লাহ্‌তা'লার রহমত ও বরকতে আচ্ছাদিত করে রাখে, ফিরিশ্‌তারা তাকে বেষ্টন করে রাখেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ কথার মধ্যে নিয়োজিত থাকে।

রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন—দেখুন উন্নতি কোথা হতে কোথা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। এখন এমন ব্যক্তি যিনি জ্ঞানকে ধর্মের সেবার জন্যে মানবজাতির সর্বোচ্চ চাহিদাগুলো পুরণের খাতিরে ব্যবহার করেন, আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাঝে তার সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই পৃথিবীতে আপনি পুণ্যকর্মের বিষয়ে কথা বলছেন। এমতাবস্থায় উর্ধ্ব জগতে আল্লাহ্‌তা'লা নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাঝে আপনার বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে।

গালেবের কথায়—

گرچہ ھے کس کس برائی سے ولے بایں ھمہ
ذکر میرا مجھ سے بہتر ھے کہ اُسی محفل میں ھے

অর্থাৎ মন্দ সত্ত্বেও যদি মন্দের আলোচনা হয়। তবুও আমি তাতে এ জন্যে খুশী ও আনন্দ উপভোগ করছি যে, আমার আলোচনাতো এই সভার মধ্যে হচ্ছে।

কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) এসব মাহফিলসমূহের রহস্য বলেছেন—তোমরা উত্তম কথা-গুলো বলতে থাকবে আর আল্লাহ্‌তা'লা তার নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাহফিলে সোহাগ ভরে তোমাদের কথা আলোচনা করতে থাকবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কর্মে অসলতা দেখায় তার বংশীয় মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি তাকে সতেজ করতে পারে না। অর্থাৎ তিনি বংশীয় শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির কল্যাণে বেহেশ্‌তে যেতে পারবেন না। এবং এই বক্তব্যের সাথে সাথে ইহাও বলে দিয়েছেন যে, এই সমস্ত কথা এমন উপদেশ যা সবার জন্য সমান। জাতিগত তথা বংশগত মর্যাদার সাথে এর দূরতম সম্পর্ক নেই। সাম্প্রদায়িকতা বা জাতীয়তারও সাথে কোন সম্পর্ক নেই। সর্বস্তরের লোকের জন্য এক সাধারণ আহ্বান। তোমরা এর উপরে আমল করো। সমস্ত উচ্চ মাকাম ও মর্যাদাসমূহের প্রতিশ্রুতি যা তোমাদের সাথে কথা হয়েছে, তার সবগুলো তোমাদেরকে দেয়া হবে।

আল্লাহ্‌ আমাদের সকলকে উহার সৌভাগ্য দান করেন।

(২৪-১০-৯৬ তারিখের সাপ্তাহিক বদরের সৌজন্যে)

ঈদুল ফিতরের খুৎবা

অনুবাদক : আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

(১৯৯০ইং সালের এপ্রিল মাসের ২৭ তারিখে লণ্ডনস্থ ইসলামাবাদে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' আইয়াদাল্লাহুতা'লা বেনাস্‌রেহিল আযীয প্রদত্ত)

আজ পাকিস্তানের অবস্থা এমনই হয়েছে যে, দুনিয়াতে যত উপায় ছিল তা আমি এবং আপনারা সকলে অবলম্বন করে দেখে নিয়েছি কিন্তু এ যালেম জাতি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করছে না। হে খোদা! তুমি কেবল একটি নয় বরং সকল জাতিকে জীবন দান করার ক্ষমতার অধিকারী এবং সামর্থ্যবান। আপন ফযল দ্বারা অলৌকিকভাবে তাদিগকে জীবন দান কর।

তাশাহ্হুদ তাআওউয এবং সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করার পর হুযূর আনওয়ার ইরশাদ করেছেন :

ঈদের দিন বস্তুতঃ আনন্দের দিন এবং পরস্পরের দেখা সাক্ষাতের দিন। বন্ধুরা ভালবাসা ও হৃদ্যতার সঙ্গে একে অপরের সাথে গলাগলি ও কোলাকুলি করে, নিকট জ্ঞাতি কুটুম্বরা একে অপরের নাগাল পেয়ে যারপরনাই আনন্দ অনুভব করে। তারা পরস্পরকে উপঢৌকন পেশ করে। এই ঈদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, অভিমানকারী ও পরাঙ্মুখগণের মধ্যে এই ঈদ মিলন ঘটিয়ে দেয়; যারা বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর তাদের জন্য এই ঈদ মিলনের বার্তা বহন করে আনে। এই ব্যাপারে আজকে খুৎবার বিষয় শুরু করার পূর্বে আমি আল্লাহ্‌র পথে বন্দী ভাইদিগকে স্মরণ করার জন্য আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যারা দীর্ঘ সময় ধরে স্বজন হতে বিছিন্ন। তাদের আর কোন অপরাধ নেই ইহা ব্যতিরেকে যে, তারা এক আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, যিনি খোদার নামে তাদিগকে নিজেদের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং امنا وصدقنا বলে তাঁর ঐ সকল পুণ্য কর্মে তাঁর অনুসরণ করেছে যেসব পুণ্য কর্মের প্রতি ইতোপূর্বে হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ ছাড়া তাদের আর কোন অপরাধ ছিল না। ঐ শিক্ষার উপর আমল করার ফলে তাদিগকে শাস্তি দেয়া হল যে শিক্ষা হযরত আকদাস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং শুধু এই অপরাধই ছিল যার ফলে তাহাদিগকে নানা প্রকারের নিপীড়নে নিপীড়িত করা হল। তাদের মধ্যে অনেক এমন আছে যারা আজ তাদের স্বজন ও প্রিয়জন হতে বহু দূরের কয়েদ ও বন্ধনে অবরুদ্ধ আছে। সুতরাং বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে আরো মধুর গাঢ়তা বৃদ্ধিকারী এ ঈদের দিনে যদি আমরা তাদিগকে ভুলে যাই তাহলে আমাদের অবিশ্বস্তদের অন্তর্গত বলে লেখা হবে। এজন্য আজকেও তাদিগকে দোয়ায় বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন, এবং পরেও যখনই আপ-

নাদের অন্তরে আনন্দের ঢেউ উঠে তখন সেই ঢেউয়ের সঙ্গে যেন আপনারা দুঃখের ঢেউও অনুভব করেন এবং তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন যারা আল্লাহ্‌র পথে কষ্ট সহ্য করেছেন।

'লেকা' অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে এক 'লেকা' হচ্ছে এরূপ যা ব্যক্তিগতভাবে আংশিক রূপে অর্জন করা যায়; কিন্তু আসলে 'লেকা'র মধ্যে শুধু অর্জনেরই দখল থাকে না বরং পুরস্কারেরও অনেক বড় দখল থাকে। প্রেমিক যত বড় প্রেমিকই হউক না কেন, তার মধ্যে বিশ্বস্ততার প্রেরণা যত প্রবলই থাকুক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেমাস্পদ নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে মনস্থ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেমিকের পরিশ্রম ফলপ্রসূ হতে পারে না। সুতরাং 'লেকা'র মধ্যে প্রদান করার বিষয় নিহিত আছে। বুঝা গেল, তাদের উভয়ের সমন্বয়েই 'লেকা' সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ পরিশ্রম বিশ্বস্ততা এবং তার সঙ্গে পুরস্কার? যখন ইহাদের সমন্বয় ঘটে তখনই 'লেকা'র বিষয়টি পূর্ণ হয়। পবিত্র রমযানের পরে যে ঈদ রয়েছে ইহাও বস্তুতঃ আমাদিগকে এই পয়গাম দান করে যে, তোমরা অনেক পরিশ্রম করেছ, তাই খোদা পুরস্কারস্বরূপ তোমাদেরকে আনন্দের দিন দেখিয়েছেন; কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রকৃত আনন্দ সেই ঈদই হতে পারে যা সর্বক্ষণ বিরাজমান থাকে, উহা হচ্ছে আল্লাহ্‌তা'লার সঙ্গে 'লেকা'র ঈদ (অর্থাৎ সাক্ষাতের আনন্দ—অনুবাদক)

এ প্রসঙ্গে আমি আজকে একটি নূতন বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

অনেক রকমের 'লেকা' রয়েছে যেগুলোর মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত পরিশ্রমের অনেকটা দখল থাকে; কিন্তু একটি 'লেকা' এমন আছে যার মধ্যে বেশীর ভাগ থাকে পুরস্কারের অংশ এবং পরিশ্রমের অংশ থাকে অনেক কম। ইহা দ্বারা সেই 'লেকা' বুঝায় যা নবু-ওয়তের যুগে মানুষের ভাগ্যে জুটে থাকে। তখন খোদাতা'লা কর্তৃক আদিষ্ট ব্যক্তির উপর তাঁর ভালবাসার ছিঁটা পড়ে এবং আদর ও আশীর্বাদের বারিধারা বর্ষিত হয়; তখন উহার বিস্তৃতি বাকি দুনিয়াতেও পরিলক্ষিত হয় এবং এমন লোকের উপরও সেই সব ছিঁটা পড়তে থাকে তাঁর উপর ঈমান আনারও যাদের কোন সম্পর্ক থাকে না এবং বিভিন্ন স্থানে 'লেকা'র নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে আর এমন অনেক লোকের সৃষ্টি হয় যারা সেইসব আধ্যাত্মিক ছিঁটার বদৌলতে (যেগুলো আসলে খোদাতা'লা কর্তৃক আদিষ্ট ব্যক্তির উপর বর্ষিত হয় এবং তাঁর সেই প্রিয় বান্দার বরকতে সমাজে বিস্তৃত হয়) দূর দূর হতে সেই রূহানী বিস্তৃতির ফলে প্রভাবান্বিত হয়ে খোদাতা'লার এইরূপ প্রিয় বান্দার অন্বেষণে দাঁড়িয়ে পড়ে। ইতিহাস বলে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগেও এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। দূর দূর অঞ্চলের এবং অন্য দেশের লোকেরা আকাশে জ্যোতিঃ বিস্তৃতির লক্ষণাবলী দেখেছে। যদিও ইতিহাসের পাতায় এই সব তফসীল সংরক্ষিত নেই, তথাপি আমরা

যারা আধ্যাত্মিক বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত, অবশ্যই আশা রাখি যে, হয় তো খোদাতা'লা কর্তৃক রোইয়া (সত্য-স্বপ্ন) এবং কাশ্ফ (দিব্য-দর্শন) এর মাধ্যমে কিছু দেখানো হয়েছিল। কেবল নক্ষত্র বিদ্যার ফলে তাদের দৃষ্টি মসীহ (আঃ)-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। এই ঘটনাই হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগেও ঘটেছিল ; এবং এই বিস্তৃতি একটি ব্যাপক বিস্তৃতি ছিল। দূর দূরান্ত অঞ্চলের বসবাসরত ইহুদী আলেমবৃন্দকে আল্লাহ্তা'লা এই জ্যোতিঃ অবতরণের সংবাদ দিয়েছিলেন যার ছিঁটা তাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়েছিল। যার ফলে তারা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের অন্বেষণে দাঁড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদের মধ্যে অনেক এমন সৌভাগ্যশালীও ছিল যাদের ভাগ্যে হেদায়াত জুটেছিলো। অতঃপর এই জ্যোতির বিস্তৃতি অনেক বেশী ও অতি মাত্রায় ঈমান আনয়নকারীদের ভাগ্যে জুটলো আর ঈমানদার লোকদের উপর খোদার সেই অসাধারণ 'লেকা'র ছিঁটা পড়লো। তারা ঈমান আনে এবং দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু কোন অসাধারণ পরিশ্রম করে নি, তথাপি আল্লাহ্র আশীর্বাদে 'লেকা' তাদের ভাগ্যে জুটে যায়, জুটে যায় সেই 'লেকা'-ইলাহী যার জন্য কোন কোন সাধক নিজের জীবন শেষ করে ফেলেন এবং অসাধারণ সাধনা নিষ্ঠা ও তপস্যা করে থাকেন। কিন্তু তারা ইহা অতি সাধারণ কুরবানীর ফলে অর্জন করে ফেলে, এমন কুরবানীর ফলে অর্জন করে ফেলে যা আসলে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। বিলাল (রাঃ) কখন বলেছিলেন যে, তোমরা, আমাকে মদীনায় অলিগলিতে হেঁচড়িয়ে নিয়ে বেড়াও। ঈমান ও বিশ্বস্ততা এই দু'টি জিনিস ছিল যদ্দরুন সমাজ কর্তৃক নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং এই শ্রেণীর লোক খোদার উদ্দেশ্যে বিশ্বস্ততা ও স্থৈর্যে অটল থাকে ; যখন সমাজ কর্তৃক দুঃখ-কষ্ট তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় আর তখন আকাশ থেকে তাদের উপর 'লেকা' নাযেল করা হয়। এই প্রকারের লোকই খোদাতা'লা কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত হয় এবং নানাবিধ জ্যোতিঃ তাদের উপর নাযিল হয়, কাশ্ফ প্রকাশ পায়, ইলহাম হয়, সত্য-স্বপ্ন দেখানো হয়। তাদের দ্বারা সেই সকল লক্ষণাবলী পরিদৃষ্ট হয় যেগুলি বস্তুতঃ খোদার প্রিয় বান্দাদের, আল্লাহ্র দরবারে তাদের দোয়াসমূহ অপরাপর সাধারণ লোকদের দোয়া অপেক্ষা অধিক গৃহীত হয় এবং তাদের শত্রুর সঙ্গে খোদা এমন ব্যবহার করেন যা অন্য লোকের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

এই জ্যোতির বিস্তৃতি হযরত আকদাস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহে আলায়হে ওয়া সাল্লামেরই যার ফল আমরা এ যুগে খেয়েছি। হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস সালাম ইরশাদ করেছেন :

اسی یار سے ملا دے اندر کی راہ دکھا دے
دولت کدے دینے والا فرمانروا یہی ہے

অর্থাৎ আজ অবধি সুদীর্ঘ তেরশত বৎসর অতীত হয়ে গেল আজও আমরা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে 'লেকার' কল্যাণ উপভোগ করছি ; এই মহান নেতা এমনই যে, কেবল বহির্জগতের কেচ্ছা-কাহিনীই তিনি শুনান না বরং অন্তর্জগতের পথও তিনি দেখান এবং গৃহকর্তা বানিয়ে দেন। বহির্জগদ্বাসীদিগকে একথা বলেন না যে, আমরা জ্যোতিঃ দেখেছি, বরং সকলকে নিমন্ত্রণ জানান যে, এস তোমরা ! তোমাদিগকেও আমরা জ্যোতিঃ দেখবো, তোমাদিগকেও সেই বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবো যে বন্ধুর সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করে এসেছি।

সুতরাং এই হল লেকার বিষয়-বস্তু যা এখানে এসে সম্পূর্ণ হয়। ইহাই সে 'লেকা'র জ্যোতিঃ যা জামাতে আহমদীয়া একশত বৎসরেরও অধিক কাল হতে ক্রমাগতভাবে দর্শন করে এসেছে। অতএব যদি কোন ব্যক্তি তার আমিত্বের কারণে বা আত্মপ্রতারণায় কারণে স্বীয় নিজ সাধুতার ধারণার বশবর্তী হয়ে যায় এবং এই পথ সম্পর্কে নিজ অন্তরে আত্মগরিমা সৃষ্টি হতে দেয় তাহলে ইহা হবে তার সর্বাধিক দুর্ভাগ্য। বস্তুতঃ ইহাই সেই জ্যোতির বিস্তৃতি যা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আজ অবধি মোমেনগণ ক্রমাগতভাবে প্রদত্ত হয়ে এসেছেন। কিন্তু এক দীর্ঘকালের অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের পর যখন পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হল, যে সমগ্র জ্যোতিঃ ও আলো আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লামের সূর্য হতে অর্জন করেছে বস্তুতঃ ইহা সেই জ্যোতিঃই ছিল যার বিস্তৃতি ব্যাপক আকারে আমরা 'আখারীন' এর যুগে ঘটতে দেখলাম। ইহা এত গভীর বিষয় যে, ইহা কেবল দুই এক মজলিসে পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা তো দূরের কথা ক্রমাগতভাবে মাসের পর মাস অনুষ্ঠিত মজলিসেও এই সকল ঈমানবর্ধক ঘটনাবলী বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আজ দুনিয়াতে সচরাচরই এরূপ কোন আহমদী গৃহ হবে যা এই জ্যোতির বিস্তৃতি হতে অংশ পায় নি, যার মধ্যে এমন সাক্ষী বিরাজমান নয় যারা নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর এই সাক্ষ্য দিতে পারে যে, আমরা খোদাকে গ্রহণকারী হিসেবে পেয়েছি। দুঃসময়ে এবং সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তিনি আমাদের দোয়া শুনেছেন এবং আমাদের কাজে এসেছেন এবং তাঁর অবতরণ আমরা বন্ধুসুলভ আচরণে দেখেছি এবং শত্রুদের জন্য শত্রুসুলভ আচরণে দেখেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা তাঁকে এক বিশ্বস্ত, ভালবাসা ও স্নেহময় জীবন্ত অস্তিত্বের আকারে পেয়েছি। বস্তুতঃ ইহা সেই সাক্ষ্য যা আজ আহমদী বিশ্বের ১২০ (বর্তমানে ১৫২—অনুবাদক) টি দেশে লক্ষ লক্ষ আহমদী প্রদান করেছে। যদি কতিপয় গৃহে এই ক্ষেত্রে শূন্যতা ও রিক্ততা অনুভূত হয়, যদি এমন কোন প্রজন্মের উদ্ভব ঘটে থাকে যারা এইসব সাক্ষীগণের অন্তর্গত নহে বরং শুনা কথার উপর বিশ্বাসী মাত্র, তাহলে ইহা হবে বড়ই বিপজ্জনক বিষয়। তাই লেকার বিষয়টি বার বার জামাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার এবং

ইহা তাদের কণ্ঠস্থ করিয়ে দেয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন নির্ভর করে লেকার উপরে। যে প্রজন্ম লেকার মাকাম হতে বঞ্চিত হবে তারা বস্তুতঃ আহমদীয়তের মৃত্যুর সংবাদ দেয়ার কারণ হবে।

এইজন্য আপনারা দোয়াও করুন এবং চেষ্টাও করুন এবং নিজেদের নূতন প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দিন এবং তাদিগকে সেই সকল পথে পরিচালিত করুন যে পথে চললে খোদার লেকা অর্জিত হয়, যাতে বংশানুক্রমে আমরা এই জ্যোতির জীবন্ত সাক্ষী দুনিয়াবাসীর সম্মুখে পেশ করতে থাকি এমন কি প্রত্যেক ভাবী প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্ম হতে কল্যাণ অর্জন করতে থাকে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে কল্যাণ দান করতে থাকেন।

স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য 'তাহদীসে নেয়ামত'—নেয়ামতের উল্লেখ স্বরূপ আমি কিছু ঘটনা একত্র করেছি—হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালামের যুগেরও এবং পরবর্তী যুগেরও; কিন্তু যেহেতু বিষয়টি অনেক ব্যাপক তাই সংক্ষিপ্ত করতে করতে কেবল কয়েকটি ঘটনাই চয়ন করতে পেরেছি যা উদাহরণস্বরূপ আজকে আপনাদের সম্মুখে পেশ করবো যেন আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন যে, লেকা দ্বারা কি বুঝায়? কীরূপে খোদা তাঁর বান্দাদেরকে কল্যাণ দান করে থাকেন। কীরূপে খোদা প্রিয়-বান্দাদের লক্ষণাবলী তাদের মধ্যে প্রকাশ পায়? যুক্তির জগৎ অন্য এবং বাস্তব সাক্ষ্যের জগৎ ভিন্ন। শহীদগণের অর্থাৎ সাক্ষীগণ বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের জীবন্ত ও বাস্তব প্রমাণ। এই সকল শহীদের মধ্যে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ শহীদ ছিলেন হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লাম যাঁকে কুরআন করীমে সকল নবীর উপর শহীদ নিয়োজিত করা হয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস্‌ সালামের যুগে জ্যোতির বিস্তৃতি এত ব্যাপক আকারে ঘটছে যেরূপে আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালাম বহু বার ক্রমাগতভাবে উল্লেখ করে গেছেন যে, এই সব কল্যাণ প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লামেরই কল্যাণ। অতএব এই কথাকে স্মরণ রেখে এই সব ঘটনাবলী দ্বারা আনন্দ উপভোগ করুন। ইহার ফলে যদি অন্তর লেকার কামনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং এমন আবেদন অন্তর থেকে উদ্‌গত হতে থাকে যে, খোদা আজকের প্রজন্মের উপরও যেন ঐরূপেই অবতীর্ণ হতে থাকেন যেরূপে পূর্ববর্তী প্রজন্মের উপর পরপর অবতীর্ণ হয়েছেন; তাহলে আমরা বুঝবো যে, আমরা আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হাসিল করেছি। আর এটাই হবে আমাদের জন্য

প্রকৃত ও চিরস্থায়ী ঈদের যুগ।

প্লেগের যুগে যখন হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস্‌ সালাম এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, খোদার ফযলে আহমদীদের অধিকাংশকে প্লেগের প্রকোপ হতে রক্ষা করা হবে এবং আমার গৃহে এই রোগের ফলে এমন কোন আক্রমণ হবে না যাকে শত্রুপক্ষ হাসি-বিদ্রূপ রূপে জগতের সম্মুখে পেশ করতে পারে। খোদা স্বতন্ত্র আচরণকে এত উজ্জ্বল

ভাবে প্রদর্শন করবেন, জগৎ প্রকাশ্যভাবে এই স্বাতন্ত্রকে স্পষ্ট দেখতে পাবে যেমন সূর্যের আলোতে কোন জিনিস স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ইহা ছিল এমন এক ঘোষণা যা একদিকে দুনিয়াতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল অপর দিকে ইহার উপর পুস্তকসমূহ লেখা হচ্ছিল এবং পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপন ছড়ানো হচ্ছিল এবং গোটা জামাতকে বিশ্বের সম্মুখে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করা হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে এমনটি হল যে, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব টাইফয়েড জ্বরে এত ভীষণভাবে আক্রান্ত হলেন যে, অতি কচি বয়সে মৃত্যুর আশংকা হয়ে গেল। যদি এই রোগে তিনি মারা যান তাহলে গোটা জগৎ হাসবে এবং বলবে যে, তুমি এটাকে টাইফয়েড বলছো আসলে এটাতো প্লেগই ছিল; অতএব, তুমি তোমার দাবীতে নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস সালাম লিখেছেন, যখন অবস্থার মারত্মকভাবে অবনতি ঘটলো এবং মনে ভয় হল যে, এটা সাধারণত জ্বর নয় বরং একটা কঠিন বিপদ। সেই অবস্থায়ই আমি ওযু করলাম এবং নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর দাঁড়ানোর সাথে সাথেই সেই অবস্থার সুযোগ সৃষ্টি হল যা দোয়া গৃহীত হওয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ। আমি সেই খোদার শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার জীবন যে, তখন পর্যন্ত হয়তো তিন রাকা'ত পড়ে ছিলাম, আমার উপর কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন)-এর অবস্থা আচ্ছন্ন হল এবং আমি দেখতে পেলাম যে, ছেলেটি সজ্ঞানে খাটের উপর বসে আছে আর পানি চাচ্ছে। এমতাবস্থায় চার রাকাত নামায পূর্ণ করলাম। তৎক্ষণাৎ তাকে পানি দেয়া হল, শরীরে হাত লাগিয়ে বুঝতে পারলাম, জ্বরের কোন নাম নিশানাও নেই; প্রলাপ, অস্থিরতা ও মুমূর্ষুতার লক্ষণ সম্পূর্ণ দূর হয়েছে আর এভাবে ছেলেটি পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করলো।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবকে যারা যারা দেখেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই আজ এখানে বসে আছেন; তারা সাক্ষী যে, কীরূপে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে পরে দীর্ঘায়ু দান করেছেন।

মির্যা বশীর আহমদ সাহেব আরও একটি ছোট ঘটনা লিখেছেন। আফগানিস্তানের একজন মুহাজের মহিলা যার নাম আমাতুল্লাহ বিবি, যাকে আমরা লাল পরী বলে ডাকতাম। এই নামটিই লোকের মুখে খুব বেশী ছিল। তাঁর সন্তান-সন্ততি এখানে ইংল্যাণ্ডেও অবস্থান করছে, জার্মানীতেও অবস্থান করছে, যারা নিজেরা তাদের মায়ের নিকট এ সকল বৃত্তান্ত, অবশ্যই শুনেছেন। তিনি বলেছেন, বাল্যকালে তাঁর ভীষণ চোখ ব্যাথার কষ্ট দেখা দিল। কষ্ট বাড়তে বাড়তে এমন চরম অবস্থা ধারণ করলো যে, অত্যধিক ব্যথা ও লালিমার দরুন চোখ খোলার শক্তিও থাকলো না। মা-বাবা অনেক চিকিৎসাই করালেন কিন্তু কোন উপশম হল না বরং কষ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকলো। একদিন তাঁর মা তাঁকে ধরে চোখে ঔষধ ঢালতে লাগলেন তখন তিনি ভয়ে দৌড়ে চলে গেলেন এই বলে যে, আমি হযরত সাহেব দ্বারা দম করাবো। তিনি বলেছেন, আমি পথে উঠে পড়ে কোন রূপে হযরত

মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালামের বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম এবং হযরত সাহেবের নিকট কাঁদতে কাঁদতে আবেদন জানালাম, হুযুর! আমার চোখে দম করে দিন'। হযরত সাহেব লক্ষ্য করে দেখলেন যে, আমার চোখ ভীষণভাবে ফুলে গেছে আর আমি ব্যথায় কাতর হয়ে ছট ফট করছি। হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম নিজ আঙ্গুলে তাঁর মুখ থেকে কিছু থু থু নিলেন এবং কিছুক্ষণ ক্ষান্ত থেকে, তখন তিনি হয়তো অন্তরে দোয়া করছিলেন, পরম মমতার সাথে সেই থু থু আমার চোখের উপর ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিলেন এবং আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'খুকী যাও, এখন আল্লাহ্‌র ফযলে তোমাকে এ কষ্ট আর কখনও সহ্য করতে হবে না'। মোসাম্মৎ আমাতুল্লাহ বিবি বর্ণনা করেন যে, তারপর থেকে আজ অবধি যখন আমি সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা হয়ে গেছি, কখনও একবারও আমার চোখে ব্যথা হয়নি।

আমি নিজেও এই ঘটনার সাক্ষী। বাল্যকালে বহুবার তাঁকে আমাদের ঘরে আসতে যেতে দেখেছি। হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেবের ঘরে তো তিনি অনেককেই সেবা-শুশ্রূষা করতেন, কেউই তাঁকে চোখ ব্যথায় আক্রান্ত কখনও দেখেনি।

এই প্রকারের আরোগ্যের ঘটনাবলী এমন লোকের পক্ষেও সংঘটিত হয়েছে যারা বয়াত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তারা কোন কারণে ইতস্ততঃ করতে ছিলেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালামের মাধ্যমে যখন তারা খোদার লেকার জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করলেন তখন আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হল।

এই সকল সৌভাগ্যশালীগণের মধ্যে আমার নানি মরহুমাও শামেল ছিলেন

অর্থাৎ সৈয়্যদা মরিয়ম বেগম আমার মার মা। আমার নানা ইহা সত্ত্বেও যে, সেই যুগে রাওয়ালপিণ্ডির পরিবেশে কাল্লার সৈয়্যদাঁর অঞ্চলে কারো আহমদী হওয়া ভূমিকম্প সৃষ্টি করার মত বিষয় ছিল, তদুপরি সৈয়্যদ বংশে কারো আহমদী হওয়া তো কেয়ামত নাযেল করার শামেল ছিল, কিন্তু তাঁর মধ্যে যেহেতু অসাধারণভাবে তাকওয়া ও বীরত্ব ছিল এবং ইহা সত্ত্বেও যে, এক প্রাচীন সৈয়্যদের গদীতে একজন প্রভাবশালী বুযুর্গ ছিলেন, তথাপি তিনি পরম বীরত্বের সাথে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালামকে গ্রহণ করে নিলেন, কিন্তু নানী মরহুমা ভয় করতেন এবং বলতেন যে, আমি যদি বয়াত করে ফেলি তা হলে আমার পূর্বের পীরের বদদোয়া লেগে যেতে পারে। এই অবস্থায়ই তিনি একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, তাঁর অবস্থার এত চরম অবনতি ঘটেছে যে, তিনি কয়েক মুহূর্তের মেহমান মাত্র। তখন হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালামের নিকট দোয়ার পয়গাম পাঠালেন। হাঁ, দোয়ার পয়গাম তখন পর্যন্ত পৌঁছে নি, এই

অবস্থায়ই তিনি রোইয়াতে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালামকে দেখলেন, হুযুর জিজ্ঞেস করলেন, কি কষ্ট? উত্তর শুনে পানি দম করে দিলেন, এবং হুযুর স্বপ্নেই নিজের নাম ঠিকানা বললেন, এবং বললেন যে, আমি মসীহ ও মাহদী (আঃ)। তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন যে, ধারণা ছিল, ভোর পর্যন্ত আমার জানাযা উঠে যাবে। কিন্তু এই রোইয়ার পরে যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন আশাতীতভাবে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম এবং শরীরে বল শক্তি এসে গিয়েছিল। এই নিদর্শন দেখে তিনি ততক্ষণাৎ কাদিয়ানে মানুষ পাঠালেন যে, সত্বর আমার বয়াতের চিঠি নিয়ে যাও যেন অবিলম্বে আমি হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালামের সত্যতার সাক্ষীগণের অন্তর্গত হতে পারি।

মৃতদিগকে জীবন দান করার ঘটনাবলী হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালামের যুগে এত ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়েছিল যে, ঐগুলিকে একত্র করে দেখলে কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এই কল্পনাও করতে পারে না যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর মসীহ্র শান হযরত মূসা (আঃ)-এর মসীহ থেকে কোন ক্রমে বা কোন অংশে কম ছিল। মৃতদেরকে জীবন দান এবং অসাধারণ কঠিন দুরারোগ্য রোগীদেরকে আরোগ্য দানের ঘটনাসমূহ এত ব্যাপক যে, আজও সহস্র সহস্র এমন লোক জীবিত আছেন যারা স্বচক্ষে তাদের ঐ সকল বুযুর্গদিগকে দেখেছেন যাঁরা জীবন্ত নিদর্শন ছিলেন। কিন্তু এইসব ঈমান-বর্ধক ঘটনাবলী এমন কেচ্ছা-কাহিনী নয়, যেগুলি অতীতের গর্ভে ভেসে গেছে বরং জ্যোতির এই বিস্তৃতি পরেও ক্রমাগতভাবে বিরাজমান ছিল এবং আজও বিরাজমান আছে। গত গোটা শতাব্দী ইহার জ্বলন্ত সাক্ষী। মরহুম মগফুর হযরত মৌঃ আবদুল মালেক খান সাহেব এ ঘটনা বর্ণনা করেন। ১৯৩৯ ইং সনের কথা। তিনি ফিরোজপুরে নিয়োজিত ছিলেন (আমি তার বিবরণকে সংক্ষেপে বলছি)। তাঁর স্ত্রী মারাত্মভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সন্তান প্রসবে তাঁর বড় কন্যা ফরহাত বেগম জন্ম গ্রহণ করে, যে আজকাল দক্ষিণ হায়দ্রবাদে আছে। সন্তান প্রসব কালে অসাবধানতা হয়ে যায়, ফলে ইনফেকশনের দরুন জ্বর হয়। তৎকালে পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়নি। জ্বর ভীষণ আকার ধারণ করলো এবং তাপমাত্রা একশ' আট ডিগ্রিতে পৌঁছে গেল। তিনি স্ত্রীকে এই অবস্থায়ই রেখে সোজা কাদিয়ানে দৌড়ালেন। তিনি বলেন, আমি কস্রে খেলাফতের দুয়ার খট্খটালাম। হযরত খলীফাতুল মসীহেস্সানী (রাঃ) বের হলেন এবং বললেন, মালেক! তুমি কি মনে করে আসলে? সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ভিতরে ড্রইং রুমে নিয়ে চলে গেলেন যেখানে হাফেয মুখতার আহমদ সাহেবও বসে ছিলেন। আরজ করলাম, 'এই ব্যাপার, বাঁচার কোন অবস্থা দেখছি না'। তিনি বলেন, হযরত সাহেব দোয়া করলেন এবং কিছুক্ষণ বিলম্ব করে আমার হাত ধরে বললেন, মৌলভী সাহেব! আপনার স্ত্রীর আর জ্বর হবে না। হুযুর

আমাকে এই শুভ সংবাদ শুনিয়ে বললেন, এখন আপনি ফিরে যেতে পারেন। তখন হাফেয মুখতার আহমদ সাহেবও আমার সঙ্গে বাইরে চলে আসেন। বাইরে এসে তিনি আমাকে বললেন, সম্ভবতঃ আপনার স্ত্রীর জ্বর পৌনে দশটায় সেরে গেছে, কারণ, যে মুহূর্তে হুযুর এই শুভ সংবাদ শুনালেন সেই মুহূর্তেই আমি ঘরির দিকে তাকালাম, তখন ঠিক পৌনে দশটা বেজেছিল। অতএব আপনি গিয়ে জিজ্ঞেস করুন যে, জ্বর কখন সেরেছিল তিনি বলেন, আমি তখন ফিরোজপুর চলে আসলাম। হাসপাতালটি একটি খৃষ্টান হাসপাতাল ছিল। সেখানকার একজন খৃষ্টান লেডী ডাক্তারকে আমি বললাম আমার স্ত্রী সুস্থ হয়ে গেছেন, আমি জানতে চাই যে, তার জ্বর কি পৌনে দশটায় সেরেছে? তিনি বললেন, আপনি কীরূপে জানলেন যে, তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন এবং কি করে জানলেন যে, জ্বর পৌনে দশটায় সেরেছে? তিনি বললেন, আমি কাদিয়ান হতে এসেছি, সেখানে আমি এইরূপে দোয়ার আবেদন করেছিলাম এবং এই ঘটেছে। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে। তথ্যটি যাতে ভুল না হয় তাই ডাক্তার আমাকে সেই সময়েই সঙ্গে করে তার রুমে গেলেন এবং জ্বরের চার্ট দেখালেন অথচ তখন সাক্ষাতের সময় ছিল না। ঠিক দেখা গেলো যে, ৯টা ৪৫ মিনিটেই জ্বর সেরেছিল। সেই চার্ট সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়েছিল।

অতএব, এই হচ্ছে দর্শন ও লেকার ঘটনাবলী

যা আহমদীয়তের মধ্যে এক জীবন্ত বাস্তব তথ্যরূপে বিদ্যমান ও প্রবহমান রয়েছে যা অতীতকালে সংঘটিত বিষয়াবলীরূপে সীমিত নহে। গত এক শতাব্দী ধরে আহমদীরা নিজেদের ঈমান ও বিশ্বস্ততা দ্বারা যার রক্ষণাবেক্ষণ করে এসেছে। আমি আপনাদিগকে আজ সতর্ক করতে চাই যে, যদি আপনারা আগামী শতাব্দীতে নিজেদের এই রূপেই ঈমান ও বিশ্বস্ততা দ্বারা এইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ না করেন তাহলে আল্লাহ্‌তা'লার সম্মুখে ইহার জন্য আপনাদিগকে জওয়াবদিহি করতে হবে। ইহা মহান নেয়ামত, যাকে আল্লাহ্‌তা'লা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনারা ইহাকে পরিবর্তন করবেন। কারণ কুরআনে আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে :

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم -

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লা যখন কোন জাতিকে কোন নেয়ামত দান করেন তখন তিনি উহাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের ঈমান ও আমল দ্বারা উহাকে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মৌঃ গোলাম রসূল রাযেকী সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতো ওয়াস্সালামের যুগের একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা লিখেছেন। কাদিয়ানে এক দরবেশ আসলো। খুব সম্ভব সে শিয়ালকোটের অধিবাসী ছিল, তার সম্বন্ধে শুনেছি যে, সে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্সালামের কাছে আবেদন জানালো যে, হুযূর আমার বয়াত গ্রহণ করুন। তখন হযরত সাহেব সাধারণ নিয়ম ব্যতিক্রম করে তৎক্ষণাৎ তার বয়াত গ্রহণ করে নিলেন। অথচ হুযূরের নিয়ম ছিল যে, যখনই কোন ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতো এবং বয়াত গ্রহণের আবেদন জানাতো তিনি তৎক্ষণাৎ তার বয়াত গ্রহণ করতেন না বরং তাকে বলতেন, কিছু দিন এখানে অবস্থান কর এবং আরো গবেষণা করে বিষয়টি ভালরূপে বুঝে নাও। কিন্তু ঐ ব্যক্তির শুধু বয়াতই তিনি গ্রহণ করেন নি পরন্তু তাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। এতে অনেকেই বিস্মিত হলেন এবং সেই দরবেশকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? ইহাও জিজ্ঞেস করলেন যে, বয়াত করার জন্য আপনাকে কিসে প্রেরণা যোগালো? সে বললো, আকাশে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা মসীহ মাওউদের বয়াত করে না তাদিগকে আকাশ থেকে নীচে ফেলে দেয়া হোক। তখন যে সকল বড় বড় বুযুর্গ এবং আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিল অথচ মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বয়াত করে নি তাদিগকে নীচে ফেলে দেয়া শুরু হল। এই কাজে নিয়োজিত এক ফিরিশ্তা আমার দিকেও আসলো। তখন আমি বললাম, আমি এখনই বয়াত করে নিবো, আমাকে নীচে ফেলো না। অতএব আমি বয়াত করার জন্য হাযির হয়ে গেলাম। মৌঃ রাযেকী সাহেবের বর্ণনা মোতাবেক সেই দরবেশের নাম ফকীর মুহাম্মদ। তিনি শিয়ালকোটের এক প্রসিদ্ধ খালের তীরে অবস্থিত কোন এক গ্রামের লোক ছিলেন। বয়াত করার পর তিনি হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্সালামের সত্যতা সম্বন্ধে ও তাঁর আহ্মদীয়ত গ্রহণ করার বিষয়ে একটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করেছিলেন, যে বিজ্ঞাপনটি হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্সালাম নিজ কিতাব হুজ্জাতুল্লাহ'য় লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐ ঘটনার আর একটি রেওয়ায়াত যা আমার নিকট পৌঁছেছে উহাতে শব্দগুলি এইরূপ ছিল যে, যখন তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, তুমি এসেছ এবং আসার সঙ্গে যাওয়ারও অনুমতি নিয়ে নিয়েছ; যদি তুমি এতই বড় মানুষ ছিলে তাহলে তুমি এখানে আসলে কেন? উত্তরে সে বললো, আমি আসব না কেন? সে পাঞ্জাবী ভাষায় বললো, 'উত্তোঁ জুত্তিয়াঁ প্যান্দিয়াঁ সান্ কেন জা বয়াত কর্কে আ'। অর্থাৎ উপর হতে জুতা পড়ছিল যে, যাও গিয়ে বয়াত করে এসো। বিষয়-বস্তু পূর্বের মতই; কিন্তু যে রাবী আমার নিকট রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন তিনি এই বিষয়টিকে পাঞ্জাবী ভাষায় চিত্তাকর্ষক বাক্যে বর্ণনা করেছেন। প্রকাশ ভঙ্গীর এটিও একটি পদ্ধতি যে, এমন শত্রুদের জন্যও হযরত মসীহ্

মাওউদ আলায়হেস্ সালাতো ওয়াস সালামের সত্যতা প্রকাশ করা হলো যারা দুর্ভাগ্য বশতঃ গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারলো না, যেমন তুলমিয়ালের মৌঃ করমদাদ সাহেব, যিনি হযরত মসীহ মাওউদ আলাহেস্ সালাতো ওয়াস সালামের সাহাবী ছিলেন এবং তাঁর দ্বারা খোদাতা'লার ফযলে তুলমিয়ালে ব্যাপকভাবে আহমদীয়ত বিস্তার লাভ করেছে। তিনি বর্ণনা করছেন যে, সেখানকার মুহাম্মদ আলী নামে এক ব্যক্তি যিনি জামা'তের এক ঘোর বিরোধী মৌলভী লাল শাহের মুরীদ ছিল, সে এক দিন অনেক কলহ-বিবাদ করল এবং অত্যধিক রুষ্ট ভাষায় কথা বল্লো। সে রাত্রে স্বপ্নে দেখল এবং বল্লো যে, হযরত মির্যা সাহেব আমার ঘরে আসলেন এবং আমার বাহু ধরে আমাকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি উঠে তাঁর সঙ্গে চল্লাম। যখন গোরস্থানের নিকট পৌঁছলাম, তখন তিনি হাতে ইশারা করে বললেন, 'তোমার ঘর তো এইখানে তুমি কেন ঝগড়া কর।' তার পরে তিনি চলে গেলেন। ভোরে উঠে তিনি তার স্ত্রীকে যা কিছু দেখে ছিলেন বলে দিলেন, যিনি গোটা গ্রামে এই কথা প্রচার করলেন। খোদার কুদরত পরের দিন শুক্রবার ছিল, হঠাৎ করে সে মারা গেল এবং ঐ দিনই সে কবরস্থানে পৌঁছে গেল, যার সম্বন্ধে রাত্রে তাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল।

টাঙ্গানিকার আবদুল করীম ডার সাহেব, যিনি সম্ভবতঃ এখানে আমাদের নযীর ডার সাহেবের মুরব্বীদের অন্তর্গত হবেন, এই জন্যই আমি এই ঘটনার চয়ন করেছি। তাঁকেও আল্লাহ্তা'লা স্বপ্ন যোগে আহমদীয়তের সত্যতা সম্বন্ধে অবহিত করলেন। তিনি রেওয়ায়াত করছেন, রাত সাড়ে নয়টার সময় ছিল, যখন আমি ঠিক জাগ্রত অবস্থায় দেখছি যে, প্রথমে সাধারণভাবে বাতাস চললো তারপর কিছু বৃষ্টি হল, এর পরক্ষণেই আমি দেখছি যে, দীর্ঘকায় মাথায় সবুজ পাগড়ী হাতে ছড়ি নিয়ে একজন বুযুর্গ এসেছেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, দুনিয়াতে বর্তমানে কোন ধর্মটি সত্য? তিনি বললেন, بسم الله الرحمن الرحيم ০ আমি পুনরায় ঐ প্রশ্নই করলাম। ইহাতে তিনি পুনরায় بسم الله الرحمن الرحيم ০ পড়লেন। তৃতীয় বার আমি ধারণা করলাম যে, এই বুযুর্গ আমাকে بسم الله পড়াতে চান। তখন আমি তাড়াতাড়ি بسم الله الرحمن الرحيم পড়লাম এবং তাঁকে বললাম আমি বড্ড চিন্তিত; আপনি বলুন আমাকে, বর্তমানে দুনিয়াতে কোন ধর্মটি সত্য? তখন তিনি ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, বর্তমানে দুনিয়াতে আহমদীয়ত সত্য। এই দৃশ্য আমি সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি এবং আমি খোদার শপথ করে বলছি যে, এই ঘটনা ঠিক এইরূপই যেরূপ আমি উপরে লিখেছি। এর নীচে শেখ মুবারক আহমদ সাহেব যিনি বর্তমানে আমেরিকায় মুবাল্লেগ ইনচার্জ তিনি তখন সেখানে (ইষ্ট আফ্রিকায়—অনুবাদক) মুবাল্লেগ এবং আমীর ছিলেন, তাঁর সাক্ষ্য মজুদ রয়েছে, তাঁর

দস্তখত রয়েছে এবং ক্বারী মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব মরহুমের সাক্ষ্য রয়েছে তিনি আমাদের নদীম সাহেবের সম্ভবতঃ বড় ভাই ছিলেন।

আফ্রিকান জাতির মধ্যেও কতিপয় ঘটনা এইরূপ পাওয়া যায় যে, অনেক স্থানে রোইয়া ও কাশ্‌ফের মাধ্যমে আহমদীয়তের চারা রোপণ করা হয়েছে।

রাওনুমাহুন (সম্ভবতঃ এইরূপই উচ্চারণ হবে) এর ঈসা আহমদ ফলানী নামে একজন যুবক অধম মুহাম্মদ সিদ্দীক অমৃতসরীর নিকট (এখানে তাঁর সাক্ষ্য রয়েছে) একটি শুভ সংবাদ বিশিষ্ট স্বপ্ন এইরূপে বর্ণনা করেছেন, আমি ১৯৪২ সালে আহমদীয়ত সম্পর্কে গবেষণা ও ইস্তেখারা করছিলাম, যখন আমার গোত্রের লোক আহমদীয়তের কঠোর বিরোধিতা করছিল। আমি এক রাত্রে স্বপ্নে দেখি যে, খুব অন্ধকার রাত্রি কিন্তু আকাশে তারা ঝকমক করছে যাদের মধ্যে সবুজ অক্ষরে ইংরেজী ভাষায় এই বাক্যটি লেখা ছিল:

THE AHMADIYYA MUSLIM IS THE LAST BOAT
TO SAVE THE WORLD FROM NOHAS FLOOD

এইগুলি হুবহু ঐ সব শব্দই যা তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, অথচ হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্‌ সালাতো ওয়াস্‌ সালামের কিতাব কিশ্‌তিয়ে নূহ ও এর বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে তিনি আদৌ অবহিত ছিলেন না। যখন তিনি এই রোইয়া বর্ণনা করেন তখন সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিনা দ্বিধায় আহমদীয়ত গ্রহণ করার ঘোষণা করে দিলেন।

এইরূপে আর এক বন্ধু আটফাফু ডে মূসা ক্রোমো বর্ণনা করেছেন, আমি পূর্ণ যৌবনকালে মবুকাতে (জায়গার নাম) অবস্থান করেছিলাম। এক দিন দুপুরে বিশ্রামের অবস্থায় আমি দেখছি যে, একজন ফিরিশ্‌তার মত গুরুগম্ভীর সুন্দর ব্যক্তি আমার নিকট এসেছেন এবং বলেছেন, 'আমি ইমাম মাহ্‌দী, মুসলমানরা যার অপেক্ষা করছে'। আমি বললাম, 'আপনি কি ঠিক বলছেন'? তিনি বললেন, 'হাঁ'। আমি বললাম, 'আমি আলেমদের নিকট শুনেছি যে, ইমাম মাহ্‌দীর সময়ে মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। অতএব আজ আমি আপনার সৈন্যদলে যোগদান করছি। যদি আমার পিতামাতাও এই পথে প্রতিবন্ধক হন আমি তাদের আদৌ পরওয়া করবো না।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি খাঁটি অন্তরে অঙ্গীকার করছো?' আমি বললাম, 'হাঁ'। এরপর আমার চক্ষু খুলে গেল। এক দীর্ঘ কাল ইহাতে অতীত হয়ে গেল। পরে আমি বালামায় বদলি হয়ে গেলাম। হঠাৎ এক দিন আলহাজ্জ নযীর আহমদ আলী সাহেব ও মৌঃ মুহাম্মদ সিদ্দীক অমৃতসরী সাহেব আমার এখানে আসলেন এবং ইমাম মাহদীর আগমনের শুভ সংবাদ পৌঁছালেন। আমি উপস্থিত ছিলাম না, তখন বো (BO) চলে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী বিস্তারিত জানার জন্যে এক-জনকে তাদের পিছনে পাঠালেন। আমি যেমনই ইমাম মাহদীর আগমনের কথা শুনলাম বালামা যাওয়ার পরিবর্তে দোয়া আরম্ভ করে দিলাম। কিছু দিন পরে দেখলাম যে, এক

ব্যক্তি, যার হাত বেশ লম্বা এবং ব্রাউন রংগের চোগা পরিহিত, আমার হাত নিজের হাতে নিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'আমি ইমাম মাহদী ; তুমি তোমার প্রথম স্বপ্নের কথা স্মরণ কর যখন তুমি খাঁটি অন্তরে অঙ্গীকার করেছিলে ; অতএব সেই অঙ্গীকারকে ভুলো না। এরপর তাঁর হাত লম্বা হতে থাকলো এবং আমি তাঁর নিকট হতে দূরে যেতে থাকলাম ; কিন্তু আমার হাত তাঁর হাত থেকে ছুটে নি। অতঃপর আমার চোখ খুলে গেল। পরে আমি আহমদী হয়েছিলাম।

হাত লম্বা হওয়ার অর্থ আহমদীয়ত দূরদূরান্তে বিস্তৃত হতে থাকবে

এবং হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামের হাত দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যাবে। এইরূপে মোবাল্লেগদের সঙ্গে সংঘটিত চিত্তাকর্ষক ঘটনাসমূহ হতে ইন্দোনেশিয়ায় সংঘটিত একটি ঘটনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। মৌঃ মুহাম্মদ সাদেক মরহুম লিখেছেন : পাডাং শহরে (ঐ সময়ে তিনি সেখানে নিয়োজিত ছিলেন) এক কালে হযরত মাওলানা রহমত আলী সাহেব নামে একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। তিনি মুসাম্মা দাউদ সাহেবের বাড়ীর এক অংশে বসবাস করতেন যা মহল্লা "ইয়াসের মসীকান" অবস্থিত ছিল। ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ ঘর কাঠ নির্মিত ও পাশাপাশি ছিল। ঘটনাক্রমে একদিন ঐ মহল্লায় আগুন ধরে গেল যা আশেপাশের সকল বাড়ী জ্বালিয়ে ছাই করে দাউ-দাউ করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। হতে হতে মাওলানা সাহেবের ঘরে নিকটে পৌঁছে গেল এমন কি অগ্নি শিখা ঘরের বারান্দাকে স্পর্শ করতে লাগলো। তখন সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে মহল্লার আহমদী ও গয়ের আহমদী সকলেই হযরত মাওলানা রহমত আলী সাহেবকে পুনঃ পুনঃ আবেদন করতে লাগলেন যেন তিনি অতি সত্বর মাল সামান নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে আসেন ; কিন্তু তিনি কারো কোন কথা শুনেননি। তিনি দোয়া করতে থাকেন এবং নিশ্চিত মনে তাদিগকে এই সান্ত্বনা দিতে থাকেন যে, ইনশাআল্লাহ্ এই আগুন আমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারে না ; এই ঘর সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস্ সালামের একজন মুরীদের ঘর, যার এক অংশে এখন হুযূরের এক দাস এবং এক নগণ্য মুজাহেদের আবাসস্থল এবং হযরত আকদাসকে আল্লাহ্তা'লা ইলহাম যোগে ইরশাদ করে ছিলেন, "আগুন আমাদের দাস বরং দাসগণের দাস" অতএব এই আগুন এই ঘরকে ভস্মীভূত করতে ব্যর্থ হবে এবং যতটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছে ততটুকু পর্যন্ত থাকবে ; কারণ, আগুনকে খোদার হুকুমে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতো ওয়াস্ সালামের সত্যিকার মুরীদের জন্য দাস বানানো হয়েছে।

এস্থলে 'সত্যিকার দাসগণ' শব্দের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত

যে, তাকে ঈমানদারও হতে হবে, বিশ্বস্তও হতে হবে। আর পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রেও এমন পর্যায়ের হতে হবে যে, সে সত্যিকার মুরীদদের মধ্যে গণ্য হতে পারে যেমন হযরত

মাওলানা রহমত আলী সাহেব ছিলেন। এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন মাওলানা মুহাম্মদ সাদেক সাহেব যে, মাওলানা সাহেব কথাও শেষ করেন নি, হঠাৎ করে মেঘ আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল যা আগুনকে নিমিষে নিভিয়ে ঠাণ্ডা করে দিল। আগুনকে খোদাতা'লার পক্ষ হতে অনুমতি দেয়া হল না যে, উহা অন্যান্য ঘরের মত এই ঘরকেও নিজ করাল বেষ্টনে এনে ভস্মিভূত করুক।

ইহার বিপরীতেও একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা মাওলানা মুহাম্মদ সাদেক সাহেব লিখেছেন যে, ইণ্ডোনেশিয়ায় আহমদীয়া দারুত তবলীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাথমিক যুগে একবার পাডাং শহরে মাওলানা আহমদ আলী সাহেব মরহুম রঈসুত্ তবলীগ ইণ্ডোনেশিয়া, একজন আহমদী দরজী জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের দোকানে বসে ছিলেন এমন সময় ঘটনাক্রমে হল্যাণ্ডের একজন বিশপ পাদ্রী কয়েকজন সংগীসহ তবলীগ করতে ওখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম ও খৃষ্টীয় ধর্ম নিয়ে ভাব বিনিময় আরম্ভ করলেন যা শুনার জন্য কিছু ক্ষণের মধ্যেই অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। ঐ অঞ্চলে বৃষ্টি আরম্ভ হলে অবিরত ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে। পাদ্রী সাহেবের হাতে ভাল সুযোগ এসে গেল। কারণ, দলীল প্রমাণের ক্ষেত্রে তিনি নিরূপায় হয়ে গিয়েছিলেন। তারা চিন্তা করলেন যে, ইহাদিগকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য এমন নিদর্শন চাওয়া যাক যা মানুষের সাধ্যাতীত। তখন তিনি বললেন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন এবং আপনার মসীহ সত্যবাদী হয়ে থাকে তা হলে এই নিদর্শন দেখান যে, এই মুষলধার বৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে থামিয়ে দেখান। তাঁর এই দাবীর সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মৌলবী সাহেব নিজ যিন্দা খোদার উপর ভরসা করে গুরুগম্ভীর আওয়াজে বৃষ্টিকে সম্বোধন করলেন যে, হে বৃষ্টি! তুই এই মুহূর্তে খোদার হুকুমে থেমে যা এবং ইসলামের যিন্দা ও সত্য খোদার প্রমাণ কায়েম কর। ইসলামের যিন্দা খোদার উপর আমরা কুরবান হই! এই কথার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বৃষ্টি থেমে গেল। ইহাতে পাদ্রী সাহেব ও তাঁর সকল সঙ্গী বিস্মিত হয়ে গেলেন।

আহমদীয়তের মধ্যে নব জীবন দানকারী এইরূপ জ্যোতিঃ বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। যারা নবজীবন লাভ করার মত উপযুক্ত নয় তাদের উপর আহমদীয়তের সত্যতার নিদর্শনরূপে আল্লাহ্‌র রোষাগ্নিও বর্ষিত হয়েছে। মুন্সী আবদুল্লাহ্ সাহেব রেওয়ায়াত করছেন যে, হুযূর আকদাস ঐ সকল লোকের নাম লিখে দেয়ার জন্য ইরশাদ করলেন যারা শিয়ালকোটের আহমদীদিগকে কষ্ট দিয়েছিল। নাম লিখে দেয়ার কিছু দিন পরেই শিয়ালকোটে মারাত্মক প্লেগ ছড়িয়ে পড়লো এবং খোদাতা'লার রোষাগ্নি সেই সকল লোককে বেছে বেছে ভস্মিভূত করে দিল যারা আহমদীদের উপর যুলুম করেছিল। তাদের মধ্য হতে একজনও রক্ষা পায় নি। এই ঘটনাটি কেবল ঐতিহাসিক ঘটনাই নহে বরং যিন্দা খোদার যিন্দা নিদর্শনও বটে। (ক্রমশঃ)

ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি খোদার ফযলে ভাল আছেন। আমরা এখন মাহে রমযানের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছি। এ পবিত্র ও বরকতের মাস আমাদের সবার জন্যে হোক আশিষপূর্ণ ও কল্যাণমণ্ডিত—বেশী বেশী নফল ইবাদত বন্দেগী ও আর্থিক কুরবানীতে হোক ভরপুর। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও যারা রমযানের মধ্যে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা ওয়াদানুযায়ী পরিশোধ করবেন তাদের নাম হুযূর (আইঃ)-এর বিশেষ দোয়ার জন্যে তাঁর খেদমতে পেশ করা হবে।

এবারকার রমযান আমাদের জন্যে খুবই তাৎপর্যবহ ও গুরত্বপূর্ণ। হুযূর গত ১০ই জানুয়ারী শুক্রবারের জুমুয়ার খুতবায় পাকিস্তানের কট্টর মৌলবীদের পুনরায় মোবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এবং বিশ্বব্যাপী আহমদীদের দোয়ায় শামেল হতে বলেছেন যেন এবারকার রমযান একটি মীমাংসাকারী রমযান হয়। নির্দশন দেখার জন্যেও হুযূর (আইঃ) আমাদের প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব আমরা যেন ইসলাম ও আহমদীয়তের বিজয়ের জন্যে দোয়া করি, বিশেষ করে বিরুদ্ধবাদী দুষ্ট মৌলবীদের বিনাশের জন্যে দোয়া করি—আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাসহীকা। ওয়া লানাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।

এবারকার ফিতরানা ধরা হয়েছে-পূর্ণহারে ৩২/-(বত্রিশ) টাকা এবং অর্ধেক হারে ১৬/-(ষোল) টাকা। ফিদিয়া ধার্য করা হয়েছে শহরের জন্যে কমপক্ষে ৬০০/-(ছয়) শত টাকা এবং গ্রামের জন্যে কমপক্ষে ৪৫০/-(চার শত পঞ্চাশ) টাকা। এর পরেও সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী আর্থিক দান করার সুযোগ গ্রহণ করবেন।

পবিত্র রমযানের শেষে আসবে ঈদের আনন্দ। এ আনন্দ যেন সকল আহমদীর অন্তরে সত্যিকার ও নির্মল আনন্দ নিয়ে আসে সে দোয়া করছি। সকলকে আমাদের তরফ থেকে প্রীতিপূর্ণ 'ঈদ মোবারক'।

আল্লাহ্তা'লা সকলের হাফেয ও নাসের হোন।

ওয়াস্সালাম।

খাকসার-

স্বাক্ষরিত/আহমদ তৌফিক চৌধুরী

ন্যাশনাল আমীর

ফেকাহ আহমদীয়া সম্বন্ধে জনৈক ব্যক্তির ভ্রান্তি নিরসন করেছেন নাযের দারুল ইফতা

সায়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' আইয়াদাহুল্লাহো তা'লা বেনাসরেহিল আযীযের সমীপে প্রাপ্ত মুকাররম আমীর সাহেব বাংলাদেশের এক পত্রের মাধ্যমে অবহিত হলাম যে, কন্যার অভিভাবকত্ব সম্পর্কে "ফিকাহ্ আহ্মদীয়া" হতে সংশ্লিষ্ট অংশ আপনাকে প্রদান করে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছিল যে, শাবালিকা মেয়ের বিবাহ ওলী (অভিভাবক)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে বৈধ নহে; তখন আপনি ফিকাহ আহমদীয়ার পরিপন্থী হান্‌ফী ফিকাহ হতে হিদায়ার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

প্রকাশ থাকে যে, "ফিকাহ আহমদীয়া" হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামের খলীফাগণের নির্দেশের আলোতে এবং হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' আইয়াদাহোল্লাহু তা'লার অনুমোদনক্রমে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে; এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রত্যেকটি সদস্য ফিকাহ সম্পর্কিত সকল বিষয়ে ইহার অনুকরণ ও অনুসরণ করতে আদিষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আপনি ইহা পালন করেন নি যা খেলাফতের আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার বহির্ভূত।

হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

"যদি তোমরা পৃথিবীর বুকে খলীফা প্রাপ্ত হও তাহলে তাকে জড়িয়ে ধরবে যদিও এপথে তোমাদের প্রাণ বা সম্পদ যাক না কেন"।

তদুপরি ইরশাদ করেছেন:

"যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আমার আমীরকে অমান্য করে সে আমাকে অমান্য করে।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের এই সব নির্দেশাবলীর আলোতে জামাতে আহমদীয়ার খলীফাগণের ফয়সালাসমূহের বিপরীত হিদায়া ইত্যাদি বা মুল্লার গ্রন্থ "মোহামাডান ল" ইত্যাদিকে নিজের জন্য পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করা অত্যধিক দুঃখজনক বিষয় এবং চরম বদতমীজী।

আপনি লিখেছেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম কামেল নবী নন তাই তিনি শরীয়ত সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করতে পারেন না; কিন্তু হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হেস ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উম্মতে সৃষ্ট বর্তমান মতভেদগুলির মীমাংসা ও ফয়সালা করার ইখতেয়ার অবশ্য তিনি প্রদত্ত হয়েছেন; মুল্লাকে এই ইখ্‌তেয়ার

দেয়া হয় নি যিনি হেদায়া রচনা করেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামকে এই হিসাবেই لا علم له বলে হাদীসসমূহে আখ্যা দান করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর (আঃ) বর্ণিত আইন এবং শরীয়তের ব্যাখ্যা অপরাপর ফকীহগণের তুলনায় অবশ্যই অগ্রগণ্য হবে।

এই কথাটির উপর একটু চিন্তা করুন যে, আপনি একজন পারশীক মুল্লার কিতাব 'মোহামাডান ল' বা হিদায়ার রচনাকারীকে তো ইখ্‌তেয়ার দিচ্ছেন যে, তিনি শরীয়ত সম্পর্কিত বিষয়াদির ব্যাখ্যা দিতে পারেন কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম এবং তাঁর খলীফাগণকে এই ইখতেয়ার দেয়ার জন্য আপনি প্রস্তুত নন।

আপনি ৭/৬/৯৬ইং তারিখে আমীর সাহেব বাংলাদেশকে যে পত্র লিখেছেন সেটা আমাদের সামনে রয়েছে। ঐ পত্রে আপনি বলছেন যে, আমি ইমাম আযম এর সঙ্গে একমত যিনি এই মত অবলম্বন করেন যে, কনের জন্য বিয়ের উদ্দেশ্যে অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে; কারণ হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালামও ইমাম আযমের প্রশংসা করেছেন।

এই ব্যাপারে নিবেদন এই যে, হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম কখনো ইহা বলেন নি যে, হাদীস, সুন্নত বা কুরআন শরীফের পরিবর্তে অথবা মসীহে মাওউদ এবং তাঁর খলীফাগণের ব্যাখ্যা ও ফয়সালার পরিবর্তে ইমাম আযমের ফতোয়াকে গ্রহণ কর।

হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম তো শুধু এই কথা বলেছেন যে, ইমাম আযম "স্বীয় ইজ্‌তেহাদী (শরীয়ত বিষয়ক পথ উদ্ভাবন) শক্তি এবং জ্ঞান উপলব্ধিকরণ এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও তীক্ষ্ণদর্শিতার ক্ষেত্রে অন্য তিনজন ইমামদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম।

(ইযালা আওহাম, ৫৩০ পৃঃ)

হুযূর আলায়হেস সালাম ইমাম আযমকে অন্য তিনজন ফির্কার ইমাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িত করেছেন, হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর খলীফাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেন নি।

আপনি আপনার পত্রে হাদীসসমূহকে একদিক দিয়ে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছেন; অথচ হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম ইরশাদ করেছেন:

"আমার জামা'তের উপর ফরয যে, যদি কোন হাদীস কুরআন এবং সুন্নত পরিপন্থী এবং বিরোধী না হয় তাহলে উহা যতই নিম্ন ও দুর্বল পর্যায়ের হোক না কেন তারা যেন উহার উপর আমল করে এবং অন্য মানুষের বানানো ফির্কার উপর উহাকে প্রাধান্য দান করে।

(রিভিউ বর মুবাহাসা বাটালভী ও চাকড়ালভী, পৃঃ ৬)

আরো ইরশাদ করেছেন:

"যদি হাদীসে কোন মাস্‌আলা না পাওয়া যায় এবং সুন্নত ও কুরআনেও না পাওয়া যায় সেই অবস্থায় হানফী ফির্কাহর উপর আমল করবেন; কারণ এই সম্প্রদায়ের প্রাচুর্য ও আধিক্য খোদার ইচ্ছার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আর যদি কতক বর্তমান পরিবর্তনের কারণে হানাফী ফিকাহ কোন সঠিক ফতওয়া দিতে অক্ষম হয় তাহলে এই জামা'তের আলেমগণ খোদা প্রদত্ত ইজতেহাদের ভিত্তিতে কার্য সাধন করবেন; কিন্তু অত্যধিক সতর্ক থাকবেন যেন মৌলবী আবদুল্লাহ চাকড়ালভীর মত হাদীসসমূহকে অস্বীকার করে না বসেন। হ্যাঁ, যেখানে কোন হাদীস কুরআন ও সুন্নত পরিপন্থী পান সেই ক্ষেত্রে হাদীসটিকে পরিত্যাগ করেন।" (রিভিউ বর মুবাহাসা বাটালভী ও চাকড়ালভী, ৬ পৃঃ)

সূরা নিসার চতুর্থ আয়াতে পুরুষদিগকে সম্বোধনপূর্বক আল্লাহ্‌তা'লা ইরশাদ করেছেন যে সব মহিলাকে তোমরা পসন্দ কর তাদের মধ্য হতে দুই জন করে, তিনজন করে বা চার জন করে বিয়ে কর। পুরুষদিগকে সম্বোধন করতে গিয়ে মধ্যে অন্য কাকেও মাধ্যম বাননি। কিন্তু এইরূপ বলেন নি যে, মহিলারাও নিজেদের পসন্দ অনুযায়ী অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই যে পুরুষকে চাইবে নিজেরাই বিয়ে করে নিবে।

এইরূপে সূরা বাকারার ২২২ আয়াতে মুসলমানদিগকে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌তা'লা ইরশাদ করেছেন:

"তোমরা মুশরিক মহিলাদিগকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে বিয়ে করো না এবং মুশরেক পুরুষদের সহিত যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে মুসলমান মহিলাকে বিয়ে দিও না।"

এই আয়াতেও মুসলমান পুরুষদিগকে অবশ্য মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু মুসলমান মহিলাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়নি বরং মহিলাদের সম্বন্ধেও মুসলমান পুরুষদিগকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, হে মুসলমান পুরুষগণ! তোমরা মুসলমান মহিলাদিগকে মুশরিক পুরুষদের সহিত বিয়ে দিও না।

এই দু'টি আয়াতেও স্পষ্ট ব্যক্ত করছে যে, মুসলমান মহিলাদের বিবাহ করার জন্য তাদের অভিভাবকদের নিকট হতে অনুমতি নেয়া জরুরী।"

এই বিষয়টিই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে لا نكاح الا بولى অর্থাৎ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ হয় না। অতএব কুরআন করীম এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শিক্ষার পরিপন্থী কোন ফকীহর ফয়সালা গ্রহণ করা পরম বড়ই এবং সীমালঙ্ঘন।

হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালামের দাবীর পর হতে আজ অবধি জামাতে আহমদীয়া এই নিয়মের উপরই আমল করে আসছে।

আপনি আরো একটি কথা লিখেছেন যে, হাদীসে অভিভাবকের মতামতের উপর জোর দেয়া হয়েছে, পিতার মতামতের উপর নয়।

এই ব্যাপারে আরয এই যে, প্রশ্ন হয় অভিভাবক কে হবে? অবশ্য নিকটতম আত্মীয় পুরুষই হবে। যদি পিতা জীবদ্দশায় সজ্ঞান অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে ছেড়ে অন্য কাকেও অভিভাবক নির্ধারণ করা বুদ্ধি বিবেক বহির্ভূত। সুষ্ঠু মস্তিষ্কের পিতার বর্তমানে অন্য কোন ব্যক্তি না অভিভাবক হতে পারে, না মেয়ের পিতা অপেক্ষা অধিক হিতাকাঙ্খী হতে পারে। যদি ব্যতিক্রম বিশেষে এই আশঙ্কা সৃষ্টি হয় যে, পিতা অথবা পিতার মৃত্যু বরণ করা অবস্থায় মেয়ের প্রকৃত অভিভাবক মেয়ের হিত সাধনের পরিবর্তে শত্রুতার পথ অবলম্বন করে অথবা অভিভাবক মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হওয়ার কারণে বিবেক বুদ্ধিশূন্য হয়ে থাকে সে অবস্থায় মেয়ের অধিকার থাকে জামা'তের কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হওয়ার। যদি জামাতের কর্তৃপক্ষ তার অভিযোগকে সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত মনে করে তাহলে কর্তৃপক্ষ যাকে ভাল মনে করে তাকে অভিভাবক নির্ধারণ করতে পারে।

আপনার এইরূপ লেখাও সমীচীন নয় যে, মেয়ের পিতা যেহেতু বেনামাযী তাই তার অভিভাবকত্বের অধিকার শেষ হয়ে গেছে; কারণ অভিভাবকত্বের অধিকার কেবল সেই ক্ষেত্রে শেষ হতে পারে যখন পিতা বুদ্ধির অভাবে অথবা অন্য কোন কারণে মেয়ের জন্য শত্রুতার পথ অবলম্বন করে এবং মেয়ের মঙ্গলের প্রতি খেয়াল না রাখে।

সুতরাং জামাতে আহমদীয়া কুরআন করীম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীসসমূহের আলোতে বিবাহের উদ্দেশ্যে কুমারী মেয়ের জন্য পিতার জীবদ্দশায় পিতার সম্মতিকে জরুরী বলে নির্ধারণ করে। والله اعلم بالصواب

দোয়া করছি, আল্লাহ্‌তা'লা আপনার বক্ষদেশ খুলে দিন এবং আপন ফযল দ্বারা জামা'তের নিয়মাবলী পালন করার তৌফীক দান করুন। ওয়াস্‌সালাম

খাকসার

মুবাশ্‌শের আহমদ কাহ্‌লোঁ

অস্থায়ী নাযেম, দারুল ইফতা

অনুবাদ: মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

কালামুল ইমাম

"আমি তোমার ওপরে আশীষের পর আশীষ বর্ষণ করবো এমন কি রাজা-বাদশাহ্‌গণ তোমার কাপড় থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।" সুতরাং তোমরা যারা শ্রবণ করছো এ কথাগুলো মনে রেখ এবং এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তোমরা সিন্দুকে আবদ্ধ করে রেখো, কেননা, ইহা আল্লাহ্‌তা'লার বাণী যা একদিন পূর্ণ হবেই।"

"ইসলাম ব্যতিরেকে সর্বপ্রকার বিশ্বাস বিনাশ প্রাপ্ত হবে। সকল অস্ত্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে কেবল ইসলামের ঐশী অস্ত্র ব্যতিরেকে যা ভাঙ্গবেও না এবং ভোঁতাও হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা অন্ধকারের শক্তিকে ভস্মীভূত করে। সময় ঘনিয়ে এসেছে যখন প্রকৃত তৌহীদ (একত্ববাদ) সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এমন কি মরুভূমির অজ্ঞ অধিবাসীরাও তাদের হৃদয়ে তা অনুভব করবে।"

[হযরত ইমাম মাহদী (আঃ), তবলীগে রিসালত: ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ-৮]

চলতি দুনিয়ার হালচাল

শিক্ষাঙ্গণে অবক্ষয়ের কিছু চিত্র

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

৯ সেপ্টেম্বর হতে ২১ অক্টোবর (৯৬) দৈনিক পত্রিকাদিতে দেশের শিক্ষাঙ্গণ সম্পর্কে যে সব খবর ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে এর কয়েকটি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। কিছু পুরো খবর কিছু হেড লাইন কিছু উদ্ধৃতি সহ আমাদের মন্তব্য রাখা হচ্ছে। দৈনিক জনকণ্ঠে [৯-৯-৯৬] প্রকাশিত খবরটি হলো :

ফেল করে ভাংচুর ।। কুমিল্লা পলিটেকনিক বন্ধ ঘোষণা

কুমিল্লা, ৮ সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- রবিবার থেকে কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার সকাল ১০টায় সাপ্লিমেন্ট পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়। এতে ২৩৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৪ জন অকৃতকার্য হয়। এর প্রতিবাদে ফেল করা ছাত্ররা আসবাবপত্র ভাংচুর, বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ফলে কর্তৃপক্ষ কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। আজ বিকালের মধ্যেই ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ সম্পর্কে 'সংবাদ' পত্রিকার দ্বিতীয় সম্পাদকীয়ের শেষ প্যারায় বলা হয় : 'অকৃতকার্য ঐ ছাত্রদের 'দাবী দাওয়া' মেনে নেয়া দূরে থাক, তাদের জন্য কঠোর সাজার ব্যবস্থা করা উচিত। যে আশায় তারা উচ্ছৃংখলতা প্রদর্শন করছে, সে আশা পূরণ হলে কিংবা তারা এসব করে পার পেয়ে গেলে শিক্ষাদানের আদর্শকেই জলাঞ্জলি দেয়া হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-নামধারী সন্ত্রাসীরা প্রশ্রয় পেলে, ছাত্রছাত্রীরা উপযুক্ত শিক্ষা না পেলে তারা ভবিষ্যতে কর্ম ক্ষেত্রে যেখানেই যাবে সেখানে গায়ের জোর খাটিয়ে সার্থোদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হবে।.....

১০-১০-৯৬ তারিখের সংবাদ পত্রিকায় উপরে জাল সার্টিফিকেটের নমুনা দিয়ে নীচে ৪ কলাম ব্যাপি হেড লাইন ছিলো :

জাল সার্টিফিকেট তৈরীর কারখানার অনুসন্ধান মিলেছে ।। ৫ লক্ষাধিক সার্টিফিকেট উদ্ধার

তৎপর (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক) প্রদত্ত লম্বা প্রতিবেদনের প্রথম প্যারাটি হলো : 'গতকাল ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের গোয়েন্দা শাখার একটি বিশেষ দল একনাগাড়ে

দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের ৫ লক্ষাধিক জাল সার্টিফিকেট উদ্ধার করেছে এবং জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।'

এ সম্পর্কে ১২-১০-৯৬ তারিখের দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদকীয়ের এক স্থানে বলে: এতদিন শুনেছি খাদ্য পণ্যে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, তেলে-চিনিতে ভেজাল। এবার শুনতে হলো শিক্ষা জগতের সার্টিফিকেটেও ভেজাল, গ্রাজুয়েট ও মাষ্টারদের মধ্যে ভেজাল। এসব করে আমরা কোথায় যাচ্ছি তা কি কেউ কখনও চিন্তা-ভাবনা করে দেখছি? এ খবর পড়ে প্রথমে মনে হচ্ছিল কোন ঝামেলাই নেই সার্টিফিকেট কিনে নিয়ে বি, এ, এম, এ হওয়া যায়। কি মজা! কি মজা!! সরকার এর স্বীকৃতি দিলে শিক্ষাঙ্গণই দরকার হবে না। বিদ্বানেও দেশ ভরে যাবে। তাছাড়া ঐ অঙ্গণের সন্ত্রাসীরাও আপছেই লোপ পেয়ে যাবে। কিন্তু যখন এভাবে চলতে দিলে কিছু কাল পরে সার্টিফিকেট ছাপাবার, বুঝবার, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার যোগ্য লোকও থাকবে না তখন তো আবার উল্টা যাত্রা শুরু করতে হবে। তাছাড়া এ যুগে কোন দেশ একক ভাবে চলতে পারে না। জাতিসংঘ সহ বহু ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করতে হয়। তখন জাল সার্টিফিকেটের বিদ্যা দ্বারা পার পাওয়া যাবে না। যখন পি, এইচ, ডি ডিগ্রীধারী হয়ে এর অর্থ বলতে পারবে না তখন 'কি মজা' পাল্টে গিয়ে কি সাজাতে দাঁড়াবে।

পরবর্তী খবরটি হতবাক করে ফেলার মত। এর অংশবিশে নিম্নে দেয়া হলো:

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি
তিন দিনের পুলিশ রিম্যাণ্ডে ভুয়া ভাইস চ্যান্সেলর

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

'ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয় খুলে নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের পোনে দুই কোটি টাকা আত্মসাতের দায়ে উত্তরা থানা প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি অব টেকনলজির স্বঘোষিত ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এম এল হককে আটক করেছে। আত্মসাৎ ও প্রতারণা সংক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে দায়ের-কৃত একটি মামলার কারণে উক্ত ডঃ এম এল হক পলাতক ছিলেন। গত রবিবার তিনি সিএমএম আদালতে আগাম জামিন নিতে গেলে আদালত তা নামঞ্জুর করে। উত্তরা থানার পক্ষে আগাম রিম্যাণ্ডের আবেদন থাকায় আদালত আসামীকে তিন দিনের রিম্যাণ্ড দিয়ে উত্তরা থানার কাছে সোপর্দ করে।' (দৈনিক জনকণ্ঠ ১৫-১০-৯৬)

উপরোক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে ২১-১০-৯৬ সংবাদ-এ চার কলাম ব্যাপী হেড লাইন ছিল এবং দুই কলাম ব্যাপী ১২টি প্যারা।

প্রতারণার কত চিত্র : রাজধানী

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'চিটার কামাইল্যা' ঢাকায় এসে বনে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উপাচার্য'

... ...

২০-১০-৯৬ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত খবর হুবহু দেয়া হলো :

অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রপতির উদ্বেগ

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রয়োজনীয় আইনগত বাধ্যবাধকতা ছাড়া এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান রক্ষা না করে বিপুল সংখ্যক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। খবর ইউএনবি'র।

রাষ্ট্রপতি এ প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর "ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়" এবং এর তথা-কথিত উপাচার্য গ্রেফতারের কথা উল্লেখ করেন। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা বোর্ডের ১১ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল শনিবার রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাতকালে তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বিনষ্ট করছে।

রাষ্ট্রপতি অতি নরম ভাষায় বলেছেন, এ ধরনের কার্যকলাপে সুনাম নষ্ট হবে। এখানেই দাড়ি টানা যাবে না। দেশ মূর্খরূপ বিদ্বান ও প্রতারকে ভরে যাবে। জাতি তখন অবক্ষয়ে ডুবে মরবে। তাই সর্বশক্তি দিয়ে এসব রুখতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন কানুন করতে হবে। এরূপ প্রতারকের যারা সন্ধান দিবেন তাদের পুরস্কৃত করতে হবে।

১৮-১০-৯৬ তারিখে পত্রিকাদিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর এবং দুদিন পর রাজশাহী বোর্ডের এইচ এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পাশের হার যথাক্রমে ২৪.৩২, ৩৪.৪৯, ৩৫.৭৬, ১৯.৩৫ এবং ২৩.৪৭ পার্সেন্ট। এত কম পাশ আর কখনও হয়নি। অন্য কথায় বলা যায় এত বেশী সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীরা আর কখনও ফেল করেনি। এর ভাল মন্দ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা চলছে। লেখকের দৃষ্টিতে এর কল্যাণকর দিক হলো নকল, বাহারের নোট বই, কোচিং সেন্টার্স, প্রাইভেট টিউশানি, মুখস্ত বিদ্যা এসবের স্বরূপ ও ব্যর্থতা প্রকাশ। এগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞান নয় অর্থার্জন প্রাধান্য পেয়ে বসেছে। তাছাড়া বছরের পর বছর একই ধাঁচের প্রশ্ন শিক্ষাকে সংকুচিত করে ফেলেছে। বস্তুতঃ এসবের কাছে জাতি যেন বন্দী হয়ে পড়েছিলো। এবারের ফল বন্দী মুক্তির পথ

করে দিয়েছে। এ পথকে সংরক্ষণ, প্রশস্ত ও সুদৃঢ় করতে সবাইকে সাধ্যমত সহযোগিতা দিতে হবে। দলে দলে পাশ করে শিক্ষাকে নিরর্থক করে তোলার চেয়ে জ্ঞানগুণের স্বল্প সংখ্যাও ভাল। তবে সবাই জ্ঞানের বলে পাশ করুক সেটাই আমরা চাই। ছাত্রছাত্রীদের মাঝে যারা পাঠ্য পুস্তক পড়া ও আত্মস্থ করাকে প্রাধান্য দেয় তারা সব বৎসরের মত এবারও সুফল লাভ করেছে। এবং ভবিষ্যতে তা হবে আমাদের বিশ্বাস। আশা করি যারা শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত এবং অঙ্গণকে নানাভাবে কলুষিত করছে তাদের ফাঁদ হতে শিক্ষার্থী দূরে থাকবে। তারা নিজের মেধাকে চিনবে, কদর করবে ও কাজে লাগাবে। তখনই অর্থলোভীরা স্তিমিত হয়ে পড়বে। তখন দেখা যাবে এবারের এইচ এসসি পরীক্ষার ফল ছিলো কল্যাণের দিকে ফেরার টার্নিং পয়েন্ট।

ইসলাম তথা কুরআন হাদীস শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনকে যে দৃষ্টিতে দেখেছে তা গ্রহণ করলে দেশ শিক্ষাঙ্গণকে বর্তমান সংঘাত হতে উদ্ধার করতে পারবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কুরআন ও হাদীসে শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং বহুস্থানে বহুবার এর উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য এখানে কুরআন হতে মাত্র একটি ও হাদীস হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া হলো (বাংলা তর্জমা):

'তুমি পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে এক আঠাঁল জমাট রক্ত-পিণ্ড হইতে। পাঠ কর এবং তোমার প্রভু নিরতিশয় বদান্য। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন উহা যাহা সে জানিত না। (৯৬ : ২-৬)

হাদীস :

বিদ্যা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নারী এবং পুরুষের জন্য ফরয। (ইবনে মাজা)

বিদ্যা অর্জনের জন্য যদি সুদূর চীনেও যাইতে হয়, তবু যাইতে হইবে। (তিরমিযী)

মুসলমানদের নিকট বিদ্যা অর্জন করা, পুণ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় বাহির হওয়ার সমান। (তিরমিযী এবং দারিমী)

অপরকে লেখা-পড়া শিখানো দানের মতই পুণ্য কাজ।

এসব উদ্ধৃতি সম্বন্ধে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলাম শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনকে পুণ্যের রূপ দিয়েছে। ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে বর্তমানে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। ইহা দেশের জন্য কখনও কল্যাণের হতে পারে না। পুণ্যের রূপ দিয়েই শিক্ষা ব্যবস্থাকে কল্যাণের মহান উৎসে পরিণত করা যাবে, করতে হবে।

আহমদীয়া তবলিগী পকেট বুক

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ

ভাষান্তর : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(২৫তম কিস্তি)

তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী :

আমেরিকার ডঃ জন আলেকজাণ্ডার ডুই নামে এক বিখ্যাত ব্যক্তি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে নবী হওয়ার দাবী করেন। আর নিজে খৃষ্টান জাতিসমূহের সংশোধন ও তাদের প্রকৃত খৃষ্টান বানানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আমেরিকার এক মশহুর ও ধনী ছিলেন। তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে 'যিয়ন' নামে একটি শহরের আবাদ করেন যা নিজস্ব সৌন্দর্য, ব্যাপকতা ও অট্টালিকার দিক থেকে অল্পদিনের মধ্যে আমেরিকার বিখ্যাত শহরগুলোর মধ্যে পরিগণিত হতে লাগলো। এখান থেকে ডঃ ডুই এর পত্রিকা নিউজ অব হিলিং বড়ই শান-শওকত এবং ক্ষিপ্রতার সাথে প্রকাশিত হওয়া শুরু করলো। এ পত্রিকা ডুই-এর সুনাম ও সুখ্যাতি চারদিকে ছড়াতে লাগলো এবং লোকেরা দলে দলে তার শীষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগলো। আর কিছু দিনের মধ্যেই তিনি এমন সুখ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করলেন যে, শিকাগোর প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন জনসন 'ডুই-এর জীবনের অবস্থা' নামক পুস্তকের ভূমিকাতে লেখেন :

"গত বার বছরে এরূপ লোক কমই আছে যারা আমেরিকার পত্রিকাগুলোতে এমন স্থান পেয়েছে যা কিনা আলেকজাণ্ডার ডুই পেয়েছে।"

মোট কথা আমেরিকায় অতীব স্বল্প কালের মধ্যে ডঃ আলেকজাণ্ডার ডুই-এর বড়ই খ্যাতি লাভ হলো। এ লোক ইসলাম ও আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ঘোরতর শত্রু ছিলো। আর সর্বদা এ চেষ্টায় থাকতো যে, যেভাবেই হোক না কেন ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মিটিয়ে দেয়। তাই সে তার পত্রিকায় লিখলো :

"আমি আমেরিকা ও ইউরোপের খৃষ্টান জাতিসমূহকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, ইসলাম পূর্ণ শক্তিতে শক্তিমান। কিন্তু ইসলামকে অবশ্যই ঘায়েল হতে হবে। মেহামেডানিজমকে অবশ্যই ধ্বংস হতে হবে। কিন্তু ইসলামের ধ্বংস না ক্ষয়িষ্ণু ল্যাটিন খৃষ্টবাদ দ্বারা হতে পারে আর না শক্তিহীন রোমান খৃষ্টবাদ দ্বারা আর না ঐসব লোকের ক্লান্ত লুপ্ত খৃষ্টবাদ দ্বারা যারা কেবল মসীহ্ কে নাম মাত্র মেনে থাকে।" (নিউজ অব হিলিং, ২৫শে আগষ্ট, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ)

তার বলার উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, ইসলামের ধ্বংস স্বয়ং তার মাধ্যমে হবে। হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর যখন এ ব্যক্তির দাবী সম্বন্ধে জানা হলো তখন তিনি ১৯০২ সনের ৮ই আগষ্ট তাকে একটি পত্র লিখলেন। এর মধ্যে হযরত মসীহ (আঃ)-এর মৃত্যু ও শ্রীনগর কাশ্মীরে তাঁর কবরের উল্লেখ করে তাকে মোবাহালা (দোয়ার যুদ্ধে)-এর চ্যালেঞ্জ দিলেন এবং লিখলেন।

"মোট কথা ডুই বার বার বলছে যে, শীঘ্রই এসব ধ্বংস হয়ে যাবে। কেবলমাত্র ঐ দল ব্যতিরেকে যারা ঈসা মসীহ্-এর ঈশ্বরত্বকে স্বীকার করে এবং ডুই-এর নবুওয়তকে।

এ অবস্থায় ইউরোপ ও আমেরিকার সকল খৃষ্টানের উচিত তারা যেন শীঘ্র ডুইকে মেনে নিয়ে ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। .... আমরা ডুই-এর নিকট অতি বিনয়ের সাথে এই আবেদন করছি যে, এ ব্যাপারে কোটি কোটি মুসলমানকে মারার প্রয়োজন কি? একটি সহজ পদ্ধতি আছে যদ্বারা এ বিষয়ের মীমাংসা হয়ে যাবে যে, ডুই-এর খোদা সত্য খোদা নয় তো আমাদের খোদা সত্য। আর ইহা এই যে, ডুই সাহেব যেন বারে বারে মুসলমানদেরকে মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী না শুনান বরং তিনি যেন তার মনে কেবল আমাকে রাখেন এবং এ দোয়া করেন যে, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যেবাদী সে যেন আগে মারা যায়।"

(রিভিউ অব রিলিজিয়নস-ডিসেম্বর, ১৯০২ইং)

ডুই হযরত আকদস (আঃ)-এর মোবাহালার চ্যালেঞ্জের কোন জবাব দিলো না কিন্তু আমেরিকার পত্র-পত্রিকা উত্তম মন্তব্যের সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করলো। যেমন, 'আরগোনাট সান ফ্রাসসিস্‌কো' নামক একটি পত্রিকা এর ১লা ডিসেম্বর, ১৯০১ সন-এর সংখ্যায় 'ইসলাম ও খৃষ্টবাদের দোয়ার মোকাবেলা' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখে:

"মির্যা সাহেব ডুইকে যা লিখেছেন তার সংক্ষিপ্ত কথা হলো এই যে, ... আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ খোদার নিকট দোয়া করুক যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যেবাদী খোদা যেন তাকে ধ্বংস করে দেন। নিশ্চয় ইহা একটি সঠিক ও ন্যায়-বিচারসম্মত প্রস্তাব।"

যখন ডুই হুযুর (আঃ)-এর পত্রের কোন সঠিক জবাব ছিল না এবং মোবাহালায় অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করলো না তখন হুযুর (আঃ) ১৯০৩ সনে একটি চিঠির মাধ্যমে মোবাহালার চ্যালেঞ্জের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং লিখলেন:

"আমার বয়স ৭০ এর কাছাকাছি আর ডুই, সে যেভাবে বলে পঞ্চাশ বছরের যুবক। কিন্তু আমার বয়সের কোন পরওয়া করি না। কেননা, মোবাহালার মীমাংসা বয়সের নির্দেশে হবে না। বরং সব বিচারকের উর্ধ্বে যিনি বিচারক সেই খোদা সিদ্ধান্ত করবেন। যদি ডুই প্রতিযোগিতায় পিছনে সরে পড়ে তাহলেও নিশ্চয় মনে করো তার আবাসস্থলে শীঘ্র শীঘ্র বিপর্যয় আপতিত হবে।" (বিজ্ঞাপন, ২৩শে আপষ্ট, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ)

মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ চ্যালেঞ্জের বিবরণ আমেরিকার বহু পত্র-পত্রিকায় বের হয়েছে যার ৩২ টি পত্রিকায় প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার হযরত আকদস (আঃ) তাতিম্মা হাকীকাতুল ওহী পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। শেষ পর্যন্ত জনগণ যখন ডুইকে অনেক বিরক্ত করলো এবং উত্তরের জন্যে বাধ্য করলো তখন সে নিজের পত্রিকার ডিসেম্বরের সংখ্যায় লিখলো।

"হিন্দুস্থানের এক বোকা মুহাম্মদী মসীহ্ আমাকে বারে বারে লিখছে যে, ঈসা মসীহ্-এর কবর কাশ্মীরে আর লোকেরা আমাকে বলে যে, কেন আমি এর জবাব দেই না। কিন্তু তোমরা কি চাও যে, আমি এসব মশা ও মাছির জবাব দেই। যদি আমি এদের ওপরে আমার পা রাখি তাহলে আমি এসব পিষে মেরে ফেলতে পারি।"

হযরত আকদস আলায়হেস সালামের নিকট যখন ডুই এর অপমানজনক বেয়াদবীপূর্ণ এবং ঔদ্ধত্য ও দুষ্টামির কথা পৌঁছলো তখন তিনি আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে এর মীমাংসার সফলতার লক্ষ্যে অধিক মনোযোগ ও অনুনয় বিনয় করে দোয়া করতে আরম্ভ করে দিলেন।

এ পর্যায়ে ডুই ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক সুখ্যাতি ও সুনাম লাভ করতে ছিলো আর স্বাস্থ্যগত ভাবেও সে পূর্ণ লোকসমাগমে অধিকাংশ সময়ে নিজের সুস্বাস্থ্য, যৌবন ও উন্নতির ওপরে গর্ব করতে ছিলো। কিন্তু ইসলামের খোদা তাকে সারা বিশ্বে মশহুর করার পরে তাকে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত করতে চাইলেন যেন দুনিয়া অবহিত হতে পারে যে, খোদাতা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের মোকাবেলায় যে আসে সে যতই মহান ব্যাক্তিত্বের অধিকারী হোক না কেন, তার শেষ পরিণতি কী হয়!

শেষ পর্যন্ত ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক আল্লাহ্‌তা'লার কোপ ও শাস্তি তার ওপরে কঠিন অর্ধাঙ্গ রোগের আকারে নিপতিত হয়। আর তার ওপরে ঠিক সেই সময়ে অর্ধাঙ্গ রোগের আক্রমণ হয় যখন কিনা সে নিজের বিরাট ও খুব সুন্দর শহর যিয়ন সিটিতে হাজার হাজার লোককে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দিচ্ছিলো এবং নিজ শহরের আর্থিক দুর্গতি দূর করার জন্যে মেক্সিকোতে কোন একটি বিরাট সম্পত্তি ক্রয় করার জন্যে নিজের শীষ্যদের সামনে পরিকল্পনা রাখছিলো যেন তাদের নিকট থেকে কর্জ নিয়ে ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়।

তাই বক্তৃতা চলাকালীন সময়েই প্রতিশোধগ্রহণকারী সর্বশক্তিমান ও চিরস্থায়ী খোদা তার বাক বোধ করে দিলেন যদ্বারা সে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কদর্য ভাষা ব্যবহার করতো। পরিশেষে সে সুস্বাস্থ্য লাভের জন্যে অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালালো, বিভিন্ন শহরে গিয়ে চিকিৎসা করতে লাগলো; কিন্তু যে ব্যক্তিকে সে যিয়ন সিটিতে নিজের স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করেছিলো সে-ই শেষে ঘোষণা করে দিলো যে, ডুই যেহেতু অহংকারী, উচ্চাভিলাষী, অপব্যয়ী ও বিলাসপ্রিয় এবং লোকদের অর্থে বিলাস বৈভবে জীবন কাটানোর অপরাধে অপরাধী তাই সে এখন আমাদের চার্চের নেতৃত্ব দিতে একেবারেই অযোগ্য। যিয়ন সিটি এবং এর জৌলুসও ধীরে ধীরে কম হতে লাগলো এবং ডুই-এর ওপরে কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাতের অপবাদ লাগানো হলো এবং সার্বিকভাবে চার্চ থেকে তাকে বহির্গত ও আলাদা করে দেয়া হলো। এ কারণে দিন দিন তার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হতে লাগলো এবং তার এক শীষ্য মিঃ লিণ্ডজের ভাষায় বলা যায় যে, এ দিনগুলোতে সে না কেবল অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত ছিলো বরং মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং আরও কয়েকটি রোগের শিকার হয়ে পড়লো। অসুস্থতার দিনগুলোতে কেবল তার শীষ্যরাই নয় বরং তার পরিবারের লোকেরাও তাকে পরিত্যাগ করলো। কেবল বেতন ভোগী দু'জন হাবশী তার দেখা শুনা করতো এবং একস্থান থেকে উঠিয়ে অন্য স্থানে নিয়ে যেতো। এ সময়ে তার দেহ খুব ভারী হওয়ার কারণে কখনও কখনও তাদের হাত হতে ছুটে গিয়ে সে মাটিতে পড়ে যেতো। এ রকম হাজারো দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে করতে ডুই ১৯০৭ সনের ৯ই মার্চ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক নেহায়েৎ লাঞ্ছিত অবস্থায় এ দুনিয়া থেকে মুক্তি পেল। এর পরে ঐ শহরও ধ্বংস হয়ে গেল। তার স্ত্রী ও সন্তানাদি তার সম্বন্ধে এত বেশী খারপ ধারণা ও অনীহা পোষণ করতো যে, তারা তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করে নি। আর তার মৃত্যুর পরে তার ঘর থেকে মদের বোতল ও নটীদের কাছে লিখিত প্রেম-পত্রসমূহ বের হলো। মোটকথা ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক বড়ই লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয় এবং ইসলামের এক অতি বড় শত্রু মন্দ কাজের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের সত্যতার ওপরে মোহরাঙ্কিত করে দেয়। (চলবে)

পত্র-পত্রিকা থেকে

আহমদিয়া জামাতের প্রধান চরমপন্থী ওলামাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন

নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ইমাম মির্জা তাহের আহমদ চরমপন্থী ওলামাদের প্রতি পুনরায় সুবাহালার (মুবাহালা হবে—সম্পাদক) চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। ১০ জানুয়ারি লণ্ডনে জুমার খুতবায় তিনি এ ঘোষণা দেন।

ঢাকাস্থ আহমদিয়া জামায়াত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান। এতে বলা হয়, ইদানিং পাকিস্তানের ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো আহমদীয়া জামায়াতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি নিয়েছে।

(১৩/১/৯৭ ইং তারিখের দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর সর্বধর্ম সম্মেলন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ গত ২৭ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় ৪নং বকসিবাজার রোডে 'ইসলামী নীতিদর্শন' নামক পুস্তকের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

সম্মেলনে 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মের কতিপয় শিক্ষা' শীর্ষক আলোচনায় নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষার ওপর আলোচনা করেন মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী (ইসলাম ধর্ম), শ্রীমৎ স্বামী তন্দ্র (চন্দ্র হবে—সম্পাদক) নাথনন্দ (হিন্দু ধর্ম), ধর্ম রাজিক বোধিপাল মহাথেরো (বৌদ্ধ ধর্ম), ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা (খৃষ্ট ধর্ম)।

তিনি (মৌলানা চৌধুরী) কুরআন করীমের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বর্তমান বিশ্বে জীবনের মূল্যবোধের উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, কোন মানুষকে, কোন জাতিকে, কোন দেশকে ছোট করে দেখো না। 'পরিপূর্ণ শান্তির জন্যে সকল বিষয়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে'—তাহলেই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী বলেন, সর্বধর্মের অনুসারীদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম দিয়েছে আমাদের বাংলাদেশ। তাই আমার কাছে এদেশ সর্বধর্ম সম্মেলনের দেশ। দেশের আইন প্রণীত হবে সব সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে। তিনি আরো বলেন, বিশ্বের সকল মানুষ এক অখণ্ড মানবজাতি। বিজ্ঞপ্তি।

(২৯/১২/৯৬ ইং তারিখের দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

সর্বধর্ম সম্মেলনে বক্তারা

দেশের আইন প্রণীত হতে হবে সব সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে

কাগজ প্রতিবেদক : আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ আয়োজিত সর্বধর্ম সম্মেলনে বক্তারা বলেছেন, বাংলাদেশ সর্বধর্ম সম্মেলনের দেশ। তাই দেশের আইন প্রণীত হতে হবে সব সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

গতকাল শনিবার বকশীবাজার রোডের ঢাকা তবলীগ হলে 'ইসলামী নীতিদর্শন' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন স্বামী চন্দ্র নাথানন্দ, ধর্মরাজিক বোধিপাল মহাথেরো, ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা, মওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী প্রমুখ। সম্মেলনে আহমদ তৌফিক চৌধুরী বলেন, বিশ্বের সকল মানুষ এক অখণ্ড মানবজাতি। (২৯/১২/৯৬ ইং তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

ইসলামি নীতিদর্শক পুস্তকের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ আজ বিকেল ৩টায় ৪নং বকসীবাজার রোড, ঢাকা তাবলীগ হলে 'ইসলামি নীতিদর্শন' নামক পুস্তকের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

সম্মেলনে 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মের কতিপয় শিক্ষা' শীর্ষক আলোচনায় নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষার উপর আলোচনা করেন, শ্রীবৎ স্বামী চন্দ্র নাথানন্দ (হিন্দু ধর্ম), ধর্মরাজিক বোধিপাদ (বোধিপাল হবে—সম্পাদক) হাতেরো (বৌদ্ধ ধর্ম), ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা (খৃষ্ট ধর্ম), মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী (ইসলাম ধর্ম)। খবর বিজ্ঞপ্তি।

(২৯/১২/৯৬ ইং তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

সব সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে আইন প্রণীত হবে

আহমদীয়া মুসলিম জামাত আয়োজিত সর্বধর্ম সম্মেলনে বক্তগণ বলেছেন, সব ধর্মের অনুসারীদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ। তাই দেশে সব সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে আইন প্রণীত হতে হবে। শুক্রবার ঢাকায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সর্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা করেন মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, স্বামী চন্দ্র নাথানন্দ, ফাদার বেনজামিন কস্তা ও ধর্মরাজিক বোধিপাল মহাথেরো। 'ইসলামী নীতিদর্শন' নামক পুস্তকের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনে বক্তাগণ পরিপূর্ণ শান্তির জন্য সকল বিষয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। (২৯/১২/৯৬ ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার দাবি করেছেন একশ' ৫০ আলেম

ইসলামী ওলামা পরিষদের এক শ' ৫০ জন আলেম শুক্রবার এক যুক্ত বিবৃতিতে স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের বিচার এবং তাদের সমর্থক দৈনিক ইনকিলাবের প্রকাশনা নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছেন।

ওলামাগণ বলেন, স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী দল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই স্বাধীনতা বিরোধী দালাল গোষ্ঠী লং মার্চ ও খতমে নবুওয়ত রক্ষার অজুহাত দেখিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

আলেমগণ আরও বলেন, যখনই সরকার খুনীদের বিচারের জন্য সংসদে বিল পাশ করেছে, তখনই এই স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার-আলবদর ও জামায়াত-শিবির চক্র পুনর্বার ইসলামের দোহাই দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তাদের পক্ষ অবলম্বন করে দৈনিক ইনকিলাব নানা ধরনের মিথ্যা ও বানোয়াট খবর ছেপে চলেছে। এতে উক্ত পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর মুখোশটিই জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়েছে। আলেমগণ জামায়াত নেতা গোলাম আযমসহ সকল স্বাধীনতা বিরোধীর বিচার দাবি করেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারী আলেমগণ হলেন মওলানা শফিকুল ইসলাম, মওলানা রফিকুল ইসলাম দিনাজী, মওলানা আজিজুল্লাহ্ জেহাদী, হাফেজ মওলানা সিদ্দিকুর রহমান, মওলানা মহিউদ্দিন জালালাবাদী, হাফেজ মওলানা মেহেদী হাসান মির্জাপুরী, মওলানা সালাউদ্দিন বদরপুরী, মওলানা জালাল উদ্দিন হাসেমী প্রমুখ। খবর বিজ্ঞপ্তির।

(৭/১২/৯৬ ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

এক নির্যাতন কারখানা

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে বন্দী শিবির হতে পারে, বিশেষ করে কোমলমতি শিশুদের ওপর পবিত্র ইসলামী শিক্ষার নামে শারীরিক নির্যাতন চালানো হতে পারে একথা এই সভ্য জগতের কোন মানুষ ভাবতেও পারে না। নির্মম হলেও সত্য যে, চট্টগ্রাম শহরে এরূপ একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে শিশু বন্দী শিবিরের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং গত রবিবার পুলিশ এক ঝটিকা অভিযান চালিয়ে তথাকথিত মাদ্রাসার নামে এক শিশু বন্দী শিবিরের ২৪ শিশুকে বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করেছে। সেই সাথে পুলিশ 'তাজবীদুল কোরান মহিছুন্না মাদ্রাসা'র অধ্যক্ষ মওলানা সালেহ আহমেদ ও শিক্ষক মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ সহ অপর এক শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে।

এই মাদ্রাসায় পুলিশ যখন কোমলমতি শিশু-কিশোরদের বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করে তখন চট্টগ্রাম নগরীর হাজার হাজার মানুষ মাদ্রাসার অভ্যন্তরে যে এমন অমানবিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে, তা দেখে হতবাক হয়ে পড়ে।

এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিবরণ আরও মর্মন্তুদ এবং পবিত্র ইসলামের নামে পবিত্র কোরান শিক্ষার নামে এই তথাকথিত মাদ্রাসায় শিশু-কিশোরদের ওপর যে নির্যাতন এবং অমানবিক অত্যাচার চালানো হয়েছে সে কথা শোনামাত্রই যে কোন বিবেকবান মানুষের গা শিউরে উঠবে। পবিত্র ইসলামী শিক্ষাদানের নামে এই তথাকথিত মাদ্রাসায় দীর্ঘ ১৫টি বছর ধরে ১৪ বছরের নিচের শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীর ওপর যেভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে, এই সভ্যতার চরম উৎকর্ষের যুগেও যে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে, তা কোন বিবেকবান মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন।

এই মাদ্রাসার অভ্যন্তরে পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি-শিকলে বাঁধা ২৪ শিশু-কিশোরকে উদ্ধার করার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূত এক অমানবিক মাদ্রাসার সকল রহস্য পুলিশ উদঘাটন করেছে।

চট্টগ্রাম নগরীর বুকে গজিয়ে ওঠা এই তথাকথিত মাদ্রাসাটি রেলের পরিত্যক্ত জমিতে স্থাপিত হয়েছে। এই তথাকথিত মাদ্রাসার বড় হুজুর নামের অধ্যক্ষ বর্তমানে পুলিশ রিমাণ্ডে আছেন। গত সোমবার চট্টগ্রাম মুখ্য মহানগরী হাকিমের আদালত থেকে গ্রেফতারকৃত তিন হুজুরকে ৫ দিনের রিমাণ্ডে আনা হয়েছে এবং সেই সাথে উদ্ধারকৃত ২৪ শিশু-কিশোরের জবানবন্দী নেয়া হয়েছে। শিশুদের জবানবন্দীতে তথাকথিত মাদ্রাসার বিস্তারিত অমানবিক নির্যাতনসহ সকল প্রকার তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই মাদ্রাসার আটক বড় হুজুর তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে মন্তব্য করেছেন। সম্পূর্ণ আইনবিরোধী এবং পবিত্র ইসলামের খেলাপ এই মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বলেছেন, আমি দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এরূপ ব্যবস্থা নিয়েছি, এতে খারাপের কিছু দেখি না।

উল্লেখ করা দরকার যে, বাংলাদেশে অসংখ্য সরকারী অনুমোদিত মাদ্রাসা এবং অসংখ্য বেসরকারী হাফিজী মাদ্রাসা ও মক্তব চালু রয়েছে। কিন্তু কোথাও চট্টগ্রামের এই মাদ্রাসার মতো মাদ্রাসার অস্তিত্ব নেই।

এই তথাকথিত মাদ্রাসা থেকে কেবল দ্বীন-ই শিক্ষাই নয়, এই মাদ্রাসা থেকে কোরানে হাফেজ তৈরি করা হয় বলা হয়েছে। ইসলামের নামে ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান আমাদের দ্বীন-ই শিক্ষা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। চট্টগ্রামের এই মাদ্রাসায় কেবল ইসলাম ও পবিত্র কোরানের শিক্ষাকেই অমান্য করা হয়নি সেই সাথে দেশের প্রচলিত আইনের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। আর পাপাপাশি আন্তর্জাতিক শিশু আইনের প্রতিও বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন করা হয়েছে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিকায়নের এবং সেই সাথে দ্বীন-ই শিক্ষার নামে এরূপ অমানবিক পদ্ধতি কখনো কোথাও যাতে চালু না হতে পারে, তার নিশ্চয়তা থাকা দরকার।

(দ্বিতীয় সম্পাদকীয়: ১১/১২/৯৬ ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

৩১শে জানুয়ারী' ৯৭

সাধু সাবধান! তালেবানী হুমকি!

পর্যবেক্ষক

শুক্রবার বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে ইসলামী মোর্চার এক সমাবেশে মওলানা ফজলুল হক আমিনী ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের দায়ে সরকারকে অভিযুক্ত করে বলেছেন, সরকার অবিলম্বে তার নীতি পরিবর্তন না করলে আফগান তালেবান ষ্টাইলে অস্ত্র হাতে জেহাদ ঘোষণা করা হবে। সমাবেশে আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান সরকারের প্রতি একাত্মা প্রকাশ করে তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। এছাড়া তাঁদের ভাষায় ভারতের দালাল এবং ইসলামের দুশমন বর্তমান সরকারকে আর ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হবে না বলেও সমাবেশে ঘোষণা দেয়া হয়।

শেষের কথাটি দিয়েই শুরু করা যাক। ইসলামি মোর্চায় নেতৃবৃন্দ সরকারকে আর ক্ষমতায় থাকতে দেবে না বলছেন, যেন এই সরকারকে তারাই ক্ষমতায় বসিয়েছেন। অথচ তাঁরা কাদের সমর্থক আফগান তালেবান ষ্টাইলে জেহাদের ঘোষণার হুমকির মধ্য দিয়েই তা পরিষ্কার হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে আফগান তালেবান সরকারের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু রয়েছে তা ইসলামী মোর্চার নেতৃবৃন্দের অজানা থাকার কথা নয়। অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিয়েও বলা যায় খোদ আফগনিস্তানেও এই তালেবান সরকারকে টিকে থাকার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলোর সঙ্গে। তালেবানরা ক্ষমতা দখলের পর সে দেশে যেসব নতুন নিয়ম-কানুন জারি করেছে তার প্রধান শিকার হয়েছেন নবীনরা। লেখাপড়া এবং চাকুরীসহ ঘরের বাইরে নারীদের সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে জোরজবরদস্তি নিষেধ করা হলেও তালেবানরা আফগানদের দাড়ি রাখতে বাধ্য করছে, মসজিদে যাবার জন্য চাবুক দিয়ে মারধর করছে।

এদেশে তালেবান ষ্টাইলে জেহাদের ঘোষণাদানকারীরাও তাহলে বাংলাদেশের নারীদের ঘরে বন্দী করে তাদেরকে অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার যে সুযোগ সরকার সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশের তালেবানরা নিশ্চয় এর বিরুদ্ধে। মহানবী (সাঃ) যেখানে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন পর্যন্ত যেতে বলেছেন সেখানে আমাদের এই ইসলামী নেতৃবৃন্দ তালেবান ষ্টাইলে মেয়েদের গৃহবন্দী করার পক্ষে।

আগেই বলা হয়েছে আফনিস্তানের তালেবান সরকারকে নিজ দেশেই টিকে থাকার জন্য লড়তে হচ্ছে। ঢাকাস্থ আফগান রাষ্ট্রদূত পত্রিকায় সাক্ষাতকার দিয়ে

বলেছেন তিনি এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত অন্যান্য রাষ্ট্রদূত তালেবান সরকারকে মানেন না। পাকিস্তান ছাড়া আর কোন দেশ বিশ্ববিচ্ছিন্ন তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে শোনা যায় নি। অথচ আমাদের এইসব ইসলামী নেতা এ সরকারের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। এই একাত্মতা ও দাবির মধ্য দিয়ে এঁরা প্রমাণ করলেন তাঁরাও বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে তা বোঝা যায় যায় তাঁদের প্রায় একই মতের অনুসারী জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী ফলে। তাঁরা বর্তমান সরকারকে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। অথচ এ সরকার মসজিদ ভাঙ্গার মতো চরম ইসলামবিরোধী কোন কাজ করেনি যা করেছেন ঐ সমাবেশের অন্যতম প্রধান বক্তা, ইসলামী মোর্চার শীর্ষস্থানীয় নেতা মওলানা ফজলুল হক আমিনী। পারিবারিক কোন্দলের জের হিসাবে তিনি লালবাগে একটি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। এ ঘটনা সবার জানা। তিনি যখন অন্য কাউকে ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপের দায়ে অভিযুক্ত করেন তখন হতবাক হওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

বিগত বিএনপি সরকার নারীসমাজের উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু করেছে বলে দাবি করে। অবশ্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থার কৃতিত্ব তারা পেতে পারে। যদিও এ বিষয়ে মূল সিদ্ধান্তটি নীতিগতভাবে হয়েছিল এরশাদ আমলে। কিন্তু বিএনপির পক্ষ থেকে মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূইয়া মেয়েদের গৃহবন্দী করার পক্ষপাতী বাংলাদেশী তালেবানদের পক্ষ অবলম্বন করে শনিবার বিবৃতি দিয়েছেন। একটু অতীতের দিকে তাকানো যাক। আফগানিস্তানের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুসরণে আফগান ষ্টাইলে বিপ্লব করার কথা বলার দায়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়ার আমলে সিপির নেতা মরহুম মোঃ ফরহাদকে জেলে ঢুকানো হয়েছিলো। আর এখন বিনপি আফগান ষ্টাইলে জেহাদের ঘোষণা দান-কারীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবতঃ একেই বলে রাজনীতি।

মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল ক্ষমতায় আসার পরপরই বাংলাদেশে আফগান তালেবান ষ্টাইলে জেহাদেরঘোষণা এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ্য উস্কানি একই সূত্রে গাঁথা। গত ২১ বছরে রাষ্ট্রিয়ভাবে রাজাকার তোষণের ফলে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এই শক্তি তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে দেখলে হিংস্র নখর বের করবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব সাধু সাবধান।

(৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৬ দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

সাঈদীর প্রতি মওলানাদের চ্যালেঞ্জ

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ।। শুক্রবার একদল মওলানা জামায়াত নেতা মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর প্রতি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, 'সাহস থাকলে সম্মুখ বিতর্কে আসুন, আমরা প্রমাণ করবো আপনি ভ্রান্ত মুফাসসির। আমরা সাঈদীকে বার বার সম্মুখ বিতর্কে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানিয়েছি, কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী। গত বিশ বছরেও তিনি আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নি।'

কোরান শরীফের বিশিষ্ট অনুবাদক মওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান রচিত 'মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ভ্রান্ত তফসীরের স্বরূপ উন্মোচন' শীর্ষক একটি বই প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে ভাংচুর ও লুটপাটের যে ঘটনা ঘটে তারই প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলনে মওলানাগণ এ চ্যালেঞ্জ দেন।

ইসলামী ছাত্র সেনার ব্যাপারে শুক্রবার বিকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলনে মওলানা কাজী মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম হাশেমী, গ্রন্থপ্রণেতা মওলানা আবদুল মান্নান, জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলীয়ার প্রধান ফকিহ মওলানা সৈয়দ মুহম্মদ অছিয়র রহমান প্রমুখ এ চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। (৮-১২-৯৬ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

শাহজালাল (রহঃ)-এর দরগায় শিবিরের হামলায় ৩০ জন আহত ।। শহরে বিডিআর মোতায়েন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ।। বুধবার বিকালে ছাত্র শিবিরের হামলায় হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর দরগায় কাসিমুল উলুম মাদ্রাসার কমপক্ষে ৩০ জন ছাত্র আহত হয়েছে। এর মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ব্যবহার করে। শহরে বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে বলা হয়, হামলাকারীরা আসবাবপত্র তছনছ করে এবং ছাত্রদের বইপত্র ও মূল্যবান সামগ্রীতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

মাদ্রাসার কয়েকজন ছাত্র অভিযোগ করে, ছাত্র শিবিরের একটি দল আকস্মিকভাবে মাদ্রাসা ছাত্রদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের প্রহার ও ছুরিকাহত করে।

আহত ১৫ ছাত্রকে সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পাঁচ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক।

বাসস জানায় হামলার প্রতিবাদে বিভিন্ন মাদ্রাসার কয়েক হাজার ছাত্র দরগা প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। শহরে বিডিআর মোতায়েন এবং শিবিরের ৪ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।...

(১২/১২/৯৬ ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

মসজিদে কোন রাজনীতি করা চলবে না ।। বায়তুল মোকাররমের খতিব

স্টাফ রিপোর্টার ।। বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক ইমাম ও উলামাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, মসজিদে কোন রাজনীতি করা চলবে না। মসজিদের বাইরে রাজনীতি করুন, মসজিদের ভিতরে নিরপেক্ষ থাকবেন। তিনি আসন্ন সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ইসলামী দলগুলোর মধ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা একে অপরের সমালোচনা করবেন না। নিজেদের মধ্যে কাদা ছুড়াছুড়ি করবেন না।

মাওলানা উবায়দুল হক গতকাল বৃহস্পতিবার ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তনে এক ইমাম ও উলামা সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে এ আহ্বান জানান। নির্বাচনের প্রাক্কালে ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ঐক্যের ডাক দিয়ে তিনি নিজেই এ সম্মেলনের ডাক দেন।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন, শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, ব্যারিষ্টার কোরবান আলী, মাওলানা নূর উদ্দিন ফতেহপুরী, উইং কমাণ্ডার (অব) গোলাম মোস্তফা, মাওলানা নূরুল ইসলাম, মাওলানা আবদুল খালেক, মাওলানা আবদুল ওহাব, ক্বারী মুহম্মদ ইউসুফ প্রমুখ। মাওলানা উবায়দুল হক বলেন, দেশের মানুষ ইসলামী আইন-কানুন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী। কিন্তু ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য নেই। দলগুলো বিভিন্ন মঞ্চ ও দলে বিভক্ত হওয়ার কারণে জনগণের মধ্যে হতাশা বিরাজমান। তিনি বলেন, এ অবস্থা চলতে থাকলে ইসলাম ও দেশের ক্ষতি হবে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে একই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী একাধিক ইসলামী দলের মধ্যে সমঝোতা একান্ত প্রয়োজন। তিনি আলোচনার ভিত্তিতে এক আসনের একজন ইসলামপন্থী প্রার্থীকে রেখে অন্যদের বসিয়ে দেয়ার আহ্বান জানান।

ব্যারিষ্টার কোরবান আলী সালমান রুশদী ও তসলিমা নাসরীন ইস্যুতে মুসলমানদের মধ্যে যে রকম ঐক্য হয়েছিল, নির্বাচন উপলক্ষেও সে রকম ঐক্যের আহ্বান জানান।

মাওলানা নূর উদ্দিন ফতেহপুরী বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা এক হতে পারে, ইসলামপন্থীরা কেন এক হতে পারবে না। সম্মেলনের এক আসনে একজন ইসলামী প্রার্থীকে রেখে অন্যদের বসিয়ে দেয়ার জন্য সাত সদস্যের একটি সাব কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। শায়খুল হাদীসকে চেয়ারম্যান করে এই কমিটিতে ব্যারিষ্টার কোরবান আলী, ফজলুল হক আমিনী, মোহাম্মদ হাসান, মাওলানা আব্দুল লতিফ, মাওলানা মুফতি ওয়াক্কাস, মাওলানা আবু বকরের নাম ঘোষণা করা হয়। এ সময় মিলনায়তনের মধ্যে হৈ চৈ চেচামেচি শুরু হয়ে যায়। ইমাম ও উলামাদের দাবির মুখে চরমোনাইর পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম ও হাফেজ্জী হুজুরের ছেলে মাওলানা আহমাদুল্লাহ আশরাফের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপরও উপস্থিত

ইমামরা যার যার পছন্দের নেতার নাম ঐ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানায়। দু'একজন জামায়াত কোন ইসলামী দল নয় এ কথা ঘোষণার দাবি জানায়।

এক পর্যায়ে সম্মেলনের আহ্বায়ক ও সভাপতি মাওলানা উবায়দুল হক সবাইকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানিয়ে শায়খুল হাদীসকে মোনাজাতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ করার আহ্বান জানান। শায়খুল হাদীস তাঁর নাম ঐ কমিটি থেকে বাদ দেয়ার অনুরোধ করে মোনাজাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বসে পড়েন। (৩১-৫-৯৬ তারিখের জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

রগ কাটা ছেড়ে ওরা কোরানে হাফেজ ছাত্রদের জিহ্বা কাটা শুরু করেছে

ষ্টাফ রিপোর্টার সিলেট অফিস।। জামায়াত-শিবির অব্যাহত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে ইসলামের পরিবর্তে সন্ত্রাস কায়েম করছে। ইসলাম ও সন্ত্রাস একসাথে চলতে পারে না।

বৃহস্পতিবার বিকালে স্থানীয় আদালত মোড়ে জামায়াত-শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাস, ইসলামী সম্মেলনের মঞ্চ ভাংচুর, দরগা মাদ্রাসার ছাত্রদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ধর্মপ্রাণ জনতা আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে কাজির বাজার মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল খেলাফত মজলিশের নায়েবে আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান একথা বলেন।

হযরত শাহজালাল (রাঃ)-এর দরগা মসজিদের ইমাম মাওলানা আকবর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুর রকিব এ্যাডভোকেট, মাওলানা শফিকুল হক আমকুলী। হাফিজ মাওলানা মজনুদ্দিন, মাওলানা আব্দুল্লা, মাওলানা আব্দুল বাছিত, মাওলানা নিজাম উদ্দিন রায়পুরী, মাওলানা রেজাউল করিম জালালী, মাওলানা এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সর্বজন শ্রদ্ধেয় হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর মাজার সংলগ্ন দরগা মসজিদের শ্রদ্ধেয় ইমাম ও দরগা মাদ্রাসার ছাত্রদের উপর হামলা চালিয়ে জামায়াত-শিবির ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে যে আগুন জালিয়ে দিয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত সে আগুন নির্বাপিত হবে না। বক্তারা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত জামায়াত শিবিরকে সামাজিকভাবে বয়কট করার আহ্বান জানান।

বক্তারা বলেন, ইসলামের নামে অন্যের ওপর হামলা করা কোন ধর্ম? জামায়াত-শিবির এখন রগ কাটা ছেড়ে দিয়ে কোরানে হাফিজ ছাত্রদের জিহ্বা কাটা শুরু করেছে। ইসলামের দোহাই দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে।

এদিকে বুধবার দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও হামলার পর শহরে উত্তেজনা বিরাজ করছে। শহরে পুলিশী তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও কওমী সমর্থিত বিভিন্ন সংগঠন দিনব্যাপী শহরে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করে।

(১৩-১২-৯৬ তারিখের জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

তাহাফফুজে খতমে নবুওতের ঢাকা পরাজয় দিবস

ষ্টাফ রিপোর্টার ।। বাংলাদেশের বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বরকে পাকিস্তানের একটি ধর্মীয় সংগঠন তাহাফফুজে খতমে নবুওত ঢাকা পরাজয় দিবস হিসাবে পালন করেছে। পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক জং-এ গত ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত এক খবরের শিরোনাম ছিল "পাকিস্তানী খতমে নবুওতের হিফাযতকারীরা আগামীকাল ঢাকা পরাজয় দিবস পালন করবে।" প্রেস বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, খতমে নবুওত হিফাযকারী সংগঠনের প্রধান সমন্বয়কারী মওলানা মুহাম্মদ মোমতাজ আগ্রহায়ণ বলেছেন, তাঁরা ১৬ ডিসেম্বরই ঢাকা পরাজয় দিবস পান করবেন।

উল্লেখ্য, তাহফফুজে খতমে নবুওত বিভিন্ন দাবীতে দীর্ঘদিন যাবত আন্দোলন করে আসছে।

(১৮/১২/৯৬ ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সম্মেলন

ক্ষমতা দখল করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা আমাদের কাম্য নয়

কাগজ প্রতিবেদক : আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী বলেছেন, মুরতাদ হত্যা ও পাথর মেরে হত্যায় আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের ইসলাম হলো প্রেম প্রীতি ভালোবাসার মাধ্যমে মানব হৃদয় জয় করা। গতকাল ঢাকা বকশী বাজারে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশে তিন দিনব্যাপী ৭৩তম সালানা জলসা উদ্বোধনী উপলক্ষে আমীর তৌফিক চৌধুরী একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, রাজনীতির মাধ্যমে কোনো দেশের ক্ষমতা দখল করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা আমাদের কাম্য নয়। আন্তর্জাতিক খেলাফতের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠাই আহমদীয়াদের একমাত্র লক্ষ্য।

অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ মনসুর আহমদ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। এছাড়া হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) দৃষ্টিতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শীর্ষক বক্তব্য রাখেন, অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান ও সাদাকাতে মসীহ মাওউদ (আঃ) শীর্ষক বক্তব্য রাখেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার।

মওলানা আবদুল আওয়াল খান বলেন, সারা বিশ্বের আহমদীয়ারা শুধুমাত্র এক থেকে দেড় কোটিতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। আহমদীয়া অনুসারির সংখ্যা বাড়াতে হবে।

(৪/১/৯৭ ইং তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বার্ষিক সম্মেলন শুরু

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ৩ দিনব্যাপী ৭৩তম বার্ষিক সম্মেলনের

উদ্বোধনী অধিবেশন গত ৩রা জানুয়ারি বকশীবাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান সম্মেলন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। উদ্বোধনী ভাষণে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী বলেন, রাজনীতির মাধ্যমে কোন দেশে গদি দখল করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা আমাদের কাম্য নয়। এই উদ্বোধনী অধিবেশনে আরো বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবদুল আউয়াল চৌধুরী, অধ্যাপক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান এবং মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

(৫/১/৯৭ ইং তারিখের দৈনিক সংবাদের সৌজন্যে)

আহমদীয়া জামাতের সম্মেলন শুরু

আমরা মুরতাদ হত্যা ও পাথর মেরে হত্যায় বিশ্বাসী নই

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী বলেছেন, আমরা মুরতাদ হত্যা ও পাথর মেরে হত্যায় বিশ্বাসী নই। আমাদের ইসলাম হলো প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমে মানব হৃদয় জয় করা।

গতকাল শুক্রবার বকশীবাজারে সংগঠনের তিন দিনব্যাপী ৭৩তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। সম্মেলনে আরো বক্তৃতা করেন মাওলানা আবদুল আওয়াল খান চৌধুরী, অধ্যাপক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান, মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। বিজ্ঞপ্তি।

(৪-১-৯৭ তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

Jalsa of Ahmadiyya Muslim Jamaat begins

Staff Correspondent

The 373rd (73rd—Editor) annual gathering of Ahmadiya Muslim Jamaat, Bangladesh began on Friday at 4, Bakshi Bazar Road, The session started with the recitation from the Holy Quran. The Chairman of the Jalsa Committee Meer Mobaswar Ali delivered the welcome Address.

Presided over by the National Ameer Alhaj Ahmed Tawfiq Chowdhury, the inaugural session was addressed among others by Moulana Abdul Awal Khan Chowdhury, Prof Shah Mustafizur Rahman and Moulana Sultan Mahmood Anwar.

Over two thousand delegates from all over the country are now attending the three-day Jalsa. (The Bangladesh Observer 5 Jan. 1997).

Jalsa of Ahmadiyya Jamaat begins

The inaugural session of the three-day 73rd annual gathering of

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh began in the city yesterday. The gathering will continue till tomorrow, says a press release.

The session began with the recitation from the Holy Quran and doa and welcome address of Meer Mobaswer Ali, Chairman, jalsa committee.

The inaugural session was presided over by the national ameer Alhaj Ahmad Tawfiq Chowdhury.

Over two thousand delegates from all over the country attend the jalsa. (The Daily Star, January 4, 1997)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সম্মেলন : বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে পবিত্র কোরআনের আলোকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ৭৩তম বার্ষিক সম্মেলন শেষ হয়েছে।

গত ৩রা জানুয়ারী থেকে ৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত ৪নং বকশীবাজার আহমদীয়া কমপ্লেক্সে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী তিনব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলিফার প্রতিনিধি মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার।

৩ দিনব্যাপী সম্মেলনে ৫টি অধিবেশনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে ১৯ জন বক্তা বক্তব্য রাখেন। ন্যাশনাল আমীর আলহাজ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, একজন সত্যিকার মুসলমানের মধ্যে যা বিকশিত হওয়া উচিত তা হচ্ছে দোয়া, ভালবাসা, আনন্দ, পরোপকার, নম্রতা-ভদ্রতা ও মানব সেবার গুণাবলি অর্জন করা। তিনি আরো বলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে তাকে আদর্শবান হতে হবে।

তিনদিনের এ সম্মেলনে আল্লাহতায়ালার দিকে আহ্বান ; হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ); আধ্যাত্মিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় খেয়াফতের গুরুত্ব; পবিত্র কোরআনের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য; সাম্য, মানবতা ও ইসলাম; যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের উন্নতি সম্ভব নয় ইত্যাদি বিষয়ের ওপর জামাতের বিশিষ্ট আলেম ও চিন্তাবিদগণ আলোচনা করেন।

সম্মিলিত দোয়ায় বাংলাদেশের শান্তি সমৃদ্ধি, বিশ্বশান্তি ও মুসলিম উম্মার জন্য বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সম্মেলনে দেশের ১০২টি শাখা জামাত থেকে প্রায় তিন হাজার সদস্য যোগদান করেন।

(৬-১-৯৭ইং তারিখের দৈনিক সংবাদের সৌজন্যে)

পবিত্র কোরআনের আলোকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে আহমদীয় মুসলিম জামাতের ৩ দিনব্যাপী সম্মেলন সমাপ্ত

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে পবিত্র কোরআনের আলোকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ৭৩তম বার্ষিক সম্মেলন শেষ হয়েছে।

গত ৩ জানুয়ারি থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪নং বকসীবাজার আহমদীয়া কমপ্লেক্স-এ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী ৩ দিনব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলিফার প্রতিনিধি মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার।

৩ দিনব্যাপী সম্মেলনে ৫টি অধিবেশনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে ১৯ জন বক্তা মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, একজন সত্যিকার মুসলমানেরর মধ্যে যা বিকশিত হওয়া উচিত তা হচ্ছে—দোয়া, ভালোবাসা, আনন্দ, পরোপকার, নম্রতা-ভদ্রতা ও মানব সেবার গুণাবলি অর্জন করা। তিনি আরো বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে তাকে আদর্শবান হতে হবে। এ যুগে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ছিলেন হযরত রসূলে করিম (সাঃ) এ প্রতিবিম্ব, যার ফলে আজ বিশ্বের ১৫২টি দেশে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে হিন্দু, খৃষ্টান ইহুদী, বৌদ্ধসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বিদের ইসলামের পতাকাতলে আসার আহ্বান জানাচ্ছে। তিনি বলেন, আহমদীয় জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং ধর্মের নামে হানাহানি বন্ধ করে ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমীর বলেন, এ যুগে একমাত্র আহমদীয়া জামাতই বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার কাজে নিয়োজিত। আহমদীয়া জামাতেয় সদস্যরা তাদের ধন, প্রাণ, সম্মান ও সময়

দিয়ে খেলাফতের কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে স্যাটেলাইট কালচারের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বের মানবগোষ্ঠী দিশেহারা, ঠিক সেই মুহূর্তে আহমদীয়া মুসলিম জামাত একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র জামাত হয়েও মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া (এমটিএ)-এর দ্বারা সমগ্র বিশ্ব আল্লাহতায়ালার তৌহিদ, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মোকাম ও মর্যাদা, কোরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব দিনরাত প্রচার করে যাচ্ছে। আমীর সাহেব সকল আহমদী-এর দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে উদাত্ত আহ্বান জানান।

তিন দিনের এ সম্মেলনে আল্লাহতায়ালার দিকে আহ্বান; হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আধ্যাত্মিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় খেলাফতের গুরুত্ব; পবিত্র কোরআনের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য ; সাম্য, মানবতা ও ইসলাম; যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের উন্নতি সম্ভব নয় ইত্যাদি বিষয়ের উপর জামাতের বিশিষ্ট আলেম ও চিন্তাবিদরা আলোচনা করেন।

সম্মিলিত দোয়ায় বাংলাদেশের শান্তি সমৃদ্ধি, বিশ্ব শান্তি ও মুসলিম উম্মার জন্যে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সম্মেলনে দেশের ১০২টি শাখা জামাত থেকে প্রায় তিন হাজার সদস্য ও পর্যবেক্ষক এই মহতি জলসায় যোগদান করেন। খবর বিজ্ঞপ্তি।

(৫/১/৯৭ ইং তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তিনদিনব্যাপী সম্মেলন শেষ

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে পবিত্র কোরআনের আলোকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণার মধ্যদিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ৭৩তম বার্ষিক সম্মেলন শেষ হয়েছে।

গত ৩ জানুয়ারি থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪ নং বকশীবাজার আহমদীয়া কমপ্লেক্স-এ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাঃ আমীর, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী ৩ দিন ব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলিফার প্রতিনিধি মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার।

৩ দিনব্যাপী সম্মেলনে ৫টি অধিবেশনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে ১৯জন বক্তা মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

(৬/১/৯৭ ইং তারিখের দৈনিক আল আমীনের সৌজন্যে)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বার্ষিক সম্মেলন সমাপ্ত

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে পবিত্র কোরআনের আলোকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৭৩তম বার্ষিক সম্মেলন গতকাল রোববার শেষ হয়েছে। ৩ দিনব্যাপী এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আমির আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলিফার প্রতিনিধি মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। ৩ দিনব্যাপী সম্মেলনের ৫টি অধিবেশনে মোট ১৯জন বক্তা বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে দেশের ১০২টি শাখা থেকে প্রায় ৩ হাজার সদস্য ও পর্যবেক্ষক অংশ নেয়। বিজ্ঞপ্তি।

(৬/১/৯৭ ইং তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

Ahmadiyya Jamaat jalsa concludes

The 3-day annual gathering (jalsa) of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh ended on Sunday evening. It took a solemn pledge to spread Islam-wide, bring mankind under the flag of the Prophet (SM) and to establish world peace in the light of the Holy Quran, says a press release.

This jalsa was held from Friday to Sunday at the Ahmadiyya Complex on Bakshi Bazar Road, Dhaka.

It was inaugurated by renowned writer and Islamic Scholar Alhaj Ahmad Tawfiq Chowdhury, who is the National Ameer of Ahmadiyya Muslim in Bangladesh.

The chief guest was Maulana Sultan Mohmood Anwar the Representative of the Khalifa IV of the world-wide Ahmadiyya Muslim Jamaat.

The 3-day jalsa was divided into 5 sessions in which 19 eminent scholars spoke.

The jalsa ended with prayers for world peace, welfare of Muslim ummah and for peace and prosperity of Bangladesh.

(The New Nation 6 Jan: 1997)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বার্ষিক সম্মেলন সমাপ্ত

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বিশ্বনবী হযরত (সাঃ)-এর আদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে পবিত্র কোরআনের আলোকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণার মধ্যে দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ৭৩তম বার্ষিক সম্মেলন গতকাল রোববার শেষ হয়েছে।

গত ৩রা জানুয়ারী থেকে ৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত ৪নং বকশীবাজার আহমদীয়া কমপ্লেক্স-এ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী ৩ দিনব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলিফার প্রতিনিধি মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার।

৩ দিনব্যাপী সম্মেলনে ৫টি অধিবেশনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে ১৯ জন বক্তা মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, একজন সত্যিকার মুসলমানের মধ্যে যা বিকশিত হওয়া উচিত তা হচ্ছে শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আনন্দ, পরোপকার, নম্রতা, ভদ্রতা ও মানব সেবার গুণাবলী অর্জন করা। তিনি আরো বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে তাকে আদর্শবান হতে হবে।

(৭/১/৯৭ ইং তারিখের দৈনিক খবরের সৌজন্যে)

Jalsa of Ahmadiya Jamaat ends

The Three-day annual gathering (jalsa) of the Ahmadiya Muslim Jamaat Bangladesh ended yesterday, says a press release.

This jalsa was held at the Ahmadiya Complex at Bakshi Bazar Road in the city.

It was inaugurated by Alhaj Ahmad Tawfiq Chowdhury, who is the national Ameer of Ahmadiyya Muslim in Bangladesh. The 3-day jalsa was divided in five sessions in which 19 eminent scholars delivered speeches.

(The Daily Star 6 Jan. 1997)

সালানা জলসা উপলক্ষ্যে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নামে যাঁদের বাণী পাওয়া গেছে

প্রিয় ভ্রাতা,

তারিখ :- ২৫-১২-৯৬

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ৭৩তম সালানা জলসায় আপনার পক্ষ থেকে দাওয়াত পেয়ে আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।

আমি জলসার সাফল্যের জন্যে বিনীতভাবে দোয়া করছি। সকল আহমদী ভাইদেরকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাবেন, বিশেষ করে মৌলানা আবদুল আউয়াল সাহেবকে। আল্লাহতা'লা আপনাদের সাথী হউন।

আপনার একান্ত

মির্যা আবদুল হক

প্রাদেশিক আমীর, পাঞ্জাব

প্রিয় ভ্রাতা,

তারিখ :- ২৯-১২-৯৬

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

জার্মানী জামাতের আমীর মিঃ আবদুল্লাহ ওয়াগি শাওসার এর উদ্দেশ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ৭৩তম সালানা জলসায় আপনার দাওয়াতের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মিঃ ওয়াগি শাওসার ইতোমধ্যে ১৮-১২-৯৬ইং তারিখে কাদিয়ানের জলসার উদ্দেশ্যে চলে গেছেন—বর্তমানে তিনি কাদিয়ানে অথবা জার্মানীতে ফেরার পথে পাকিস্তানে রাবওয়া হয়ে গিয়েছেন। তিনি জানুয়ারী ১৯৯৭ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জার্মানীতে ফিরে আসবেন।

আমরা তাই আপনাদের সালানা জলসার সফলতার জন্যে দোয়া করি এবং আশা করি যে, ইহা কেবল আপনাদের আশা আকাংখাই পূরণ করবে না বরং ইহা আপনাদের আশা আকাংখার বাড়তি পাওনা হিসাবে বাংলাদেশ জামাতের চাহিদা পূরণ করবে। আল্লাহ-তা'লা আপনার সকল কাজে সফলতা দিন। আমীন।

আপনাদের ভ্রাতৃপ্রতীম

এ, শাকুর আসলাম খান

ভারপ্রাপ্ত আমীর

প্রিয় ভাই তৌফিক সাহেব,

ডিসেম্বর ৩১-১৯৯৬

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

১৯৯৭ সনের ৩-৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আপনাদের ৭৩তম সালানা জলসায় যোগদানের দাওয়াত পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

এখানে বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে আমি এখন ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারছি না বলে দুঃখিত।

দোয়া করি আপনাদের ঐ মহতি জলসা সকল দিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত হোক।

ওয়াসসালাম।

স্বাক্ষরিত

ডাঃ অলি আহমদ শাহ

ন্যাশনাল আমীর, যুক্তরাজ্য।

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি বন্ধুগণকে নিয়ে ভালই আছেন। আপনার পক্ষ থেকে আপনাদের ৭৩তম সালানা জলসার দাওয়াতনামা পেলাম। জাযাকুমুল্লাহ ওয়া আহসানুল জাযা।

খাকসার বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে এ জলসায় উপস্থিত থাকতে অপারগ। দোয়া করি আল্লাহতা'লা সার্বিকভাবে এ জলসাকে সাফল্যমণ্ডিত ও কল্যাণ মণ্ডিত করুন। আমীন।

আমাদেরকেও আপনার দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। জাযাকুল্লাহ। নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ওয়াসসালাম

খাকসার
স্বাক্ষরিত/মোহাম্মদ এনাম ঘোরী
২/১/৯৭
নাযের দাওয়াত ও তবলীগ

প্রিয় আমীর সাহেব, ২-১-৯৭ ইং

আসসালামু আলায়কুম।

আমার বিশ্বাস আল্লাহর অনুগ্রহ ও আশিসক্রমে আপনি সুস্থ আছেন। আমিন। বাংলাদেশ জামাতের ঢাকায় ৩-৫ জানুয়ারী ১৯৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সালানা জলসার ব্যাপারে আপনার ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৬ তারিখের দাওয়াত নামা আমি পেয়েছি।

আপনার দাওয়াত নামার জন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ; কিন্তু যুক্তরাজ্যে আমার প্রয়োজনীয় কাজ থাকায় আমি অতীব দুঃখের সাথে এবারের মত ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যা হোক, আমি আশা করি এবং একান্ত ইচ্ছা যে, আমি একদিন বাংলাদেশ জামাত পরিদর্শন করতে পারবো। যেহেতু এ জামাতের সদস্যদের সাথে আমার গভীর সম্পর্ক আছে। আর আপনি অবশ্যই অবহিত আছেন যে, আমার স্ত্রীও ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

পরিশেষে আমি আন্তরিকভাবে আপনাদের জলসার সফলতা কামনা করছি এবং সমস্ত সদস্যদের নিকট আমার শুভেচ্ছা প্রেরণ করছি। ওয়াসসালাম আপনার একান্ত

স্বাক্ষর/রফিক আহমদ হায়াত
নায়েব আমীর, যুক্তরাজ্য।
৩-১-৯৭ ইং

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতহু।

আল্লাহতা'লা আপনাকে সুস্বাস্থ্য ও উন্নতি দান করুন। আমীন। আমরা আপনার ৩১-১২-৯৬ তারিখের জলসা-৯৭/১৫৫/৯০৩ নং পত্র পেলাম।

আমরা এ দাওয়াতের জন্য কৃতজ্ঞ। আর ৩-৫ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য সালানা জলসার জন্যে ইন্দোনেশিয়ার জামাতের সদস্যদের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আমরা এ মহতী জলসায় অংশ গ্রহণ করতে পারছিনা বলে দুঃখিত। জাযাকুমুল্লাহ আহসানাল জাযা। ওয়াসসালাম।

মুহাম্মদ লিয়াস মালা
আমীর, ইন্দোনেশিয়া জামাত।

পরিচালক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ফুল

(গুল)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

(সাত থেকে দশ বছর বয়সের ওয়াকফে নও বালক-বালিকাদের জন্যে তালীম তরবীয়তি পাঠ্যক্রম)

(বিংশ কিস্তি)

তোমাদের এটমের কথা মনে আসছে হয়তো বাঃ এটমের ব্যবস্থাপনাও একটি কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরতে থাকে। যত প্রকার ধাতব পদার্থ, মাটি পাথর বা সারা ভূমণ্ডলকে যদি টুকরো টুকরো করা যায় তাহলে শেষে আমাদের নিকট যে সূক্ষ্ম অংশটি ধরা দেবে তাকে এটম বা অণু বলে। এ এটমেও তার নিজস্ব নিউক্লিয়াস থাকে। এর চার দিকে ঋণাত্মক শক্তির ইলেকট্রোন ঘুরতে থাকে। যদি বাইরের থেকে কোন ইলেকট্রোন প্রবেশ করে তাহলে নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে দেয়। আর যখন কেন্দ্র ভেঙ্গে যায় তখন সারাটা ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে—বড়ই ধ্বংস এসে যায়। বড় বড় শহর সেকেণ্ডের মধ্যে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। (ইহাকেই বলে আনবিক শক্তি—অনুবাদক)

আমাদের ঘরও একটি ইউনিট বা এককে রূপ নেয়। প্রত্যেক পরিবার একজন নেতার অধীন হয়ে থাকে। তিনি পিতা। ছেলে-পেলে অনেক হতে পারে কিন্তু পিতা একজনই হন। দেশের ব্যবস্থাপনায়ও একজন শাসনকর্তা হন অথবা একজন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হন। স্কুলে একজন হেড মাষ্টার বা অধ্যক্ষ হয়ে থাকেন যিনি সারাটা স্কুলের ব্যবস্থাপনা তদারকি করে থাকেন।

কথা অনেক লম্বা হয়ে গেলো। কিন্তু কেন্দ্রের তাৎপর্য বুঝান দরকার ছিলো আর ইহাও সত্য যে, কেন্দ্র শক্তি যোগায়। দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রের গুরুত্ব বুঝার পরে এখন আসছে, আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের পালা যার মধ্যে খোদাতা'লার ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়।

খোদাতা'লা পৃথিবীতে আলো দান করার জন্যে যেভাবে সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন; তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক জগৎ অর্থাৎ ধর্মীয় জগতেও একটি সূর্য সৃষ্টি করেছেন। এ সূর্য

কেন্দ্রীয় সত্তা। ইনি হলেন আমাদের খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। তাঁর চারিদিকে কতিপয় গ্রহ-মণ্ডল বা নবী রয়েছেন। আমরা তো এক লাখ ২৪ হাজারের কথা পড়েছি যারা তাথেকে আলো নিয়ে অন্যান্যদেরকে আলো পৌঁছিয়ে থাকেন। এই আলো হলো হেদায়াতের আলো সত্যতার, পুণ্যের ও কল্যাণের আলো। এ আলোকে মুহাম্মদী আলো বলা হয়। যেভাবে আমরা জানি যে, সারা গ্রহ-মণ্ডল সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে। এভাবে আমরা জানি যে, যেখানেই খোদাতা'লার প্রেমের জ্যোতিঃ আছে উহা একটি আধ্যাত্মিক সূর্য থেকে আহোরিত হয়। যেভাবে আমরা ইহা অবগত আছি যে, সূর্য জ্বল জ্বল করতে থাকে, নিস্প্রভ হয় না। এ পৃথিবী ঘুরতেই থাকে। আর এর যে অংশ সূর্যের সামনে আসে সেই অংশ আলোকিত হয় আর যে অংশ সূর্যের পিছনে চলে যায় সূর্যের আলোকে আলোকিত হতে পারে না। অবশ্য ইহা ঠিক যে, চন্দ্র সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে, গ্রহগুলো সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে (পৃথিবীর) ঐ অংশে সূর্যের আলো পৌঁছে দেয়। আমরা অবগত আছি যে, চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়। আমরা সূর্যের সামনে আয়না স্থাপন করলে কতই না আলো বিচ্ছুরিত হয়। একেবারে সূর্যের অনুরূপ কিন্তু আয়না তো আর সূর্য হয়ে যায় না। এ দুনিয়ার সূর্যের কথা হোক অথবা আধ্যাত্মিক জগতের সিরাজুম মুনীর (সাঃ)-এর কথাই হোক। নিজের সর্বস্ব আলো নিজের মর্যাদা এবং অন্যকে আলোকিত করার শক্তি ও তাপ দেয়ার সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অন্য কাউকে আলো বিতরণ করার পর তার আলোতে কোন কমতি পড়ে না। আলো পাবে তো একই সত্তা থেকে। যার যতটুকু চাও লাভ করে নাও।

এখন খাতামান্নাবীঈন সম্বন্ধে তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কুরআন মজীদে এ শব্দ 'তে'-এর ওপরে জবর দ্বারা লেখা হয়েছে। খাতাম শব্দের অর্থ যে মোহর তা আমি তোমাকে আগেই বলেছি। তুমি হয়ত মোহর (সীল মারার যন্ত্র—অনুবাদক) দেখে থাকবে। যখন অধ্যক্ষ বা কোন বড় অফিসার কোন চিঠি লেখেন তখন এর ওপরে স্বাক্ষরের পর সীল মোহর মেরে দেন যদ্বারা এ চিঠির ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হয় যে, এ চিঠিটি তার পক্ষ থেকে যার সীল মোহর এতে মারা হয়েছে। তোমরা আঁ হুযূর (সাঃ)-এর সময়ের এক ঘটনায় পড়েছিলে যে, তিনি যখন রাজা-বাদশাহ্গণের (তবলীগি) পত্র লিখলেন তখন নিজের নাম মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ অঙ্কিত সীল মোহর তৈরী করিয়ে ঐগুলিতে মেরে দিলেন। ইহা তো ছিল বাহ্যিকভাবে দৃশ্য সীল মোহর। কিন্তু তাঁর অপর একটি সীল মোহর এরূপ যদ্বারা ছাপ মারলে দেখা যায় না। কিন্তু ইহা তাঁর প্রেমিকের ওপর লেগে যায় যে, অমুক বান্দা তাঁকে ভালবাসেন। যে বান্দা ভালবাসবে সে রসূলে পাক (সাঃ)-এর নিকট থেকে

জ্যোতিঃ লাভ করবে আর কোথাও থেকে লাভ হতে পারে না. যেভাবে সূর্য ব্যতিরেকে আর কোথাও থেকে আলো লাভ হতে পারে না। এখন ইহা বান্দাদের ওপর ন্যস্ত। তারা নিজেদের অবস্থানুযায়ী গ্রহের ন্যায় বা চাঁদের ন্যায় আলো লাভ করতে পারে আর যারা তাঁকে (সাঃ) সীমাহীনভাবে ভালবাসবে খোদাতা'লা তাদেরকে সীমাহীনভাবে ভালবাসবেন। তাদের ঈমানের ওপরে নবী করীম (সাঃ)-এর মোহর লেগে যাবে। তারা অধিকতর জ্যোতিঃ লাভ করবে। কেননা, তিনি (সাঃ) কেবল নবী, রসূল এবং সিরাজুম মুনীরই ছিলেন না বরং তাঁর জ্যোতিকে প্রসারতা দানকারীও ছিলেন যে জ্যোতিঃ গ্রহণ করবে সে জ্যোতিঃময় হয়ে যাবে। এতে তাঁর (সাঃ) মর্যাদায় কোন ঘাট্তি হবে না। ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি আঁ হযরত (সাঃ)-এর মোহরের সত্যায়ন ব্যতিরেকে কোন আধ্যাত্মিক পদ লাভ করতে পারবে না। সে-ই পদ লাভ করতে পারবে যে তাঁর (সাঃ) নিকট থেকে জ্যোতিঃ লাভ করেছে। তাঁর শিষ্য হয়েছে ; তাঁর সেবক হয়েছে।

খাতাম শব্দ কখনও কখনও 'তে'-এর নীচে যের দিয়েও পাঠ করা হয়ে থাকে। এর অর্থ এই যে, কোন বস্তুর চূড়ান্ত বা আরও উচ্চমান বুঝায় যার ওপরে কোন মান নেই। এতদ্বারা আমাদের রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর মান মর্যাদার অবস্থান বুঝা যায়। যখন কেউ পরিপূর্ণ মর্যাদার ব্যক্তিত্ব হন তখন তার চেয়ে কেউ শ্রেষ্ঠ হন না। তাঁর চেয়ে ছোট হতে পারে। এখন দেখ আমরা কতই না সৌভাগ্যশালী যে, আমরা সবচে' উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নবীকে মান্য করেছি। কতক লোক যারা আরবী জানে না এ শব্দকে উর্দু বা পাঞ্জাবী মনে করে এ অর্থ করে নেয় যে, তিনি (সাঃ) নবীদের সমাপ্তকারী। অর্থাৎ তাঁর পরে কোন নবী আসবেন না।। এরূপ মনে করা খুবই অন্যায়। সূর্য তো জ্বল জ্বল করতেই থাকবে। আলো বিকিরণ করতে থাকবে। ইহা মনে করা যে, সূর্য অমুক তারিখ পর্যন্ত আলো দিবে পরে আলোতো থাকবে কিন্তু কেউ এথেকে আলো লাভ করতে পারবে না। বড়ই ভুল! প্রিয় বৎস! উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সত্যায়ণকারী মোহরের মালিক সর্বাধিক প্রিয় খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)-এর ওপরে দরূদ ও সালাম (আশিস ও শান্তি) প্রেরণ করো।

আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা মুহাম্মাদেওঁয়া আলে মুহাম্মদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

[হে আল্লাহ্! মুহাম্মদের ওপরে আশিস বর্ষণ করো এবং তাঁর অনুসারীদের ওপরে শান্তি ও কল্যাণ বর্ষণ করো।।]

(আমাতুল বারী সাহেবা প্রণীত 'গুল' পুস্তকের অংশবিশেষ
অনুবাদক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান)

শোক সংবাদ

০ অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, শাহবাজপুর জামা'তের প্রবীণ বুযুর্গ আহমদী মোহতরম ডাঃ নাজির আলী সাহেব গত ২৫শে নভেম্বর সকাল ১০-৩০মিঃ নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। তিনি আ-মরণ জামা'তের সেক্রেটারী মাল ও যয়ীমে আনসারুল্লাহ'র দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। স্ত্রীসহ ৫ ছেলে ৪ মেয়ে ও বহু নাতি-নাতনী রেখে গেছেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। জামাতের সকল ভাই বোনদের নিকট দোয়া প্রার্থী।

মৌঃ শাহআলম খান, মোয়াল্লেম

সংবাদ

শুভ বিবাহ

নন্দনপুর কুমিল্লা নিবাসী আলহাজ্জ শামসুল হকের কন্যা মোসাম্মৎ নাহিদা বেগমের বিয়ে এক লক্ষ এক টাকা দেন মোহর ধার্যে অনুষ্ঠিত হয় ৩-১২-৯৬ তারিখ নন্দনপুর মসজিদে। পাত্র হলেন বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী জনাব কামরুল ইসলাম ভূইয়ার পুত্র জনাব মনোয়ারুল ইসলাম ভূইয়া। বিয়ে পড়ান স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস। এ বিয়ে সার্বিকভাবে বা-বরকত হওয়ার জন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ডাঃ আবদুল আযীয, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট

o আমার দ্বিতীয় মেয়ে সাদেকা সুলতানা পিতা মরহুম ফজলুল করীম (কণা মিয়া) গ্রাম দুর্গারামপুর, পোঃ বীর গাঁও, জেলা বি, বাড়িয়ার সাথে আবু তাহের রুহুল আব্দুল্লাহ পিতা মরহুম আব্দুল্লাহ সাহেব ১/ডি/৯ পল্লবী, মীরপুর, ঢাকা গত ৬/১২/৯৬ ইং রোজ শুক্রবার ১,০০০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা দেন মোহরানা ধার্যে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

তাদের সুখী ও সুন্দর জীবনের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন রইল।

ডাঃ মিসেস আবেনূর বেগম, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ, দুর্গারামপুর।

o ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ নিবাসী জনাব কামাল পাশার দ্বিতীয়া কন্যা মোসাম্মাৎ নুসরৎ জাহানের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১২-১-৯৭ তারিখ বাদ আসর দারুত তবলীগে। পাত্র হলেন চট্টগ্রাম নিবাসী মরহুম মরুহুম বদরউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র জনাব আমীরুল হাসান। দেন মোহর ধার্য হয়েছিলো দুই লক্ষ এক টাকা মাত্র। বিয়ে পড়ান মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার। এ বিয়ে সর্বদিক দিয়ে বা-বরকত হওয়ার জন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মাওলানা সালেহ আহমদ

o ১৩ই জানুয়ারী ৯৭ইং রোজ সোমবার বাদ আসর দারুত তবলীগ মসজিদে হাবিবা সুলতানা পিতা মনোয়ারুল হক গ্রাম সাতগাড়া মিস্ত্রিপাড়া, রংপুর-এর সাথে মোস্তফা জামান (আর্টিষ্ট ডাইরেক্টর) পিতা এম, কামাল-মহল্লা কাজিপাড়া ১,০০০০৯ (এক লক্ষ এক টাকা) দেন মোহরানা ধার্যে বিয়ে পড়ান হয়। বিবাহের এলান করেন সদর মুরব্বী আলহাজ্ব আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব। সকল ভ্রাতা ভগ্নীগণের খেদমতে তাদের সুখী সমৃদ্ধ জীবনের জন্য বিনীত দোয়ার আবেদন করছি।

ইব্রায়েতুল হাসান
সহকারী সেক্রেটারী, রিসতানাতা

o অদ্য ৭/১/৯৬ইং রোজ বৃহস্পতিবার আমার ছোট ছেলে মোঃ মঞ্জুরুল ইসলামের সাথে রঘুনাথপুর (বাগ) জামাতের মোঃ বাশার সাহেবের বড় কন্যা নাজমা বেগমের সাথে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা দেন মোহরে বিবাহ সম্পন্ন হয়। আলহামদুলিল্লাহ। বিবাহ পড়ান মোয়াল্লেম শেখ আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব।

তাদের দাম্পত্যজীবন সুখের জন্য এবং সার্বিক কামিয়াবীর জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

ডাঃ মমতাজ উদ্দীন (মোয়াজ্জেন)
দারুল ফজল, খুলনা

দোয়ার এলান

আমার ৪র্থ পুত্র মোহাম্মদ অহিদুজ্জামান ভুঁইয়া সিলেট পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট থেকে ২য় বৎসরের ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে। তার উক্ত পরীক্ষায় সফলতার জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

বর্তমানে আমাকে হোমনা থানা সুতারামপুরে বদলী করা হয়েছে। উক্ত স্থানে যাতায়াত খুবই কষ্টকর।

আমি যাতে পূর্বের কর্মস্থলে বহাল থাকতে পারি—সেই জন্য জামাতের সকল আহমদী ভাই ও বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোঃ শাহজাহান ভুঁইয়া
আঃ মুঃ জাঃ বিষ্ণুপুর

o আমার একমাত্র মেয়ে শাহিদা আকবর শোভা (বয়স সাড়ে তিন বছর) গত ২১/১১/৯৬ইং তারিখে পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করেছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। সে যাতে খুব সুন্দর ও সহীভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে এই জন্য সকলের কাছে বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন করছি। উল্লেখ্য যে, শাহিদা আকবর (শোভা) ওয়াকফে নও।

মোহাম্মদ আকবর হোসেন
দারুল ফজল, খুলনা

শোক সংবাদ

o আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত তালশহরের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল আলীম সাহেব গত ২৪/১১/৯৬ইং রাত ৯-৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ···· রাজেউন) মৃত্যুকালে তিনি ৪ পুত্র ৫ কন্যা ও অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। তার রূহের মাগফেরাতের জন্য জামাতের সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

o অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাচ্ছি যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত (ক্ষুদ্র বি-বাড়ীয়া তালশহর) এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল মোতালিব সাহেব গত ১৬ই ডিসেম্বর '৯৬ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে·····রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি ৫ কন্যা ও ৪ পুত্র ও অসংখ্য নাতী-নাতনী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তার রূহের মাগফেরাতের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি। ওয়াসসালাম

খাকসার
মোহাম্মদ আলী, তালশহর

o জামালপুর (হবিগঞ্জ) জামাতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডাঃ আব্দুল করিম চৌধুরী সাহেব গত ৯/১/৯৭ বিকাল ৫টা ১৫মিঃ ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে·····রাজেউন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ৩ ছেলে ৩ কন্যা রেখে গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বৎসর। তার রূহের মাগফেরাত এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলের ধৈর্য ধারণের জন্য জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নী ও শুভাকাঙ্খীদের নিকট খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করছি।

হোসেন আহমদ
মোয়াল্লেম

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

সাহেব, আমি কলেমা জানিনা, আপনি পড়ুন, আমি সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করব। জেহাদী পাঠান বলল, কি ফেসাদে পড়লামরে বাবা, কলেমা তো আমারও মনে নেই! এরপর হিন্দুটিকে বলল, যা তোর কপাল ভাল আর একদিন কলেমা শিখে এসে ধরব।

হাসবেন না। আপনাকে যদি কেউ বলে, নামায পড়াও, খুতবা দাও, জানাজা পড়াও, কুরআনের দরস দাও, আপনি যদি বলেন, আমি এসব জানি না। তাহলে আপনার আর ঐ জেহাদী পাঠানের মধ্যে পার্থক্য কি ?

জাগতিক বিদ্যায় আপনি যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন ধর্মজ্ঞান যদি না থাকে তাহলে আপনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতা হওয়ার যোগ্য নন। কোন ইঞ্জিনিয়ার যেমন মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হতে পারে না তেমনি একজন ডক্টরেট ডিগ্রীধারী ব্যক্তিও ধর্মীয় জ্ঞান না থাকলে ধর্মীয় সংগঠনের কর্তা হতে পারেন না। তাই জামাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা জামাতের পুস্তকাদি পড়ুন, খলীফার খুতবা এবং দরস শুনুন। সর্বোপরি তাকওয়া অবলম্বন করুন।

সত্য মাত্রই তিক্ত। অতএব, যদি কিছু তিক্ত পরিবেশন করে থাকি তাহলে নিজগুণে ক্ষমা করবেন (এটিসি)।

আমাদের কাছে পাবেন

(১)

১৯৯৭ সালের সুন্দর ক্যালেণ্ডার। যাতে রয়েছে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন মসজিদের ছবি।

(২)

পাক্ষিক আহমদীর বিশেষ সংখ্যা। এহেন সমৃদ্ধ আকারে ইতিপূর্বে আহমদীর কোন সংখ্যা বের হয় নি। আপনি সংগ্রহ করে রাখুন।

(৩)

নানা ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ আমাদের কাছে মওজুদ আছে। আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখুন। বাংলাদেশের আর কোথাও এসব পাওয়া যাবে না।

(৪)

মোহতরম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরীর ব্যক্তিগত প্রকাশনার বই পুস্তক ও এখানে পাওয়া যায়। কতিপয় নূতন পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

পৃথিবীতে এমন কোন শিক্ষক কি আছেন যিনি বলেন যে, বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াই যথেষ্ট, বই পড়া বা শিক্ষকের কাছে পাঠ নেবার কোন প্রয়োজন নেই? না, এমন বেওকুফ কেউ নেই।

আমরা যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি তারা যদি বলি, ব্যাস, বয়েত করাই যথেষ্ট। মসিহে মওউদের (আঃ) পুস্তকাবলী পাঠ করার বা যুগ খলীফার খুতবা, ভাষণ, দরস ইত্যাদি শুনার কোন প্রয়োজন নেই। খলীফার বক্তব্য শুনা জরুরী বা বাধ্যতামূলক নয়। তাহলে কি তা উপরে বর্ণিত বেওকুফের কথারই পুনরাবৃত্তি হয় না?

বিষয়টি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে তখন যখন ইসলাম ও আহমদীয়াত সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ না করে কেউ জামাতের নেতৃত্বের আসনে বসে হুকুম বরদারি করে। যুগে যুগে ইসলামের অবনতির কারণ এই পথেই ঘটেছে। অজ্ঞ নেতৃত্ব এবং নিম মোল্লারাই ইসলামের সব চাইতে বেশী ক্ষতি করেছে। কেউ কেউ বলেছেন, মাছের পতন যেমন মাথা থেকে শুরু হয় তেমনি সমাজের পতন শুরু হয় অজ্ঞ সমাজপতি থেকে। 'নিম মোল্লা খতরায়ে ঈমান, নিম হাকিমী খতরায়ে জান' বলে যে প্রবাদ বাক্য আছে তা অতি খাটি। ঠিক এমনি অজ্ঞ নেতাদের হাতে সমগ্র সমাজও বিপদগ্রস্ত।

এক ইনিসপেক্টর ক্লাশে গিয়ে ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, বলত, সোমনাথ মন্দির কে ভেঙ্গেছিলেন? ছাত্রটি বলল, স্যার আমি ভাঙ্গিনি। পরিদর্শক শ্রেণী শিক্ষককে বললেন, ছেলেটি এসব কি বলছে? শিক্ষক বললেন, স্যার, ও ঠিকই বলেছে সে ভাঙ্গে নি। ও খুব ভাল ছেলে ও ভাঙ্গতে পারে না। ইনিসপেক্টর মহোদয় রাগ করে নির্বাহী কর্মকর্তাকে ডেকে বললেন, আপনি তো এই স্কুলের সভাপতি অথচ শিক্ষকরাও জানে না যে সোমনাথ মন্দির কে ভেঙ্গে ছিল। নির্বাহী কর্মকর্তা বল্লেন, স্যার যা হবার হয়ে গেছে, যেই ভেঙ্গে থাকুক না কেন আমি আজই ফুড ফর ওয়ার্ক এর স্কীমে এটি মেরামত করিয়ে দেব। গল্প বলে হেসে উড়িয়ে দেবেন না। অজ্ঞতাই আমাদের অবনতির মূল।

জামাতের নেতারা যদি ইসলাম ও আহমদীয়াত সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকেন তাহলে তাদের অবস্থা হবে সেই পাঠানের মত যে মৌলবীর ওয়াজ শুনে জেহাদের সওয়াব পাওয়ার আশায় এক হিন্দুকে পাকড়াও করে বলল, পড় কলেমা, নইলে কতল করে ফেলব। হিন্দুটি বলল, খান

(অবশিষ্টাংশ ৮০-এর পাতায় দেখুন)

13th & 14th Issue 31st January, 1997
Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

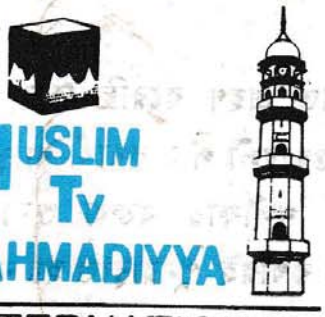

দিবারাত্র প্রচাররত একমাত্র মুসলিম টেলিভিশন (MTA)

মুসলিম টেলিভিশন আহ্‌মদীয়া পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে নানা ভাষায় ইসলাম প্রচার করে চলেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা এবং যুগ-খলীফার খুতবা সরাসরি প্রচার করে থাকে। ডিশের বর্তমান অবস্থান ৫৭° ডিগ্রী ইষ্ট (East) এবং ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সি ১০৯০ ও ৯৭৫-এর মধ্যে। অডিও ফ্রিকোয়েন্সি ৬.৫০তে অনুষ্ঠান শুনতে পারেন। বাংলায় অনুষ্ঠান শুনতে পারেন ৭.৩৮-৪০ বা ৪২ মেগাহার্টসে।

আপনিও খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা বাংলাদেশ সময় শীতকালে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে এবং গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা ৬.০০ মিনিটে শুনতে পারেন।

আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে জানতে হলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272